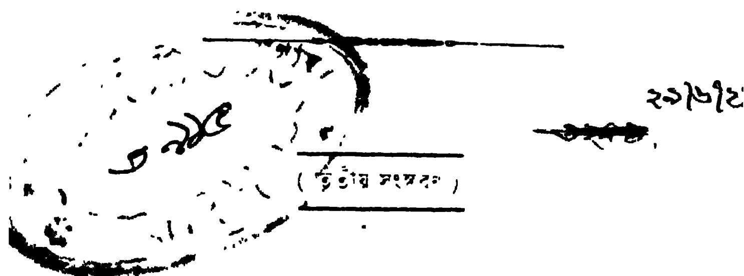
সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ, বি-এল ।

সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি



(তৃতীয় সংস্করণ)

ডাইরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস সাহেব বাহাদুরের পার্সনাল

এসিষ্টাণ্ট ও হুগলীর ভূতপূর্ব্ব সেটেলমেণ্ট অফিসর

(ডেপুটী কালেক্টর)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ., বি-এল.

কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রকাশক

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২১ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

SATHI PRES

21-1, PATUATOLA LANE, HARRISON ROAD,

PRINTED BY HEM CHANDRA RAY.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

সার্ভে ও সেটেলমেন্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

জরিপ

তৃতীয় অধ্যায়

খানাপূরী

চতুর্থ অধ্যায়

খানাপূরী রিসেস্ ও বুঝারত

পঞ্চম অধ্যায়

তজদিক

ষষ্ঠ অধ্যায়

১০৩ (ক) ধারার আপত্তি, চূড়ান্ত স্বত্বলিপি বিতরণ ও খরচ আদায়

সপ্তম অধ্যায়

মোকদ্দমা

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট

নবম অধ্যায়

সরকারী মহাল

দশম অধ্যায়

দিয়াড়া বা চর জমির বন্দোবস্ত

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

পরিশিষ্ট

গ্রন্থসম্বন্ধে অভিমত

"It seems to be a most useful work. If it continues to have a ready sale amongst the general public for whom it is intended, it will make the wheels of settlement run more smoothly.

J. C. JACK, I. C. S.

Director of Land Records. Bengal.

অর্থাৎ সেটেলমেণ্ট বিভাগের সর্ব্বোচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীর মতে "ইহা একখানি অত্যন্ত আবশ্যকীয় গ্রন্থ। জন সাধারণের জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণের নিকট প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইলে সেটেলমেণ্টের কার্য্য অনেক সহজে সম্পন্ন হইতে পারিবে।"

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

১৯১২ সালে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ লইয়া নূতন প্রদেশ গঠিত হইবার পর সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন হইতে উভয় বঙ্গেই যে প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইবে, তাহা এই নূতন সংস্করণে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের নিয়মাবলীই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া উভয় বঙ্গে প্রচলিত হইতেছে।

অনেকে "জরিপ প্রণালী"র খণ্ড পৃথকভাবে লইতে ইচ্ছা করেন, এবং অনেকে মাত্র "সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি"র খণ্ড চাহিয়া পাঠান। এই জন্য "সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি" পৃথকভাবে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা জরিপ সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মাবলী জানিতে চা'ন তাঁহাদের জন্য "সরল জরিপ প্রণালী"ও পৃথকরূপে প্রকাশিত হইতেছে, উহার মূল্য ৷৷০ আটআনা মাত্র।

কলিকাতা,
২৫শে ভাদ্র, ১৩২১ সাল।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

"সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি ও সরল জরিপ প্রণালী"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নূতন সংস্করণে জমিদারী মহালের উৎপত্তি ও সার্ভে সেটেলমেণ্টের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের শেষে পরিশিষ্টস্বরূপ একটা

অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইল। ইহাতে টীকা-টিপ্পনীসহ প্রজা স্বত্ব আইনের দশম অধ্যায়ের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের ধারা কয়েকটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ট্রান্‌স্লেটর দ্বারা প্রকাশিত প্রজাস্বত্ব আইনের বাঙ্গালা সংস্করণ হইতে এই বঙ্গানুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যে সামান্য বিভিন্ন প্রকারের আইন প্রণয়ন হয় উহা এখনও প্রচলিত আছে। এই জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কোথায় কি বিভিন্নতা, তাহা যথা স্থানে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল গুপ্ত ও ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের" তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্করণের প্রুফ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার এই উপযুক্ত সময়। ইতি ৩০এ শ্রাবণ ১৩.৯ সাল।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে বিহার প্রদেশের প্রায় সমস্ত জেলাতেই সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য শেষ হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশস্থ, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায়ও এই কার্য্য শেষ হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার ও পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অপরাপর জেলায় ঐ

কার্য্য অনুষ্ঠানের সময় আসিয়াছে। জমিদার ও প্রজার প্রার্থনা অনুসারেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টের কার্য্য সকল জেলাতেই অল্প বিস্তর ভাবে চলিতেছে। এই সেটেলমেণ্ট ব্যাপারে কোন্ সময় কোথায় কি কার্য্য হয়, প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণের কোন্ সময় কি করা আবশ্যক, এবং ঐরূপ না করিলে কি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য, সাধারণে সহজে বুঝিতে পারেন, এইরূপ ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইল। এতৎসংক্রান্তে প্রজা ভূম্যধিকারিগণের স্বত্বাস্বত্ব সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য আইন ও নজির আদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেটেলমেণ্টের সময় যে সকল আমীন, মুহুরী, মুনসরিম প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের খাসমহল ও দিয়াড়া চরের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিয়মাবলী এক পৃথক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে জরিপ সম্বন্ধে কয়েকটী সরল অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। সেটেলমেণ্টের সময় যে প্রণালীতে জরিপ হইয়া নক্সা প্রস্তুত হয়, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কয়েকটী অধ্যায় হইতে অল্প অভ্যাস দ্বারা সকলে জরিপ সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতদুদ্দেশ্যে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যে সকল বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় জরিপ শিক্ষা দেওয়া হয়, ঐ সকল স্থানেও এই গ্রন্থ ব্যবহৃত হইতে পারিবে। রেভিনু সার্ভে ম্যাপ ও থাক নক্সা ভাঁওড়ান সম্বন্ধে একটী অধ্যায় লিখিত হইয়াছে।

চুঁচুড়া,
১০ই ভাদ্র, ১৩১৭ সাল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

ইংরাজী ১৭৮৯।৯০ সালে * বাঙ্গালা প্রদেশে জমিদারদিগের সহিত সরকারী রাজস্ব সম্বন্ধে দশ বৎসরের মেয়াদে এক বন্দোবস্ত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ "দশসালা" বন্দোবস্ত বলে। ইহার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিখ্যাত ঘোষণা-পত্র দ্বারা এই "দশসালা" বন্দোবস্তই "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান জমিদারদিগের জমিদারী সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও দায়িত্ব আছে, তাহার মূলে এই ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণাপত্র। জমিদারীর আয় বৃদ্ধি বা রাজ্যশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি হইলেও নির্দ্ধারিত রাজস্ব কোন দিন বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, গবর্ণমেণ্ট যে কেবল এই মাত্র স্বীকার করিয়া লয়েন তাহা নহে। জমিদারগণই ভূমীর প্রকৃত অধিকারী, তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে

দশসালা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদার-দিগের স্বত্বাস্বত্ব।

* মুসলমানদিগের রাজত্বকালে জমিদারদিগের সহিত সন সন নূতন করিয়া রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইত। আকবর বাদসাহ প্রথম দশ বৎসর অন্তর বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বাদসাহগণ এই নিয়ম অনুসরণ করেন নাই। ইং ১৭৬৫ সালে ইংরাজগণ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন ও সাত বৎসরকাল পূর্ব্বনিয়ম অনুসারে, বাৎসরিক বন্দোবস্ত দ্বারা রাজস্ব আদায় করেন। ১৭৭২ সালে ৫ বৎসরের জন্য এক বন্দোবস্ত হয় কিন্তু ১৭৭৭ হইতে ১৭৮৮ সাল পর্য্যন্ত পুনরায় বাৎসরিক বন্দোবস্ত হইতে থাকে।

জমি দান বা বিক্রয় করিতে স্বত্ববান, এমন কি জমিদারী বিক্রয় করিয়া রাজস্ব কর্ম্মচারী দ্বারা সরকারী রাজস্ব পর্য্যন্ত বিভক্ত করাইয়া লইতে পারেন (১)। জমিদার ইচ্ছাপূর্ব্বক মোকররী (২) বা অন্য প্রকারের জমার সৃজন (৩) করিতে পারেন, এমন কি সনন্দ দ্বারা নিষ্কর (৪) পর্য্যন্ত সৃজন করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট স্বীকার না করিলে যদিও এই সকল মোকররী বা নিষ্কর সৃজন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বা রাজস্বের দায়ে ক্রেতা কোন ব্যক্তি বাধ্য নহেন (৫) কিন্তু জমিদারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ এবং উত্তরাধিকারিগণ উহাতে সম্পূর্ণ বাধ্য। অপর কোন ব্যক্তি বা গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল দায় রদ বা রহিত করিবার চেষ্টা করিলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে ঐ সকল দায়ের সৃষ্টি

---

(১) ১৭৯৩ সালের ১ আইন। (২) ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা; ১৮১২ সালের ৫ এবং ১৮ আইনের ২ ধারা; ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১৭৯ ধারা।

(৩) Board's Proceedings dated 23-9-1791.

(৪) Mahamed vs. Asadunnissa 9 W. R (F B.) 1 Gokul vs Gobinda I. L, R 17 Cal. 721, also Secretary of State vs. Nitya I. L. R, 21 Cal. 38. But read Government Order in Board's Proceedings dated 18-2-1790 —"grant of Baze-zemin (Rent-free lands) under any denomination whatever, is to be made by any Zemindar or Talukdar under a penalty that the land so given shall be confiscated to Government and the grantee compelled to pay as a fine the rents of the lands thus granted during the period of their alienation." Again, Government Order dated 24-9-1789 for fine of Rs 25 per bigha for such grants.

(৫) ১৭৯৩।১৯ আইনের ১০ ধারা, ১৮৫৯।১১ আইনের ৩৭ ধারা, Bhola vs. Uma I. L. R. 14. Cal. 440, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৭ ধারা দেখ।

হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই উপর (৬)। জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত চৌকীদারী, ফাঁড়িদারী ও অন্যান্য পুলিস-চাকরাণ জমি অথবা প্রকৃত বা অপ্রকৃত লাখরাজ জমি যদিও রাজস্ব নির্দ্ধারণের সময় জমিদারীর সামিল বলিয়া ধরা হয় না * তথাপি ঐ সকল জমিতে জমিদারদিগের অনেক বিষয়ে স্বত্ব আছে ইহা স্বীকার করা হয়। পুলিসের চাকরাণ জমি বাজেয়াপ্ত হইলে জমিদারই উহার বন্দোবস্ত পাইতে স্বত্ববান।† বাদসাহী লাখরাজ ভিন্ন অন্য প্রকারের লাখরাজ অপ্রকৃত হইলে এবং উহার পরিমাণ ১০০/০ বিঘার কম হইলে জমিদারেরই তাহাতে অধিকার; এবং ঐ জমিতে কর ধার্য্য হইলে জমিদারেরই উহা প্রাপ্য (৭)। রাজস্বের দায়ে জমিদারী বিক্রয় হইতে পারে বটে, কিন্তু রাজদ্রোহসূচক কোন অপরাধ না করিলে অন্য কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। পূর্ব্বে জমিদারদিগকে বৎসর বৎসর বা পাঁচ বৎসর অন্তর জমিদারীর হিসাব ও জমাবন্দীর নকল কলেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হইত, বহুকাল হইল তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে (৮)।

---

(৬) Harihar Mukhopadhay vs. Madhab Chandra Basu 14 M. I. A 152, Biswambar vs. Kailash 23 W R 388, Ekramunnissa vs. Peari Mohon Mukherji I L. R. I Cal. 378 কিন্তু বিপরীত মতও আছে, Sham vs. Sikander 3 W. R. 182 (also 69); Hira vs Lokenath 2 W. R. 135; Peary Mohan vs. Biswambar 5 W. R. P 69, Soshi vs. Mahommed 4 C. L. J. 548.

* ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৬ ধারা।

† ১৮৭০ সালের ৬ আইন (বঙ্গীয়) ৪৮ ধারা।

(৭) ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৬ ধারা। (৮) জমিদারদিগের কলেক্টর সাহেবের নিকট হাজির হওয়া সম্বন্ধে ১৮৪৮।২০ আইন দেখ।

জমিদারী সম্বন্ধে এই সকল মূল্যবান স্বত্ব জমিদারদিগকে দেওয়া হইলেও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ ত্রুটী থাকিয়া যায়। এই সময়ে রীতিমত জরিপ জমাবন্দী হইয়া কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই (৯)। ইহার ফলে বন্দোবস্তি মহালের সীমানা বা অবস্থিতি অনেক স্থানে নিতান্ত অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়। জমিদারের অধীনস্থ প্রজা ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীদিগের স্বত্বাস্বত্ব সরকারী কাগজে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় উহাও অনিশ্চিত থাকিয়া যায় এবং অনেক স্থানে জমিদারের অন্যায় আচরণে প্রজাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন ও অনেক স্থানে প্রজা ও জমিদার উভয়েই অনর্থক মামলা-মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অল্পসময়ের মধ্যেই (১০) গবর্ণমেণ্ট এই সকল ত্রুটী বুঝিতে পারেন এবং ক্রমশঃ নূতন আইন প্রণয়ন দ্বারা ইহা দূর করিবার চেষ্টা করেন। বন্দোবস্তী মহালগুলির সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ইংরাজী ১৮৪০ সাল হইতে সমস্ত বাঙ্গালা ও বিহারব্যাপী এক জরিপ আরম্ভ হয়। ইহাকে "রেভিনিউ সার্ভে" ও "থাকবস্ত" সার্ভে বলে। রেভিনিউ

দশসালা বন্দোবস্তের সময় জরিপ জমাবন্দি না হওয়ায় কি কি দোষ রহিয়া গিয়াছে—

(১) মহালের সীমানা বা অবস্থিতি সম্বন্ধে,

(২) প্রজাদিগের স্বত্বাস্বত্ব সম্বন্ধে।

---

(৯) ১৭৯৩।৮ আইনের ৬৯, ৮২ ও ৮৩ ধারা। Baden Powell's Land System in British Indian, P. 289-299 Vol. I.

(১০) দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে গবর্ণমেণ্ট ইহা বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে Governor General's Minute, dated 3rd Feby. 1790, para 31. যাহাদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (অর্থাৎ জমিদারগণ) তাহাদিগের স্বত্বাদি প্রথম স্থির না করিয়া তাহাদিগের অধীনস্থ প্রজাদিগের স্বত্বাদি স্থির করিলে তাহা কার্য্যকরী হইত না।

সার্ভের অর্থ- রাজস্ব সম্বন্ধীয় জরিপ বা পরিমাপ। ইহা দ্বারা প্রত্যেক "মৌজা"র বহিঃসীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম পরিমাপ পদ্ধতিতে নক্সা প্রস্তুত হয়। রেভিনিউ সার্ভের সঙ্গে সঙ্গে বা উহার কিছু পূর্ব্বে থাকবস্ত জরিপ হয়। ইহা দ্বারা প্রত্যেক মৌজার আভ্যন্তরিক বিভিন্ন মহালের সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহার নক্সা প্রস্তুত হয়। কিন্তু যেরূপ সূক্ষ্ম প্রণালী দ্বারা "রেভিনিউ সার্ভে" সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম প্রণালীতে থাকবস্ত সার্ভে হয় না (১১)। ইহার ফলে এই হয় যে অনেক স্থানে থাকবস্ত অনুসারে কোন মহালের অবস্থিতি নিরূপণ করিতে যাইলে তাহা সরল না হইয়া আরও জটিল হইয়া পড়ে। যাহা হউক রেভিনিউ ও থাকবস্ত জরিপ দ্বারা ঐ জরিপের সময়ের "দখল" অনুসারে যে মহালের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাই জানা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কি ছিল তাহা জানা যায় না। এই সম্বন্ধে মহামান্য হাইকোর্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অন্য প্রমাণ না থাকিলে রেভিনিউ ও থাকবস্ত সার্ভের সময় যে মহালের যে অবস্থা ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও তদ্রূপ ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে (১২)। এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেক মামলা মোকদ্দমার পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমান সময়ে জমিদারগণ রেভিনিউ ও থাকবস্ত সার্ভের কাগজাদি ও

মহালের সীমানা ও অবস্থিতি নির্দ্ধারণের জন্য রেভিনিউ ও থাকবস্ত সার্ভে।

---

(১১) Smyth and Thulier's Surveying in India. Also Thakbast Rules in Board's Orders dated 1842, 1850 and 1867.

(১২) Lalchand Sing vs. Mahendra Narain Sing 13 W. R. (P C) 7; 24 W. R. p. 317 Shoseemookhee vs. Bissessoree 10 W. R. 343; Satcowri vs. Secretary of State I. L. R. 22 Cal. 259.

নক্সার প্রচুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইং ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত এই সার্ভে হইতে থাকে। ১৮৭৫ সালের সার্ভে আইন (৫ আইন) দ্বারা মহালে মহালে সীমানা লইয়া বিবাদ হইলে দখল অনুসারে তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা জেলার কলেক্টর সাহেবকে দেওয়া হয় (৪১ ধারা)। এই আইন দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জরিপ অনুসারে (যথা "রেভিনিউ" বা "থাকবস্ত" সার্ভে) অথবা আদালতের ডিক্রী অনুসারে মহালের সীমানা সরেজমিনে চিহ্নিত করিয়া দিবার ক্ষমতাও (৪৪।৪৫ ধারা) জেলার কলেক্টর সাহেবকে দেওয়া হয়। কিন্তু এইরূপে চিহ্নিত জমি যদি জমিদারের দখলে না থাকে তবে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য ব্যতীত তিনি তাহা পাইতে পারেন না, এবং যদি ১২ বৎসরের উদ্ধকাল বেদখল থাকে, তাহা হইলে "তামাদি" দোষে তাঁহার দাবী চলিতে পারে না। এই প্রকারে তামাদি আইনের প্রয়োগের ফলে অনেক স্থানে ছোট ছোট মহালের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়া সরকারী রাজস্বের পর্য্যন্ত হানি হইতেছে, বড় বড় মহালের জন্য আশু কোন ক্ষতি না হইলেও উহার সীমানার অনেক স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান সার্ভে আইন ও মহালের সীমানা নির্দ্ধারণ।

মহালের সীমানা সম্বন্ধে "তামাদি" আইন ও সরকারী রাজস্ব।

অতএব দেখা যাইতেছে যে দশসালা বন্দোবস্তের সময় জরিপ-জমাবন্দী না হওয়ায় মহালের সীমানা, অবস্থিতি এবং সরকারী রাজস্ব সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ এখন পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। জমিদারী বাটওয়ারার সময় কি নিয়ম অনুসারে সরিকগণ জমি পাইবেন তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। যে সকল জমিদার জমিদারী হইতে মহাজনী বেশী লাভজনক মনে করিয়া নগদ টাকা

লাভের আশায় সেলামী লইয়া মোকররী বা নিষ্কর সৃষ্টি করিয়া জমিদারী নষ্ট ও সরকারী রাজস্বের ক্ষতি করিতেছেন (১৩) তাঁহাদিগের কার্য্যের ফল ভবিষ্যতে কি হইয়া দাঁড়াইবে ইহাও এক সমস্যার বিষয় হইয়াছে (১৪)। মোট কথা কোনও জমিদারের চিঠা বা বিশ্বাসযোগ্য কাগজ-পত্র না থাকিলে তাহার যে অবস্থা হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টেরও কতক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

২য় দোষ—প্রজার স্বত্বাস্বত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দূর করিবার জন্য কি করা হয়।

প্রজাদিগের স্বত্বাদি অনিশ্চিত হইয়া থাকার জন্য যে সকল গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা ইং ১৮৫৯ সালের পূর্ব্বে হয় নাই (১৫)। কিন্তু ১৭৯৩ সালে যে যে স্থান ইংরাজদিগের অধিকারে থাকে তাহারই অধিকাংশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। ইহার পর যখন উড়িষ্যা, অযোধ্যা প্রভৃতি নূতন স্থান ইংরাজাধিকারে আইসে তখন রীতিমত জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত না করিয়া বন্দোবস্ত হইবে না। ইহাই

---

[১৩] অবশ্য যদি বুঝা যায় যে জমিদার এই কার্য্য দ্বারা প্রথম নিষ্করের সৃজন করিলেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে রাজস্বের দায়ে ক্রেতা কোন ব্যক্তি উহা দ্বারা বাধ্য হইবেন না, [১৭৯৩।১৯ আইনের ১০ ধারা ও ১৮৫৯।১১ আইনের ৩৭ ধারা]। কিন্তু পক্ষগণ স্ব স্ব স্বার্থের জন্য এই সকল নিষ্কর বা মোকররী সৃজনের দলিল এমনভাবে লিখিয়া লয়েন যে উহা হইতে এরূপ বুঝা যায় না যে নিষ্কর বা মোকররীর উৎপত্তি ঐ সময় হইল, বরং ইহাই বুঝা যায় যে প্রজার ঐ প্রকার স্বত্ব পূর্ব্বে ছিল এখন তাহাই স্বীকার করা হইল মাত্র।

[১৪] জমিদারের অনবধানতাবশতঃ অনেক স্থানে প্রজাগণও সুবিধা পাইয়া অনেক মিথ্যা নিষ্কর ও মোকররী সৃজন করিয়া লইতেছে।

[১৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে পাট্টা কবুলতির আদান প্রদান দ্বারা এক প্রকার স্বত্ব-লিপি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয় এবং জমিদার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রজাকে পাট্টা দিতে বাধ্য এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয় (১৭৯৩।৮

সিদ্ধান্ত হয়। সুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিমাংশকেই তখন উড়িষ্যা বলিত। এই প্রদেশ ইং ১৮০৩ সালে ইংরাজ শাসনে আইসে এবং কি প্রণালীতে স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়ায় দশ বৎসর করিয়া তিনবার বন্দোবস্ত করা হয়। তৃতীয় বারের বন্দোবস্ত ইং ১৮৩৭ সালে শেষ হয়। ইতিমধ্যে অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান ইংরাজাধিকারে আইসে এবং কটক, পটসপুর (মেদিনীপুর) প্রভৃতি স্থানের পুনর্বন্দোবস্ত আবশ্যক হওয়ায় ইং ১৮২২ সালের ৭ আইন দ্বারা জরিপ করিয়া ও প্রজা ও নানাশ্রেণীয় ভূম্যধিকারী-দিগের স্বত্বাস্বত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া কি প্রকারে সরকারী রাজস্ব ধার্য্য করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয়। ১৮২৫ সালের ৯ আইন দ্বারা সমস্ত সরকারী খাস মহাল সম্বন্ধে ও অন্যান্য যে সকল স্থানে সরকারী রাজস্ব ধার্য্য হইবে

১৮২২।৭ আইন অনুসারে স্বত্ব লিখন মাত্র সরকারী রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য।

আইনের ১৯ ধারা, ১৭৯৪ সালের ৪ আইন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে এইরূপ পাট্টা কবুলতির বহুল আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। যাহা হইয়াছিল তাহাও পক্ষগণ দ্বারা সংরক্ষিত হয় নাই, অথবা উহার কোন নকল রেজেষ্ট্রী হইয়া সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত হয় নাই। জমিদার পাট্টায় লিখিত খাজনার অতিরিক্ত কোন খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না [১৭৯৩।৮ আইনের ৫৫ ধারা] এবং গ্রামস্থ স্থায়ী খুদকস্ত রাইয়তের পাট্টা রহিত অর্থাৎ তাহার খাজনা পরিবর্ত্তন বা তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না (Govt. order in Board's Proceedings dated 23-9-1491)। লাখরাজ জমি সম্বন্ধেও জমিদার ও লাখরাজদারদিগের নিকট হইতে বিস্তারিত তালিকা সংগৃহীত হয় [১৭৯৩।১৯ আইনের ২৪, ২৫ ধারা ও ঐ সালের ৩৭ আইনের ১৯।২০ ধারা, ১৮০০।৮ আইনের ১০ ধারা]। কিন্তু বাদসাহী ভিন্ন অন্য লাখরাজ ১০০/৳ বিঘার কম হইলে কোন তদন্ত হয় না। ফলে এই হয় যে সমস্ত লাখরাজ ও নিষ্কর জমির সম্পূর্ণ হিসাব রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও গভর্ণমেণ্টের [১৭৯৩।১৯ আইন ২২ ধারা; ১৭৯৩।৩৭ আইন ১৭ ধারা; ১৮০০।৮ আইন] লাখরাজ-বিষয়ের রেজিষ্টরী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় [১৮৮৫।৮ আইনের ৩ (১) ধারা দেখ]।

তাহা সম্বন্ধেও ১৮২২ সালের আইন অনুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রজা ও নানাশ্রেণীর ভূম্যধিকারীর স্বত্বাস্বত্ব-সরকারী কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। যদি কোন কারণে এই প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে না পারে তাহা হইলে ঐ বন্দোবস্ত ৫ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিবে না (১৬)। এই সকল নিয়ম অনুসারে উড়িষ্যার ১৮৩৭ সালের বন্দোবস্ত ও অন্যান্য মহালের পুনর্বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু এই প্রকারের কোন আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত জমিদারীতে প্রয়োগ করিবার কোন ব্যবস্থা করা হয় না, ঐ সকল মহালের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিয়া যায়। চাষি

১৮৫৯।১০ আইন ও প্রজার স্বত্বাস্বত্ব।

প্রজা ও তাহাদিগের ভূম্যধিকারিগণের স্বত্বাস্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রথম ১৮৫৯।১০ আইন প্রণয়ন হয়। প্রজার দখলি স্বত্ব লাভ সম্বন্ধে, কি কি প্রণালী ব্যতীত প্রজার খাজনা বৃদ্ধি বা প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন সরকারী খাস মহালেও প্রযোজ্য হওয়ায় ঐ সকল মহালের চাষী প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধেও জমিদারের ন্যায় রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায় (১৭)। ১৮৫৯ সালের আইন দ্বারা ১৮২২ সালের আইন

১৮৮৫ সালের ৮ আইন ও জমিদারী মহালের স্বত্বলিখনের বিধি।

রদ না হইলেও ইহাতে জমিদারী মহালের জরিপ বা স্বত্বলিপি প্রস্তুত সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহার পর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত ৮ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের ১০ম

---

[১৬] ৯ ধারার ৩য় প্রকরণ।

[১৭] I. L. R, 16 Cal. 586 Akshaya vs Shama, কিন্তু যে স্থানে খাজনা আইন চলে না সে স্থানে ভিন্নরূপ Ram Chandra Bera vs. Govt. 6 C. L R. 365 Huro Pershad vs. Shama [6W.R 107].

অধ্যায়ে সরকার বাহাদুর কি কি কারণে ও কি কি প্রণালীতে জমিদারী মহালের জরিপ করাইয়া সকল শ্রেণীর প্রজা, ভূম্যধিকারী ও নিষ্করভোগি-গণের স্বত্বাস্বত্ব লিপিবদ্ধ করিতে পারেন তাহা বিধিবদ্ধ হয়। এই সকল বিধি ১৮৯৮ সালে কিছু পরিবর্ত্তিত হয় ও ১৯০৫ সালের বঙ্গ-বিভাগের পর ১৯০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ও ১৯০৮ সালে পূর্ব্ববঙ্গেও ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৯০৮ সালের ৬ আইনদ্বারা ছোট নাগপুরের স্বত্ব লিখন সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছে। উড়িষ্যায় পশ্চিমবঙ্গের নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে (১৮)। সরকারী খাস মহালের বন্দোবস্ত ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মও ১৮৮৫ সালের আইনে বিধিবদ্ধ আছে। ১৮২২ সালের আইন রদ না হওয়ায় সরকারী খাস মহালের স্বত্বলিপি ও বন্দোবস্ত ঐ আইন অনুসারেও হইতে পারে বটে কিন্তু যে যে স্থানে ১৮৮৫ সালের আইন প্রযোজ্য সেই সেই স্থানে ১৮৮৫ সালের আইনের বিধির ব্যতিক্রমে রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রজার খাজনা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না।

সার্ভে-সেটেলমেণ্টের উদ্দেশ্য।

কি উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের সকল জেলায়ই ১৮৮৫ সালের আইন অনুসারে জরিপ ও স্বত্ব লিখনের কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা এখন সকলেই কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। উভয়কেই আপন আপন প্রকৃত স্বত্বাস্বত্ব সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেওয়া ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক স্থানে অনেক বিষয়ে স্বত্বাস্বত্ব নিতান্ত অনিশ্চিতভাবে আছে, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া দুর্ব্বলকে বলবানের

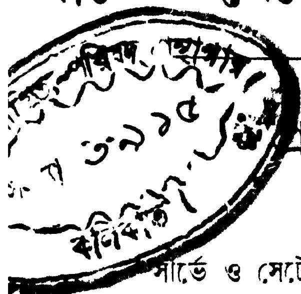
(১৮) উড়িষ্যার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

হস্ত হইতে যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়া দেওয়া ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বত্বলিপিতে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়া সরকারী মহাফেজখানায় উহা রক্ষিত হওয়ায় এবং সর্ব্ববিধ মাম্‌লা-মোকদ্দমায় উহা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় ভবিষ্যতে বিবাদ-বিসম্বাদ কম হইয়া দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ারই সম্ভাবনা।* চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জরিপ জমাবন্দী না হওয়ায় যে দোষ রহিয়া গিয়াছে তাহাও অনেক পরিমাণে দূর হইবে, এবং ভবিষ্যতে জমিদারী মহালের সীমানা ইত্যাদি লইয়া বিবাদ হইলে তাহা নিষ্পত্তি করাও অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইবে। জমিদারের অসাবধানতা বা তাচ্ছিল্যের ফলে, অথবা মহালের ক্ষতিজনক নিষ্কর বা মোকররী বা অন্য প্রকার দায় সৃজন দ্বারা সরকারী রাজস্বেরও ভবিষ্যতে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহা ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই এই জরিপের কাগজ ও স্বত্বলিপি হইতে সর্ব্ব প্রকারের সংবাদ সঠিকমত পাইতে পারিবেন, এবং অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া এখন যে সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করা যায় না, তাহাও নিশ্চয়তার সহিত সম্পাদিত হইতে পারিবে।



* "The want of a survey for Revenue purposes has been seriously felt Agricultural statistics which are available for other Provinces are wanting in Bengal. But even to enumerate the inconveniences, the difficulties under the tenant law, and the endless litigation, that the absence of an authoritative record of subordinate-rights may cause, would occupy more space than I can give here. In short, some day a District Cadastral survey and a record of rights and rents must come; and sooner it is commenced the better it will be for the Province".—Baden Powell's "Land System of British India", Vol. I page 260 1892 Ed.)

সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি



প্রথম অধ্যায়

সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের দশম অধ্যায় (ছোট নাগপুর প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বাদশ অধ্যায়) অনুসারে সরকার বাহাদুর কোন সমগ্র জেলার অথবা কোন জেলার অংশ বিশেষের জরিপ করাইয়া জমা-বন্দী প্রস্তুত ও প্রত্যেক প্রজা ও ভূমাধি-কারীর স্বত্বাদি লিখিবার আদেশ করিয়া থাকেন। ইহাকে "সার্ভে ও সেটলমেণ্ট" (Survey and Settlement) বা মাত্র "সেটলমেণ্ট" বা "বন্দোবস্ত" বলে, ও যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহাকে "স্বত্ব লিখন" বা "স্বত্ব লিপি" (Record of rights) বলে।

সার্ভে ও সেটলমেণ্ট কাহাকে বলে

কোনও মহালের অধিকাংশ জমিদার, পত্তনিদার বা অন্য ভূমাধি-কারিগণ অথবা অধিকাংশ প্রজাগণ কলেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেও ছোটলাট বাহাদুর (১০১ ধারা ও ১০৩ ধারা) ঐ মহলের জন্য ঐরূপ "স্বত্ব লিখনের" আদেশ করিয়া থাকেন। কোনও মহালে বা মৌজায় প্রজা ও জমিদারগণের মধ্যে গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলেও ছোটলাট বাহাদুর ঐরূপ আদেশ করিয়া থাকেন [১০১(২) খ

ধারা]। যে কারণেই বা যে প্রকারেই জরিপ ও স্বত্ব লিখনের আদেশ হয় উহার কার্য্য প্রণালী একই প্রকার*।

কোনও সমগ্র জেলার সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের আদেশ হইলে প্রথম প্রত্যেক মৌজার সীমানা জরিপ হইয়া, প্রত্যেক মৌজার জন্য পৃথক পৃথক নক্সা প্রস্তুত হয়। পরে ঐ নক্সায় মৌজার আভ্যন্তরিক প্রত্যেক ক্ষেত্র, পুকুর, ডোবা, বাগান, বাড়ী, রাস্তা প্রভৃতি অঙ্কিত করা হয়।

জরিপ ও নক্সা প্রস্তুত।

এইরূপে মৌজার নক্সা প্রস্তুত হইলে পর প্রত্যেক দাগ জমির কৃষিকারের নাম, ধাম ইত্যাদি ও সে যে ব্যক্তিকে খাজনা দেয় তাহার নাম, ধাম, স্বত্বাদি ও সে যে ব্যক্তিকে খাজনা দেয় তাহারও ঐ প্রকার নাম, ধাম ইত্যাদি, ও ক্রমশঃ এই প্রকারে মূল জমিদার (অর্থাৎ যিনি কালেক্টরীতে রাজস্ব দাখিল করিয়া থাকেন) পর্য্যন্ত সমস্ত মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী ও ভূম্যধিকারিগণের, নাম, স্বত্ব ইত্যাদি একজন আমীন বিবৃতরূপে সরেজমীনে গিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ইহাকে "খানাপুরী (খানা-ঘর Column ও পুরী-পূরণ) বলে। অর্থাৎ স্বত্ব লিখনের বহির ঘর পূরণ বলে। কোনও জমির দখল লইয়া বিবাদ থাকিলে আমীন তাহা বিনা খরচায় "বিবাদী ফর্দ্দ নামক কাগজে (Dispute listএ) লিখিয়া লয়েন,—পরে

খানাপুরী।

* পূর্ব্ববঙ্গের ১৯০৮।০ আইন ও পশ্চিম বঙ্গের ১৯০৭।১ আইন দ্বারা উভয় প্রদেশের কার্য্য প্রণালী যে যে স্থানে ভিন্নরূপ তাহা যথা স্থানে দেখাইয়া দেওয়া হইবে। আঙ্গুল, সম্বলপুর, সাঁওতাল পরগণা, দার্জ্জিলিং, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য প্রদেশ আসাম উপত্যকা ও গোয়ালপাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় সেটেলমেণ্টের কার্য্য প্রণালী কতকটা পশ্চিমবঙ্গের ন্যায়। ছোটনাগপুরের জন্য ১৯০৮।৬ আইন দ্বারা বিশেষ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। মুণ্ডা ও ভুমিজদিগের খুঁট কাটা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ইহা পশ্চিমবঙ্গের আইনের ন্যায়।

একজন কাননগু বা হাকিম (এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার) তদন্ত করিয়া ঐ সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করেন।

বুঝারত।

থানাপূরী হইয়া গেলে পর একজন কাননগু মাঠে গিয়া নক্সা ও আমীনের লিখিত অন্যান্য কাগজাদি প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের সম্মুখে মিল করেন এবং তাঁহাদিগকে স্বত্ব লিখনে যাহা লেখা হয় তাহা বুঝাইয়া দেন। ইহাকে "মাঠ বুঝারত" বলে। এই সময় কোন ভুল পাইলে কাননগু তাহা সংশোধন করেন। দখল সম্বন্ধীয় বিবাদগুলিও তিনি নিষ্পত্তি করেন।

এ্যাটেষ্টেসন বা তজদিক।

ইহার পর একজন হাকিমের (Assistant Settlemet Officerএর) সম্মুখে আমীনের লিখিত সমস্ত বিবরণ পুনরায় প্রত্যেক প্রজা ও ভূমধ্যধিকারীকে পড়িয়া শুনান হয়। কোন ভুল পাওয়া গেলে ঐ হাকিম তাহা সংশোধন করেন ও কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তিনি "বিবাদী ফর্ম্মে" তাহা লিখিয়া লয়েন ও তদন্ত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন। থানাপূরীর হাকিম বা বুঝারত কাননগু পূর্ব্বে কোন বিবাদের বিচার করিয়া থাকিলে তজদিকের হকিম তাহারও ছানি করিয়া থাকেন। ইহাতে কোন দরখাস্ত দিতে হয় না বা কোর্ট ফি লাগে না। কে কি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা এবং কাহাকে কত খাজনা দিতে হয় তাহাও তিনি এই সময় নিষ্পত্তি করেন। এইরূপে সমস্ত কাগজ ঠিক হইলে তজদিকের হাকিম উহাতে আপন নাম স্বাক্ষর করেন। ইহাকেই তজদিক বা attestation বলে।

পাণ্ডুলিপি প্রচার
Draft publication

তজদিক শেষ হইয়া গেলে পর একজন কাননগু প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ঐ সমস্ত কাগজ প্রচার করেন। ইহাকে প্রথম প্রচার বা পাণ্ডুলিপি প্রচার বলে (Draft publication)।

পাণ্ডুলিপি প্রচারের তারিখ হইতে এক মাস কাল পর্য্যন্ত তজ্জদিকের হাকিমের অফিসে বা ক্যাম্পে সমস্ত কাগজাদি সাধারণের জ্ঞাপনার্থ খোলা থাকে ও যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তাহা আগত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য একজন আমলা নিযুক্ত থাকেন। যাঁহার আবশ্যক হয় তিনি গিয়া আপনার জমি জমা সম্বন্ধে কি প্রকারে কি লেখা হইয়াছে জানিয়া আসিতে পারেন। ইহার জন্য কোন খরচ বা দরখাস্ত করিতে হয় না। এই সময়ের মধ্যে কাহারও কোন বিষয় আপত্তি থাকিলে তিনি আট আনা কোর্ট ফি দিয়া "১০৩ ক" ধারা অনুসারে (ছোট নাগপুর ৮৩ ধারা) দরখাস্ত দ্বারা আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। এই আপত্তিকে সাধারণতঃ মাত্র "৩ ধারা" বলে। ইহার পর অপর একজন হাকিম আবশ্যকীয় পক্ষগণকে সমন করিয়া ও প্রমাণাদি দেখিয়া এই সকল আপত্তির নিষ্পত্তি করেন। তাঁহার নিষ্পত্তি অনুসারে কাগজাদি সংশোধিত হয়।

১০৩ ক ধারার আপত্তি।

এইরূপে সমস্ত কাগজ সংশোধিত হইয়া ঠিক হইলে পর উহা হইতে চূড়ান্ত স্বত্বলিপি পরিষ্কার ভাবে লিখিত বা ছাপান হয় এবং এই চূড়ান্ত স্বত্বলিপি সাধারণের জ্ঞাপনার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক মাস কাল যাবত খোলা থাকে। ইহাকেই "চূড়ান্ত প্রচার" (Final publication) কহে। এই সময় যাঁহার আবশ্যক হয় তিনি আপন জমি জমা সম্বন্ধে চূড়ান্ত কাগজে যাহা লেখা হইয়াছে জানিয়া আসিতে পারেন। "চূড়ান্ত প্রচার" হইয়া গেলেই প্রকৃত পক্ষে "স্বত্ব লিখনের" কার্য্য শেষ হয় ও ইহাতে যাহা কিছু লিখিত থাকে সমস্তই তখন আইনতঃ ঠিক বলিয়া আদালতে গৃহীত হয়। যদি কেহ কোন

চূড়ান্ত প্রচার (Final publication) ও তাহার মূল্য।

মোকদ্দমায় ভবিষ্যতে বলিতে চা'ন যে সেটেলমেণ্টের কাগজে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ভুল, তাহা হইলে ঐ ভুল প্রমাণ করিবার ভার তাহারই উপর পড়িবে।* জমী জমা সম্বন্ধে কোন দলিল রেজেষ্ট্রী করিতে হইলে সেটেলমেণ্টের জরিপের "দাগ নম্বর" না দিলে উহা রেজেষ্টী হইবে না। রাজা প্রজা সম্বন্ধীয় বা বাকী খাজনার জন্য কোন মোকদ্দমা হইলে সেটেলমেণ্টের কাগজের নকল না দিলে অথবা নকল আনিবার ফিস্ দাখিল না করিলে আদালতে ঐ আর্জি গৃহীত হইবে না। চূড়ান্তরূপে প্রচারিত কাগজ ও নক্সা যে কোন পক্ষের মধ্যেই হউক না কেন, আদালতে আইনতঃ প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে। বাটওয়ারার মোকদ্দমা এই কাগজ দৃষ্টে অতি সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ল্যাণ্ড এ্যকুইজিসন ও রোডসেস রিভ্যালুয়েসনও এই কাগজ দ্বারা অনায়াসে সম্পন্ন হয়।

১০৬ ধারার মোকদ্দমা (ছোট নাগপুর ৮৭ ও ২৫২ ধারা)।

চূড়ান্ত প্রচারের পর সেটেলমেণ্টের কাগজে লিখিত কোন বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে তিনি চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে তিন মাস† কাল মধ্যে সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৬ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। ইহার বিচার ঠিক দেওয়ানী

---

* ছোটনাগপুরের আইনের (২৫৩ ধারা) ২৫৪ ধারানুসারে মোকদ্দমা না হইলে চূড়ান্ত প্রচারের পর স্বত্ব লিখনের কাগজে মুণ্ডারী খুটকাটি সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হয় তাহা একেবারে চূড়ান্ত প্রমাণ (Conclusive proof) বলিয়া গণ্য হয়।

† প্রকৃতপক্ষে যে তারিখে সেটেলমেণ্ট অফিসার "চূড়ান্ত প্রচার হইয়াছে" এইরূপ সার্টিফেকেট দস্তখৎ করেন সেই তারিখ হইতে ১০৬ ধারার মোকদ্দমা দাখিলের ৩ মাস ও ১০৫ ধারার ২ মাস গণনা করিতে হয়। যখন সেটেলমেণ্টের খরচ আদায় কার্য্য

আদালতের বিচারের ন্যায় দেওয়ানী কার্য্য-বিধি অনুসারে হইয়া থাকে ও ইহার আপীল প্রথম জেলার জজ সাহেবের (Special Judge) নিকট ও পরে হাইকোর্টে হইতে পারে। ছোট নাগপুরে এই আপীল জুডিসিয়ল কমিসনর অর্থাৎ জেলার জজ সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হয়। ১০৬ ধারার মোকদ্দমার বিচারে যে ডিক্রী হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী স্বরূপ উভয় পক্ষকে বাধ্য করে। কোন কোন অবস্থায় এই সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

১০৫ ধারার মোকদ্দমা।

চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে দুই মাস কাল মধ্যে প্রজা বা ভূম্যধিকারী, প্রজার খাজনা কম বা বেশী করিয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্যের জন্য ১০৫ ধারা অনুসারে (ছোট নাগপুর ৮৬ ধারা) সেটলমেণ্ট আদালতে দরখাস্ত করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। এই মোকদ্দমার বিচার ঠিক ১০৬ ধারার ন্যায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে হইয়া থাকে। বিচারের সময় যদি দখল বা স্বত্ব লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে "১০৫ ক" ধারা অনুসারে (ছোট নাগপুর ৮৭ ধারা) "ইস্যু" হইয়া উহার বিচার হইবে। ঐ বিচারের ডিক্রী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় পক্ষগণকে বাধ্য করে। ইহার আপীলও ১০৬ ধারার ন্যায় জজ সাহেবের নিকট ও পরে হাইকোর্টে হইয়া থাকে। ছোট নাগপুরে প্রথম আপীল উপরস্থ সেটেলমেণ্ট অফিসরের নিকট ও দ্বিতীয় আপীল জুডিসিয়ল কমিসনরের নিকট করিতে হইবে।

আরম্ভ হয় এবং পক্ষগণকে খতিয়ান ও নক্সার নকল বিতরণ করা হয়, সেই সময় চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেট দস্তখত করা হয়।

পশ্চিম বঙ্গে ও ছোট নাগপুরে চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বেও জমিদারী মহালে প্রজার খাজনা কম বা বেশী করিয়া ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করা যাইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গে যদি প্রজা ও ভূম্যধিকারী ১০৫ ধারার মোকদ্দমার খরচ ও হয়রানি এড়াইবার জন্য তজদিক বা ১০৩ ধারার সময়ই উভয়ে আপোসে সোলেনামা দ্বারা ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে চা'ন, তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৯গ ধারানুসারে তথনই সোলেনামা অনুযায়ী খাজনা কম বা বেশী করিতে পারেন। চূড়ান্ত প্রচারের পর হইলে ১০৫ ধারার মোকদ্দমার সঙ্গে সোলেনামা দাখিল করিতে হয়, তখন আর "১০৯ গ" ধারা চলে না। ছোটনাগপুরে তজদিক বা ৮৩ ধারার সময় প্রজা এবং ভূম্যধিকারী একত্রে প্রার্থনা করিলে অথবা রাজস্ব কর্ম্মচারী সঙ্গত মনে করিলে, চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বেই ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের আইনে এইরূপ কোন ধারা বিধিবদ্ধ হয় নাই। অতএব সেখানে চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে জমিদারী মহালে বর্ত্তমান খাজনা পরিবর্ত্তন করিয়া ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করা যাইতে পারে না।

চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্ব ১০৫ ধারা না করিয়া ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করণ।

সরকারী খাস মহালে বা যে স্থানে সরকারী রাজস্ব ধার্য্য করা হইবে সেই সকল স্থানে, উভয় বঙ্গেই চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে সকল প্রজা ও ভূম্যধিকারীর খাজনা আইন অনুসারে কম বা বৃদ্ধি করিয়া ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে হয়; অর্থাৎ জমিদারী মহালে যেমন চূড়ান্ত প্রচারের পর ১০৫ ধারার মোকদ্দমার দ্বারা খাজনা পরিবর্ত্তন করিতে হয়, খাস মহালে ১০৪ ধারানুসারে খাজনা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন জমাবন্দী স্বত্ব লিখনের সামিল হইলে পর চূড়ান্ত

খাস মহাল ও যে স্থানে সরকারী রাজস্ব ধার্য্য করা হয়।

প্রচার করিতে হয়। ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইনে খাস মহালের জন্ত বিশেষ কোন বিভিন্ন নিয়মের আবশ্যক হয় নাই, কেন না রাজস্ব কর্ম্মচারী সঙ্গত মনে করিলে চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে বা পরে সুবিধামত এইরূপ খাজনা ধার্য্য করিতে পারেন। (দশম অধ্যায় দেখ)।

১০৮ ধারার ছানি বিচার।

"১০৫," "১০৫ ক" ও "১০৬" ধারার মোকদ্দমার হুকুমের বিরুদ্ধে কোন আপীল না হইয়া থাকিলেও, কোন পক্ষ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেটলমেণ্ট আদালতে ১০৮ ধারা অনুসারে রিভিসন্ বা ছানির দরখাস্ত করিতে পারেন। যে হুকুমের ছানির আবশ্যক তাহার তারিখ হইতে ১ এক বৎসর কাল মধ্যে এই দরখাস্ত করিতে হয়। উভয় পক্ষকে সমন করিয়া এই ছানির বিচার হয় ও ইহার আপীল জজ সাহেবের নিকট ও পরে হাইকোর্টে হইতে পারে। ছোটনাগপুর আইনের ৮৯ ধারায় এইরূপ ছানির ব্যবস্থা আছে, এবং ৮৩ ধারার আপত্তির বিচারের বিরুদ্ধেও এই ধারানুসারে ছানি হয়; ইহার আপীল সেটলমেণ্ট অফিসারের ও কমিশনরের নিকট হইবে।

"১০৮ক" ধারা অনুসারে ভুল সংশোধন।

চূড়ান্ত প্রচারের পর যদি এমন দেখা যায় যে কোন বিষয়ে বিবাদ নাই, মাত্র লিখিবার ভুল হইয়াছে, তাহা হইলে "১০৮ ক" ধারানুসারে চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ১ এক বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে উহা সংশোধন হইতে পারে। পরে যদি ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি হয় তবে তিনি জজ সাহেবের নিকট ও হাইকোর্টে আপীল করিতে পারেন। ছোটনাগপুরের আইনের ৯০ ধারানুসারে এই প্রকার সংশোধন হইলে তাহার আর আপীলের কোন ব্যবস্থা নাই।

১০৫।১০৬।১০৫ক।১০৮।১০৮ক ধারার মোকদ্দমার বিচারের সময় চূড়ান্তরূপে প্রচারিত কাগজাদিতে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা ঠিক বলিয়া প্রথম ধরিয়া লওয়া হয়। যিনি উহা ভুল বলিতে চাহেন তাঁহাকে প্রমাণ দ্বারা তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য আদালতের কোন মাম্‌লায় চূড়ান্তরূপে প্রচারিত কাগজের যে মূল্য, ১০৫।১০৫ক। ১০৬।১০৮।১০৮ক ধারার মোকদ্দমায়ও উহার সেই মূল্য। ছোটনাগপুরেও এই নিয়ম।

১০৫।১০৬ ধারার মোকদ্দমায় চূড়ান্ত প্রচারিত কাগজের মূল্য।

সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের এই বৃহৎ ব্যাপারে বহু লোক নিযুক্ত হয় ও বহু অর্থ ব্যয় হয়। এই খরচ হইতে কোর্ট ফি ইত্যাদিতে যত টাকা আদায় হয়, তাহা বাদ দিয়া বাকী টাকার ৷৷৹ বার আনা অংশ প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে স্বত্বানুসারে বণ্টন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হয় (১১৪ ধারা), এবং বাকী ।৹ চারি আনা অংশ সরকার বাহাদুর বহন করেন। যদি জমিদার ও প্রজাগণ সরকারী কর্ম্মচারীদের সহযোগে কার্য্য করেন, তাহা হইলে এই ব্যয় বিঘা প্রতি ৵৹ তিন আনা বা ।৹ আনার বেশী পড়ে না, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয় অমনোযোগী বা বিরোধভাবাপন্ন হইলে বেশী সময় ও ব্যয় আবশ্যক হয় ও প্রতি বিঘায় ১৲ এক টাকা বা ২৲ দুই টাকা পর্য্যন্ত খরচ হইতে পারে।

সেটলমেণ্টের খরচ সাধারণ লোকের বহন করিতে হয়।

সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধিকারীকে

তাহার জমিজমা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার জাবেদা নকল * বিনা খরচে দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে একখণ্ড নক্সাও বিনা খরচে দেওয়া হয় ও কোন কোন স্থানে ঐ নক্সার জন্য সামান্য মূল্য (।০ চারি আনা) দিতে হয়। এই জাবেদা নকল আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে, উহার জন্য আসল কাগজ তলব করিতে হয় না। আসল কাগজ কালেক্টরীর মহাফেজখানায় জমা থাকে। কাহারও আবশ্যক হইলে সাধারণ নিয়মানুসারে দরখাস্ত করিয়া ও ফোলিও (Folio) দিয়া ঐ স্থান হইতে জাবেদা নকল আনাইতে পারেন। †

স্বত্ব লিখনের নকল সকলে পাইবেন।

সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুরের অনুজ্ঞা প্রচারের তারিখ হইতে চূড়ান্ত প্রচারের ৩ তিন মাস কাল পর্য্যন্ত, খাজনা পরিবর্ত্তন বা কোন্ শ্রেণীর প্রজা তাহা নির্দ্ধারণের জন্য দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা চলিতে পারে না (১১১ ধারা)।

সেটলমেন্টের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলে না।

উপরে সমগ্র জেলার সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট হইলে যে প্রণালীতে কার্য্য হয় তাহাই লিখিত হইয়াছে। কোনও মহাল বিশেষ বা মৌজা বিশেষ বা মৌজার অংশবিশেষের সার্ভে ও সেটলমেণ্ট হইলেও ঐ নিয়ম প্রযোজ্য, কেবল যে সকল কাগজাদি প্রস্তুত হয় তাহা মাত্র ঐ সকল মহাল বা মৌজার জন্য। ঐ সকল মহাল বা মৌজার সীমানা নির্দ্ধারণের

ক্ষুদ্র সেটলমেণ্ট
Petty Settlement.

* অনেক সেটলমেণ্টে স্বত্বলিপি ছাপান হয় এবং এই সকল নকলও ছাপাইয়া বিতরণ করা হয়।

† যে স্থানে স্বত্বলিপি ছাপান হয়, সেই সকল স্থানে ছাপান নকল অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়, এবং কোনও সমগ্র মৌজা বা মৌজার অংশের নকলের উপর মাত্র ॥০ জাবেদা (certification) ফি লাগে।

সময় পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারীর সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, এইরূপ সেটলমেণ্টের সময় পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার ও প্রজাগণ ইহার কোন সন্ধান রাখাই আবশ্যক মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে. ইহাতে ত আমরা কোন পক্ষ নহি. যাহা হয় হইয়া যাউক, আমরা হাজির থাকিব না। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রম। ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টই হউক, কোন ব্যক্তির দরখাস্তের পরেই হউক বা সরকার বাহাদুর আপনা হইতে সেটলমেণ্ট আরম্ভ করুন, ইহাতে কোন পক্ষাপক্ষ নাই। সকলের পক্ষেই সেটলমেণ্টের কাগজের মূল্য একই প্রকার। আমি পক্ষ ছিলাম না, এরূপ কথায় কোন ফল নাই। এইজন্য ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টের সময় পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার ও ভূম্যধিকারীদের উপর সাধারণ ভাবে ঢোল সহরৎ দ্বারা নোটীস দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারীর অসতর্কতাবশতঃ এই প্রকারে তাঁহার জমি সেটলমেণ্টের মহালভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই জমি উদ্ধার করিতে শেষে বিশেষ চেষ্টা ও ব্যয় করিয়াও কোন ফল হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগের সতর্ক থাকা উচিত যেন তাঁহাদের মহালের কোন জমি বাহির হইয়া না যায়।

যখন সমগ্র জেলায় সার্ভে ও সেটেলমেণ্টর কার্য্য আরম্ভ হয় তখন বহু সংখ্যক আমীন, মুহুরী, আমলা ইত্যাদি লোক নিযুক্ত হয়। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন সিভিলিয়ন সাহেব সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন।

কার্য্যের তত্ত্বাবধান।

তাঁহার অধীনে ২৫।৩০ জন সহকারী বা এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার (Assistant Settlement Officer) নিযুক্ত হন। সাধারণতঃ ৪০।৫০টী মৌজা লইয়া আন্দাজ ৭০।৮০ বর্গ মাইল স্থানের ভার এক এক জন এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসারকে দেওয়া হয়। যেমন চৌকিদারী

পঞ্চায়েতের এলেকাকে ইউনিয়ন বলে, সেইরূপ এক একজন এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসারের এলেকাকে সার্কেল (Circle) বলে। এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসারকে আপনার এলেকার মধ্যে তাঁবু করিয়া থাকিতে হয় ও তাঁহার আফিসও তাঁহার সঙ্গে থাকে। এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারগণ কেহ বা ডেপুটী কলেক্টর, কেহ বা সব ডেপুটী, কেহ বা মুন্সেফ হইতে নিযুক্ত হন।

কাননগু। জরিপ খানাপুরী ও বুঝারতের সময় প্রত্যেক এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের অধীনে ৬।৭ জন করিয়া কাননগু থাকেন। প্রত্যেক কাননগুর 'এলেকা' বা 'হল্কা' ১০।১২ বর্গ মাইল অর্থাৎ ৮।১০টী মৌজা। ইহারা আমীনদের কার্য্য বিশেষরূপে দেখেন, "মাঠ বুঝারত" করেন এবং খানাপূরী ও বুঝারতের সময় সাধারণ বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। জটিল বিবাদগুলির বিচার এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার (খানাপূরী হাকিম) নিজে দেখেন। তজ্দিকের সময় সাধারণতঃ অপর একজন হাকিম ঐ এলেকার কার্য্য করেন ও ১০৩ ধারার সময় অন্য একজন হাকিম বিচার করেন। অতএব চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে প্রত্যেক বিবাদীয় বিষয় তিনবার করিয়া তিন জন ভিন্ন ভিন্ন হাকিম দ্বারা তদন্ত করা হয়। ১০৫।১০৬ ধারার মোকদ্দমাও (ছোটনাগপুর ৮৬।৮৭।২৫২ ধারা) সাধারণতঃ অপর একজন হাকিম দ্বারা বিচার হয়। তবে ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টে এতগুলি কর্ম্মচারী কার্য্য করেন না, একজন কর্ম্মচারীকেই খানাপূরী, তজ্দিক ও ১০৩ ধারার বিবাদ সমস্তই নিষ্পত্তি করিতে হয়।

সেটেলমেণ্ট অফিসরগণ সাধারণতঃ কলেক্টর সাহেবের অধীনে কার্য্য করেন না, ভিন্ন ভিন্ন জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসারদিগের কার্য্যাদি তত্ত্বাবধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বিভাগের অধীনে ডাইরেক্টর

অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস (Director of Land Records) সাহেব আছেন। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট সকল জেলার কলেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে।



দ্বিতীয় অধ্যায়

জরিপ

সার্ভে ও সেটলমেণ্টের প্রথম কার্য্য "জরিপ"। জরিপের কার্য্য কয়েকটী স্তরে বিভাগ করা যায়ঃ—

জরিপের ৪টী স্তর।

১। ডিমারকেসন (Demarcation) বা মৌজার সীমানা নির্দ্ধারণ।

২। ট্রাভার্স (Traverse) বা মৌজার ঘের মাপ।

৩। বাউণ্ডারি (Boundary) বা মৌজার আসল সীমানার নক্সা প্রস্তত।

৪। কিস্তওয়ার (Cadastral) বা কিতেওয়ার অর্থাৎ মৌজার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ক্ষেত্র, বাগান, পুকুর, বাড়ী রাস্তা প্রভৃতির নক্সা প্রস্তত।

১। ডিমারকেসন (Demarcation):—সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুরের আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে পর, প্রত্যেক গ্রামে উহা ঢোল সহরৎ দ্বারা সাধারণ ভাবে প্রচারিত করা হয়। এই অনুজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৫ সালের ৫ আইন (জরিপ আইন) অনুসারেও আদেশ প্রচারিত হইয়া থাকে ও প্রত্যেক মৌজার জমিদার ও ভূম্যধিকারীদিগকে নিজ নিজ মৌজার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য সাধারণ ভাবে (অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের উপর নোটীস না দিয়া) আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশ হইলেই তাঁহাদিগকে প্রধান প্রধান প্রজা ও মণ্ডলগণের সাহায্যে মৌজার প্রত্যেক ত্রিসীমানায় (অর্থাৎ যে স্থানে তিন মৌজার সীমানা মিলিয়াছে) ২ বা ২॥০ হাত উচ্চ মাটীর স্তূপ বা ঢিপি প্রস্তুত করিতে হইবে, ও মৌজার সীমানার অন্যান্য প্রত্যেক কোণ ও বক্রস্থানে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট মাটীর ঢিপি বা মোটা বাঁশের বা কাঠের খুঁটা স্থাপন করিতে হইবে। তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের উপর নোটীসের জন্য অপেক্ষা করিবেন না। ইহার পর সরকারী জরিপ কর্ম্মচারী জরিপ আরম্ভ করিবার জন্য গ্রামে আইসেন। যদি তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই সমস্ত সীমানা মাটীর স্তূপ বা খুঁটা দ্বারা নির্দ্দেশ করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রামে আসিয়া বাধ্য হইয়া কিছুদিন বেকার বসিয়া থাকিতে হইবে। তখন যদি তাঁহাকে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সার্ভে আইনের ৭ ধারা অনুসারে ১৫ দিবসের সময় দিয়া বিশেষ নোটীস দিতে হয় ও তাহাতেও কোন ফল না হইলে ঐ আইনের ৫১ ধারানুসারে দৈনিক জরিমানার জন্ত এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিতে

ডিমারেকেসন বা সীমা নির্দ্দেশ।

মৌজার সীমানায় মাটীর স্তূপ স্থাপন বা "থাক্"।

হয়, তাহা হইলে এই প্রকারে বৃথা আড়ম্বরেই ১॥০ মাস ২ মাস কাটিয়া যাইবে ও এতগুলি কর্ম্মচারীকে এই সময়ের জন্য অনর্থক মাহিয়ানা দিতে হইবে। এই খরচ পরিশেষে সেই জমিদার ও প্রজাদিগকেই বহন করিতে হইবে। সীমানা নির্দ্দেশের কার্য্যে সহায়তার জন্য গ্রামের চৌকীদার ও দফাদারদিগের উপরও আদেশ প্রচারিত হইয়া থাকে।

বিবাদী স্থানে দুই শ্রেণীর মাটির ঢিপি হইবে।

এই সময় পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার সঙ্গে সীমানা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। অর্থাৎ এক মৌজার জমীদার যে ভাবে আপন মৌজার সীমানা দাবি করিয়া মাটির ঢিপি স্থাপন করিবেন, অপর মৌজার জমিদার তাহা স্বীকার না করিয়া অপর সীমানা দাবী করিতে পারেন ও তদনুসারে অপর স্থান দিয়া মাটির স্তুপ স্থাপন করিতে পারেন। এইরূপে বিবাদী স্থানে দুই শ্রেণী বা সারি মাটির ঢিপি স্থাপিত হইবে। ইহা দেখিয়া জরিপ কর্ম্মচারী ও আমীন বুঝিতে পারিবেন যে মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড "বিবাদী"। এই বিবাদ পরে খানাপূরী হাকিম সরাসরি ভাবে নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহার নিষ্পত্তি অনুসারে উপস্থিত নক্সা প্রস্তুত হইবে। কিন্তু সীমানা বিবাদের আইনানুযায়ী বিচার তজদিকের সময় হয়। কোন পক্ষেরই অপর পক্ষের মাটির ঢিপি বা খুঁটা নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে বিশেষ কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। (১৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

ট্রাভার্স (Traverse) বা ঘের মাপ।

২। ট্রাভার্স (Traverse):—মাটির স্তুপ দ্বারা সরেজমীনে প্রত্যেক মৌজার দাবী অনুসারে সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া গেলে পর "সারভেয়র" অর্থাৎ "জরিপ কর্ম্মচারী" থিওডোলাইট্ Theodolite নামক যন্ত্র দ্বারা সূক্ষ্মরূপে মৌজার ঘের মাপ আরম্ভ

করেন। * অর্থাৎ প্রকৃত সীমানা না মাপিয়া যত দূর সম্ভব প্রকৃত সীমানার নিকট দিয়া কাল্পনিক লাইন মাত্র লইয়া মৌজার এক মোটামুটী ঘের নক্সা বা "কাটাম" প্রস্তুত করেন। এইরূপ না করিয়া লইলে সমস্ত মৌজার মিল করিয়া সমগ্র জেলার ম্যাপ ঠিক মত প্রস্তুত হইতে পারে না ও মৌজার ভিতরকার বিবরণও সঠিক মত অঙ্কিত হইতে পারে না। জরিপের সুবিধার জন্য ট্রাভার্স করিতে হয়, উহা দ্বারা আসল সীমানা দেখান হয় না। কিন্তু এই ট্রাভার্সের উপর সমস্ত জরিপ নির্ভর করে। ট্রাভার্স ভুল হইলে মৌজার নক্সাই ভুল হইবে। এইজন্য বিশেষ অভিজ্ঞ লোক দ্বারা ও থিওডোলাইট যন্ত্র দ্বারা ট্রাভার্স করা হয়। "ক্ষুদ্র সেটলমেণ্টে" অনেক সময় শুধু "প্লেনটেবল" দ্বারা ট্রাভার্স হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ স্থলে ট্রাভার্স ঠিক হইয়াছে কি না, বিশেষ করিয়া দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। ট্রাভার্সে কোন ভুল নাই বুঝা গেলে পর অন্য মাপ আরম্ভ করা উচিত।

জমিদার ও প্রজার কর্ত্তব্য।

ট্রাভার্স সার্ভের সময় জমিদার ও প্রজাগণকে মৌজার ত্রিসীমানা-স্থান দেখাইয়া দেওয়া ও জরিপের লাইনের উপর কোন জঙ্গল বা আগাছা পড়িলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা "সারভেয়রের" কথানুসারে ঐরূপ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপর সার্ভে আইনের ৭ ও ৯ ধারা অনুসারে বিশেষ নোটীস হইয়া ৫১

---

* কোন কোন স্থানে ট্রাভার্সের সঙ্গে মৌজার সীমানার কোন সম্বন্ধ নাই। দাবা খেলিবার ঘরের মত সমস্ত জেলাটীকে সরলরেখা দ্বারা ১ মাইল বা ২ মাইল বাহু বিশিষ্ট চতুষ্কোণে বিভক্ত করা হয়। পরে এই কাঠামের উপর "ডিমারকেসন" অনুসারে মৌজার সীমানা দেখান হয়। এই প্রণালীকে Square Traverse বা "বর্গদাগী" বলে। এই প্রণালীতে ট্রাভার্সের সময় "ডিমারকেসনে"র আবশ্যক হয় না।

ধারা অনুসারে দৈনিক জরিমানা হইতে পারে।* কোন মূল্যবান বৃক্ষ কাটা গেলে তাহার মূল্য পাইতে পারেন ও কোন কুলি মজুর যোগাইয়া থাকিলে তাহার ব্যয়ও জমিদার পাইয়া থাকেন।

ইং ১৮৪০ হইতে ১৮৭২ সাল মধ্যে সরকার বাহাদুর বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলায়ই প্রত্যেক মৌজার সীমানা রীতিমত জরিপ করাইয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঐ সময় মৌজার আভ্যন্তরিক কালেক্টরী মহাল সকলেরও সীমানা জরিপ হইয়া গিয়াছে। ইহাকে "রেভিনিউ সার্ভে" ও "থাকবস্ত সার্ভে" বলে †। এই রেভিনিউ সার্ভের ম্যাপকে মূল করিয়া "ট্রাভার্স সারভেয়র" প্রত্যেক মৌজার নাম ও সীমানা নিদ্ধারণ করিবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে সাধারণতঃ যে স্থানকে যে মৌজা বলিয়া জানে, ঐরূপ দুই, তিন বা ততোধিক মৌজা একত্র করিয়া রেভিনিউ সার্ভের সময় "এক মৌজা" নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আইনানুসারে রেভিনিউ সার্ভের সময় যে ভূভাগকে এক মৌজা বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে এখনও তাহাকে এক মৌজা বলা হইবে (৩ ধারার ১০ম প্রকরণ)। ইহার অন্যথা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আদেশ আবশ্যক। রেভিনিউ

মৌজার নাম করণ।

এবং একই নক্সার কাগজে ২, ৩ বা ততোধিক মৌজার বা মৌজার অংশের চিত্র অঙ্কিত হইবে। মৌজার সীমানা মাত্র মোটা রেখা দ্বারা দেখান হইবে।

* এই জরিমানা ফৌজদারী আইন অনুসারে থানার দারোগা দ্বারা আদায় করা হইয়া থাকে।

† ছোটনাগপুরের অধিকাংশ স্থানে এইরূপ জরিপ হয় নাই। এইরূপ স্থানে দেশাচার অনুসারে এক মৌজা বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহা ঠিক্ করিয়া লইতে হয়। এক জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত, এক প্রধানের অধীনস্থ, এক খুঁটকাটী পরিবারের এলেকাভুক্ত ভূখণ্ডকে এক মৌজা বলা যায়

সার্ভের সময় মৌজার সীমানা ঠিক না হইয়া থাকিলে সেটেলমেণ্টের সময় উহা ঠিক করিয়া লইতে হয় (১১৫ ক ধারা দেখ)।

৩। বাউণ্ডারি (Boundary) :—ট্রাভার্স হইয়া গেলে উহার ষ্টেসন ও লাইনগুলি এক এক খানি নক্সার কাগজের উপর সবুজ রং দিয়া অঙ্কিত করা হয়। পরে ঐ কাগজ লইয়া প্রত্যেক মৌজায় এক এক জন আমীন জরিপ করিবার জন্য আইসেন। প্রত্যেক আমীনের একজন চেনম্যান ও ৩ জন কুলীর আবশ্যক হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ট্রাভার্সের সময় সীমানার মাপ হয় নাই, মাত্র সীমানার নিকট দিয়া কাল্পনিক রেখা মাপা হইয়াছে। এই রেখা হইতে সীমানার প্রত্যেক কোণ্ ও বক্র স্থানের দূরত্ব (Offset) মাপিয়া আমীন এখন মৌজার প্রকৃত সীমানা নক্সায় অঙ্কিত করিবেন। ইহাকেই বাউণ্ডারী বা "সীমানার মাপ" বলে। আমীনকে "সীমানা মাপের" ফিল্ড্বুক (Field book) প্রস্তুত করিতে হয়।*

বাউণ্ডারি ও সীমানার মাপ।

সীমানা মাপের সময় জমিদারের লোক, গ্রামের মণ্ডলগণ ও যে সকল প্রজার জমি সীমানার নিকট দিয়া পড়ে, সেই সকল প্রজাগণ আমীনের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন ও আমীনকে সীমানা সরহদ্দ দেখাইয়া দিবেন। আমীন কোন্ দিন কোন্ দিকের সীমানা মাপিবেন তাহা বুঝিয়া আবশ্যকীয় প্রজাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিবেন। ঐ সকল ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলে আমীনের রিপোর্ট অনুসারে

মৌজের সীমানা মাপের সময় জমিদার ও প্রজার কর্ত্তব্য।

* Square Travers বা বর্গ দাগী প্রথা অনুসারে ট্রাভার্স হইলে মৌজার সীমানার মাপ কিস্তওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায়। সীমানার রেখাটী মাত্র মোটা করিয়া বিশেষরূপে দেখান হয়।

প্রথম তলবানা (অর্থাৎ ৷৶০ আনা জরিমানা সহ) নোটীস জারি হয়, তাহাতেও হাজির না হইলে সার্ভে এক্টের ৭ ও ৫১ ধারা অনুসারে দৈনিক ৫০৲ টাকা জরিমানা হইতে পারে।

যে যে স্থানে সীমানার বিবাদ থাকে (১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ) সেই সেই স্থান মাপিবার সময় আমীন পৃথক "সীমানা বিবাদের" (Boundary dispute) মিছিল ও নক্সা প্রস্তুত করিবেন। ঐ নক্সায় উভয় মৌজার মালিকগণ যে সকল মাটির ঢিপি বা খুঁটা স্থাপন করিয়াছেন, আমীন সেইগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়া দেখাইয়া দিবেন। মধ্যবর্ত্তী বিবাদী ভূমিখণ্ডের মধ্যে যত ক্ষেত্র, বাড়ী, রাস্তা, খাল ইত্যাদি থাকে তাহাও অঙ্কিত করিবেন। তাহার পর প্রত্যেক মৌজার ভূম্যধিকারীর কহত মত প্রত্যেক দাগ জমির দখলিকার প্রজা ইত্যাদির নাম লিখিয়া, যে কয়েকটী বিবাদী মৌজা থাকে সেই কয়েকখানি 'চিঠা' প্রস্তুত করিবেন। প্রত্যেক বিবাদী মৌজার জমিদারের কর্ম্মচারী তখন বিশিষ্টরূপে দেখিয়া লইবেন, যে তাঁহার পক্ষে যে চিঠা লেখা হইয়াছে তাহা তাঁহারই কহত মত হইয়াছে কি না। ঠিক হইয়া থাকিলে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। আমীনকে সীমানা বিবাদের কথা দরখাস্ত দ্বারা জানাইলেই তিনি ঐরূপ "সীমানা বিবাদের" মিছিল প্রস্তুত করিয়া সার্ভে হাকিমের নিকট বিচারের জন্য পাঠাইতে বাধ্য। আমীন নিজের কর্ত্তব্য না করিলে অবিলম্বে কাননগু অথবা থানাপুরী হাকিমের নিকট তৎসম্বন্ধে জানান উচিত। আমীন বিবাদী মৌজার জমিদারের কহত মত প্রত্যেক দাগ জমির দখলিকার প্রজার নাম ও বিবরণ লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন চিঠা প্রস্তুত করিয়া কাননগুর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। থানাপুরী হাকিম সরাসরি মত এই বিবাদের বিষয় দেখিয়া

সীমানা-বিবাদ
Boundary dispute

উপস্থিত কোন্ মৌজার সীমানার মধ্যে বিবাদী জমি দেখান হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবেন। তদনুসারে খানাপূরীর নক্সা ও নথি প্রস্তুত হইবে, কিন্তু সীমানা বিবাদের নিষ্পত্তি আইন অনুসারে পরে তজদিকের হাকিম করিবেন। তাঁহার বিচারের প্রণালী নিম্নে লেখা গেল, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিচার খানাপূরীর সময় হয় না, পর বৎসর তজদিকের সময় হয়। *

সীমানা বিবাদের বিচার।

তজদিকের হাকিম (অর্থাৎ এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার) সরেজমীনে তদন্ত করিবার ও প্রমাণাদি দেখিবার জন্য দিন ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া উভয় পক্ষকে নোটীস দিবেন। উভয় পক্ষের লোক যথা সময়ে ঠিক বিবাদী স্থানে আপন আপন সাক্ষী ও দলিল ইত্যাদি সহ উপস্থিত থাকিবেন। হাকিম তদন্ত করিয়া বিবাদী জমি কোন্ পক্ষের দখলে তাহা নিদ্ধারণ করিবেন ও তদনুসারে আপন রায় প্রকাশ করিবেন। হাকিম বর্ত্তমান দখল অনুসারে বিচার করিতে বাধ্য, স্বত্বসম্বন্ধে কোন বিচার করিতে পারেন না। রেভিনিউ সার্ভে অনুসারে যে স্থান দিয়া সীমানা যায়, তাহা দখলের এক অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করিতে পারেন। যদি রেভিনিউ সার্ভে হইতে বর্ত্তমান দখল বিভিন্ন প্রকারের হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান দখল অনুসারেই মৌজার সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইবে ও রেভিনিউ সার্ভের লাইন † নক্সায় দেখাইয়া দেওয়া হইবে মাত্র।

---

* পশ্চিম বঙ্গে এখনও স্থানে স্থানে খানাপূরীর সময়ই—"সীমানা বিবাদ" আইন মত বিচার করা হয়।

† পরিশিষ্টে প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৫ ক ধারা দেখ। ইহাতেও ১৮৭৫ সালের সার্ভে আইন মানিয়া অর্থাৎ দখল মানিয়া মৌজার সীমানা নির্দ্দেশের কথার উল্লেখ আছে।

কাহারও স্বত্ব লইয়া আপত্তি থাকিলে তিনি দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব সাব্যস্তের নালিস করিতে পারেন। অনেকে মনে করেন যে সেটলমেণ্ট অফিসার তাঁহাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া বেদখলী জমীতে দখল দিবেন। এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। তবে যদি এমন হয় যে, অল্প দিন মাত্র (২।৩ বৎসর) কোন এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলপূর্ব্বক বেদখল করিয়াছেন, তাহা হইলে সেটলমেণ্ট অফিসার ঐরূপ বেদখল উপেক্ষা করিয়া মৌজার সীমানা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করিলেও তিনি দখলকারের নাম লিখিতে বাধ্য। কি প্রকারে দখল তাহা তিনি মন্তব্যে প্রকাশ করিতে পারেন। মৌজায় মৌজায় সীমানার বিবাদ সাধারণতঃ চর জমিতে বা পতিত বা জঙ্গলময় স্থানেই হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে কোনও পক্ষের দখলের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ও হাকিমকে স্বত্ব হইতে দখল সাব্যস্ত করিতে হয় ও তিনি সাধারণতঃ রেভিনিউ সার্ভে অনুসারেই মৌজার সীমানা নির্দ্দেশ করেন। সীমানার উপর নদী বা বিল থাকিলেও প্রায় রেভিনিউ সার্ভে অনুসারে সীমানা নির্দ্দেশ করিতে হয়।

সীমানা বিবাদের বিচারের সময় তজদিকের হাকিমের বিস্তৃত ভাবে কোন এজাহার ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। উভয় পক্ষের মানিত সাক্ষী ব্যতীত তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য অন্য প্রকার তদন্তও করিতে পারেন ও প্রায়ই করিয়া থাকেন। যে সমস্ত প্রমাণাদির বলে তিনি সীমানা নির্দ্ধারণ করেন, তাহার বিবরণ আপন রায়ে লিখিবেন। তজদিকের হাকিমের বিচারের বিরুদ্ধে সেটলমেণ্ট অফিসারের নিকট আপীল হইতে পারে। সেটলমেণ্ট অফিসারের রায়ের বিরুদ্ধে কমিশনর

বিচারের প্রণালী।

সাহেবের নিকট ও পরে বোর্ড অব রেভিনিউতে আপীল হইতে পারে।

আপীল। প্রত্যেক আপীলের মিয়াদ এক মাস (সার্ভে আইনের ৫৯।৬০ ধারা)। এইরূপ আপীল না হইলে, এই বিচারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা চলে না (৬২ ধারা)।

৪। কিস্তওয়ার বা কিতেওয়ার (Cadastral survey) :—মৌজার চতুঃসীমানার মাপ হইয়া গেলে পর আমীন গ্রামের অভ্যন্তরের প্রত্যেক

কিস্তওয়ার। ক্ষেত্র, রাস্তা. পুকুর, বাড়ী ইত্যাদি প্লেনটেবল নামক যন্ত্র ও শীকল দ্বারা মাপ করেন।* এই সময় জমিদার ও প্রজাদিগকে আমীনের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন আপন জমির সীমানা দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমীন একই সময় গ্রামের সকল স্থানে জরিপ করিতে পারেন না। দুই তিন দিন তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিলেই প্রত্যেক প্রজা বুঝিতে পারিবেন, কোন্ দিন আমীন তাহার জমির নিকট যাইবেন। প্রজার মনে রাখা কর্ত্তব্য যে. তাহার অনুপস্থিতির জন্য কার্য্য বন্ধ থাকিলে অনেক ক্ষতি ও পরিশেষে তাহাকেই সেই জন্য অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। কিস্তওয়ারের প্রণালী দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

কিস্তওয়ারের সময় আমীন নক্সায় প্রত্যেক ক্ষেত্র অঙ্কিত করেন বটে, কিন্তু যদি একই জমিদারের অধীনে, একই স্বত্ববিশিষ্ট একই স্থানে একই

---

* Square Traverse বা বর্গদাগি প্রথা অনুসারে ট্রাভার্স হইলে—মৌজার সীমানার মাপ ও কিস্তওয়ার একই সঙ্গে হইতে থাকে। ২।৩ মৌজার বা মৌজার অংশের (অর্থাৎ নক্সার কাগজের ধার পর্য্যন্ত যতদূর অঙ্কিত করা যায়) কিস্তওয়ার হইয়া একই নক্সায় দেখান হয়।

রকমের একই প্রকারের জমার অন্তর্গত দুই তিন বা ততোধিক খণ্ড বা "আঁজী" জমি থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই তিন আঁজী জমি লইয়া এক "দাগ" জমি নক্সায় অঙ্কিত হইবে। কিন্তু উহার কোনও এক বিষয় লইয়া বিভিন্নতা থাকিলে ঐরূপ হইবে না।

"দাগ" কাহাকে বলে।

আমীনের "কিস্তওয়ার-জরিপ" ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য আমীনের উপরে কানুনগু, তাঁহার উপর থানাপূরী এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার থাকেন। ইঁহারা সরে-জমীনের কোনও এক স্থান হইতে অপর স্থান পর্য্যন্ত মাপিয়া যান ও দুই ধারের যে সকল ক্ষেত্রের আইল পড়ে, তাহার দূরত্ব (Offset) মাপিয়া ও আমীনের নক্সার সঙ্গে মিল করিয়া দেখেন। আমীনের নক্সায় ভুল পাইলে তখনই তাহা সংশোধন করিয়া দেন। ইহাকে "পরতাল" বলে (২য় খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ)। নক্সা ঠিক হইয়াছে বলিয়া "পাশ" হইয়া গেলে পর উহাতে এই সময় নীল রংয়ের কালি দেওয়া হয় ও আমীনকে থানাপূরীর জন্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

পরতাল।

নক্সায় কালি দেওয়া।



তৃতীয় অধ্যায়

খানাপূরী

"খানাপূরী" শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সেটেলমেণ্টের কাগজের ঘর পূরণ। কিস্তওয়ার জরিপ হইয়া গেলে পর আমীন মাঠে গিয়া প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের প্রজা ও ভূম্যধিকারীর নাম লিপিবদ্ধ করেন। জরিপের সময়ের ন্যায় খানাপূরীর সময়ও ৮।১০টী মৌজার কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এক একজন কাননগু নিযুক্ত হন। আমীন মাঠে গিয়া খানাপূরী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কাননগু গ্রামের জমিদার, তালুকদার, নিষ্করদার ও প্রধান প্রধান জোতদারগণের সম্বন্ধে (অর্থাৎ যাঁহারা প্রধানতঃ প্রজাবিলি করিয়া জমি দখল করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে) কতকগুলি কাগজ প্রস্তুত করিয়া আমীনকে দেন। ইহাও খানাপূরীর অংশ, কিন্তু কাননগু সাধারণতঃ এই সকল বিবরণ জরিপের সময়ই সংগ্রহ করেন।

খতিয়ান ও খসড়া।

যে কাগজে কাননগু ও আমীন ভূম্যধিকারী ও প্রজাদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহাকে "খতিয়ান" বলে। জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির জন্য কাননগু যে "খতিয়ান" প্রস্তুত করেন তাহাকে "খেওট"ও বলে। "খতিয়ানই" সেটেলমেণ্টের প্রধান কাগজ। এতদ্ভিন্ন আমীন প্রত্যেক মৌজার জন্য এক এক খণ্ড "জরিপ খসড়া" বা চিঠা প্রস্তুত করেন। যেমন এক খণ্ড ভূমির পর আর এক খণ্ড ভূমির খানাপূরী হইয়া খতিয়ান লেখা হইতে থাকে, অমনি এই খসড়ায় প্রত্যেক

ভূমিখণ্ডের দাগ নম্বর ও দখলকার প্রজার নাম, জমির ও ফসলের বিবরণ ইত্যাদি লেখা হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে "খসড়া" চূড়ান্ত স্বত্বলিপির অংশ নহে এবং ইহার সঙ্গে সাধারণ লোকের সংস্রব সামান্য। খসড়ার ফরম এই পৃষ্ঠার সম্মুখে চিত্রের ন্যায় দেওয়া গেল। এই খসড়ার ৪, ৫, ৬, ৮, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২২ ও ২৩ এর ঘর আমীন খানাপূরীর সময় পূরণ করেন না। উহা পরে আফিসে পূরণ করা হয়।

"খতিয়ানের" ফরমও চিত্রস্বরূপ এই পৃষ্ঠার সম্মুখে দেওয়া গেল। একটু স্থিরভাবে ভাবিলেই বুঝা যাইবে যে প্রজা বা ভূম্যধিকারী যে প্রকারের স্বত্ববিশিষ্ট হউন না কেন তাহার বিবরণ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা :—

১। তাহার দেয় খাজনা ও যাহাকে দিতে হয় তাহার নাম ইত্যাদি।

খতিয়ানের ফরম।

২। তাহার নিজের নাম ও স্বত্বাদি।

৩। তাহার অধীনস্থ প্রজাদিগের বিবরণ।

৪। তাহার নিজের আপন দখলি জমির, অর্থাৎ যাহাতে প্রজাবিলি নাই তাহার, বিবরণ।

খতিয়ানের ফরমও ঠিক এই চারি ভাগে বিভক্ত আছে। যে ব্যক্তির জন্য খতিয়ান, তাহার নাম স্বত্ব ইত্যাদি সম্মুখের পৃষ্ঠার মধ্যখণ্ডে "অত্রস্থ" শীর্ষের অধীনে অর্থাৎ ১২ হইতে ১৭ ঘরে লেখা হইবে। তিনি যে ব্যক্তিকে খাজনা দেন, তাঁহার নাম, স্বত্ব ও খাজনার পরিমাণ ১ হইতে ১১ ঘরে লেখা হইবে। অধীনস্থ প্রজাদিগের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৮ হইতে ২৮ ঘরে লেখা হইবে ; এবং ফরমের পশ্চাৎ দিকে যে ব্যক্তির জন্য খতিয়ান তাহার আপন দখলি জমির (অর্থাৎ যাহাতে প্রজাবিলি নাই তাহার) দাগ নম্বর ও অন্যান্য বিবরণ লেখা হইবে।

"খানাপূরীর" সময় কে কি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা বা ভূম্যধিকারী অথবা কাহার দেয় কি খাজনা তাহা লেখা হয় না। কিন্তু বাকী (অর্থাৎ দখল সম্বন্ধীয়) বিবরণ কি প্রকারে লেখা হয়, তাহা বুঝিতে হইলে প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা মোটামুটি বুঝিয়া লইতে হইবে। এক খণ্ড ভূমি কল্পনা কর। মনে কর ঐ ভূমির কৃষিকার প্রজা শিবু বাগ্দী, সে হরি ঘোষকে ভাগে ধান্য দেয়। হরি ঘোষ ইহার জন্য মৌজার ইজারাদার রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩॥০ টাকা খাজানা দেয়। রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৌজার ইজারার জন্য পত্তনিদার রামচরণ মিত্রকে ৫২৫৲ টাকা খাজানা দেন ও রামচরণ মিত্র তাহার মোট পত্তনি মহালের জন্য বর্দ্ধমানের রাজাকে ১২২০৲ টাকা খাজানা দেন। বর্দ্ধমানের রাজার ১০ নং তৌজীভুক্ত এই জমি ও এই তৌজীর জন্য তিনি সরকার বাহাদুরকে একলক্ষ টাকা রাজস্ব দেন। অর্থাৎ:—

কাননগু কোন্ খেওট বা খতিয়ান লিখিয়া দিবেন।

সরকার বাহাদুর বর্দ্ধমানের রাজা—জমিদার রামচরণ মিত্র—পত্তনিদার রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইজারাদার	ইহাদের জন্য কাননগু "খতিয়ান" (বা খেওট) প্রস্তুত করিবেন ও আমীন আপন দখলিয় জমির বিবরণ (২৯—৪০ ঘর) লিখিবেন।
হরি ঘোষ—আসল রাইয়ত শিবু বাগ্দী—কোর্ফা রাইয়ত	ইহাদের জন্য আমীন "খতিয়ান" প্রস্তুত করিবেন।

হরি ঘোষ "রাইয়ত"—ও বর্দ্ধমানের রাজা—"জমিদার"। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একজন "পত্তনিদার" ও একজন "ইজারাদার" মধ্যবর্ত্তী

আছেন। এই দুই জনকে আইনে "মধ্যস্বত্বাধিকারী" (Tenure Holder) বলে। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় "মধ্যস্বত্বাধিকারী"দের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা—পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদার, তালুকদার, মিরাসদার, গাঁতিদার, হাওলাদার, যোতদার, চুকানিদার ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন যে সকল ব্যক্তিকে সাধারণতঃ প্রজা বা রাইয়ত বলিয়া অনেক সময় ধরা হয় আইনতঃ তাহারা "মধ্যস্বত্বাধিকারী," অর্থাৎ যাঁহারা প্রধানতঃ প্রজা বিলি দ্বারা জমি ভোগ করেন, নিজেরা বা মুজুর দ্বারা চাষ আবাদ করেন না তাঁহারাই "মধ্যস্বত্বাধিকারী"। এ সম্বন্ধে আরও বিশদরূপে তজদিকের অধ্যায়ে লেখা যাইবে। এখন এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে গ্রামের জমিদার, তালুকদার, যোতদার ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বাধিকারীর জন্য যে খতিয়ান প্রস্তুত হয় তাহা কাননগু নিজে গ্রামে আসিয়া তদন্ত করিয়া ও জমিদারের কাগজ পত্র ও কালেক্টরী হইতে যে কাগজ পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া লিখেন। ইহার জন্য কাননগুকে মাঠে যাইতে হয় না, মাঠে গিয়া যাহা লেখা আবশ্যক তাহা পরে আমীন তাঁহার "খানাপূরীর" সময় পূরণ করেন। "কাননগু" খতিয়ানের ১৩ ঘরে জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নাম ধাম ইত্যাদি, তাহাদের অংশ ও "মধস্বত্ব" হইলে তাহা সাধারণতঃ যে নামে অভিহিত (অর্থাৎ গাঁতি, যোত, চুকানি, তালুক, ইজারা, ইত্যাদি) তাহা লিখিবেন। তাহাদের উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর নাম (জমিদারের সময় "সরকার বাহাদুর") ১-২ ঘরে লিখিবেন। মধ্যস্বত্বের পরিচয়ের জন্য পেন্সিল দিয়া খাজনার পরিমাণ লিখিতে পারেন বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খাজানা লিখিবার সময় এই নহে। আপন দখলীয় জমির বিবরণ "কাননগু" এখন লিখেন না, ইহা আমীন খানাপূরীর সময় মাঠে গিয়া লিখেন। অধীনস্থ প্রজার তালিকাও এখন লেখা হয় না, ইহা খানাপূরী শেষ

হইয়া গেলেই লেখা সুবিধা। কোন্ জমিদারের সঙ্গে কোন্ মধ্যস্বত্বের কি প্রকার সম্বন্ধ এবং ভিন্ন ভিন্ন মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য "কাননগু" বংশাবলীর ন্যায় রেখা দ্বারা চিত্র (Tenure Tree) অঙ্কিত করিয়া আমীনকে দেন। যে স্থানে নানাশ্রেণীর মধ্যস্বত্ব নাই সে স্থানে এইরূপ রৈখিক চিত্রের আবশ্যক হয় না। রৈখিক চিত্রের একটী নমূনা এই পৃষ্ঠার সম্মুখে (২৭ ক) দেওয়া গেল।

কাননগু সাধারণতঃ জরিপ হইবার সময়ই জমিদার ও মধ্যস্বত্বের "খতিয়ান" বা "খেওট" প্রস্তুত করেন, কেননা খানাপূরী আরম্ভের পূর্ব্বে আমীনের ইহা পাওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ একই জমিদারী মহলের (অর্থাৎ তৌজির) বা একই মধ্যস্বত্বের জন্য—যতই সরিকদার হউন না কেন—একই খতিয়ান প্রস্তুত হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সরিকদারের জন্য কোন কোন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ান হইয়া থাকে :–

(ক) যখন জমিদারী মহালের সরিকদারগণ প্রজাবিলি দ্বারা বা খাসে পৃথকভাবে জমি দখল করিতেছেন, এবং কালেক্টরীতে পৃথক্ হিসাব পত্তন করিয়া নিয়াছেন; অথবা যখন কোন মধ্যস্বত্বের অধিকারিগণ ঐরূপ পৃথক্ ভাবে জমি দখল করিতেছেন এবং তাহাদের উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে পৃথক্ পৃথক্ দাখিলা পাইয়া থাকেন। অথবা,

(খ) যখন জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের সরিকদারগণ অধীনস্থ প্রজাদিগকে পৃথক দাখিলা দিতেছেন। অথবা,

(গ) যখন জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের সরিক তাহার পৃথক দখলি জমি পৃথকভাবে প্রজা বিলি করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত (খ) ও (গ) অনুসারে পৃথক্ খতিয়ান কোনও সরিকদার দাবী করিতে পারেন না; এইরূপ ক্ষেত্রে যে পৃথক খতিয়ান

প্রস্তুত হয় তাহা "খানাপূরীর" সুবিধার জন্য মাত্র *। স্মরণ রাখা উচিত যে একই জমিদারী মহলের বা মধ্যস্বত্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ান (বা খেওট) প্রস্তুত হইলে উহার জন্য দেয় রাজস্ব বা খাজানা লেখা একটু গোলযোগের বিষয়। "তজদিকের" সময় খাজানা লেখা হয়, তবে এই সময় এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে একই খাজানা দুই স্থানে লেখা হইবে না, কোনও এক সরিকদারের খতিয়ানে লেখা হইবে, এবং অপর সরিকদারদিগের খতিয়ানে কেবল "অমুক নং খতিয়ান সামিল" বলিয়া উল্লেখ থাকিবে। দুই তিন মধ্যস্বত্ব মিলাইয়া এক খতিয়ান করিলেও এই নিয়ম। একই স্বত্বের জন্য একই খতিয়ান হইলে এই সকল গোলোযোগ থাকে না।

উপরে যে সকল মধ্যস্বত্বের জন্য খাজানা দেওয়া হয় তাহারই কথা লেখা হইল। কিন্তু এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামেই এমন অনেক জমি আছে যে তাহার দখলকারগণ যদিও জমিদারের অধীনে উহা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তজ্জন্য কোন খাজানা দেন না। কেহ বা জমিদারের নিকট হইতে কোন ছাড় বা সনন্দ পাইয়া ব্রহ্মত্র বা নিষ্কর লাখরাজ স্বরূপ দখল করিতেছেন। কেহ বা জমিদারের চাকরী করার দরুণ চাকরান স্বরূপ বিনা খাজানায় দখল করিতেছেন। কোন ব্রাহ্মণ গ্রাম্য সাধারণ কোন দেবস্থানে, বা জমিদারের স্থাপিত কোন দেবালয়ে দৈনিক পূজাদি করিয়া থাকেন, তজ্জন্য বিনা করে জমি ভোগ করিতেছেন। কেহ বা কোন দেবতার বাৎসরিক পূজার (যথা শিবের গাজন ইত্যাদির) খরচ সরবরাহ করিবেন এই সর্ত্তে কোন জমি বিনা নগদ খাজানায় ভোগ করিতেছেন। কেহ বা গোপনে জমিদারের

জমিদারের অধীনস্থ নিষ্কর-মধ্যস্বত্বের ন্যায় লিখিত হইবে।

* প্রকৃত পক্ষে ইহাতে সুবিধা হয় কি না তাহা বিবেচ্য বিষয়। এইজন্য অনেক জেলায় (খ) ও (গ) স্থলে পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত হয় না। (৪৩—৪৫ পৃঃ দেখ)।

অসতর্কতার জন্য বা জমিদারের কর্ম্মচারীর সহিত যোগ করিয়া, বিনা খাজানায় অথচ বিনা স্বত্বে কোন জমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই সকল প্রকার লোকের জন্যও কাননগু মধ্যস্বত্বের ন্যায় খতিয়ান লিখিয়া দিবেন।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক বিনা খাজানায় জমি দখল করিয়া থাকেন। তাঁহারা গ্রামের কোন জমিদারের এলেকা রাখেন না বা তাঁহাদের প্রদত্ত সনন্দ বা ছাড়ের বলেও জমি দখল করেন না। তাঁহারা একেবারে সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে বিনা রাজস্বে এই সকল জমি ভোগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। তাঁহাদের নাম কলেক্টারীতে "বি" নামক রেজিষ্টার বহিতে লিখিত আছে ও জমিদারের প্রত্যেক মহালের যেমন তৌজি নম্বর আছে ইঁহাদেরও প্রত্যেক লাখরাজের জন্য "বি" নম্বর আছে। কোন কোন স্থানে এই সকল জমি "খাস" নম্বর বা "তায়দাদ" নম্বর দ্বারা পরিচিত আছে। "খাস" নম্বরের অর্থ এই যে, এই সকল জমি সরকার বাহাদুর পূর্ব্বে বাজেয়াপ্ত করিয়া "খাস" করিবার চেষ্টা করেন। তখন যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহাকে "খাস" মোকদ্দমা বলে। কোন কোন স্থানে ইহাকে "তায়দাদ" নম্বরও বলে। কিন্তু "খাস" নম্বর বা "তায়দাদ" নম্বর বলা উভয়ই ভুল কেন না অনেক "খাস" মোকদ্দমায় জমি লাখরাজ বলিয়া ছাড় না হইয়া বাজেয়াপ্ত হইয়া তৌজি গঠিত হইয়াছে; ও অনেক "তায়দাদ" আছে যাহার জমি ১০০/ বিঘার ন্যূন হওয়ায় সরকার হইতে তৎসম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত হয় নাই, কলেক্টরী লাখরাজ বা জমিদার দিগের অধীনে নিষ্কর লাখরাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও হয় নাই। বাঙ্গালা ১২০৯ সালে সরকার হইতে যাঁহার যত লাখরাজ আছে তাহার তালিকা

কালেক্টরী লাখরাজ বা রাজস্বহীন লাখরাজ কাহাকে বলে।

বা রিটর্ণ্ তলব করা হয়*। তখন লাখরাজদারগণ যে সকল জমির তালিকা দাখিল করেন তাহা এক রেজিষ্টার ভুক্ত করা হয়। ইহাকেই "তায়দাদ" বলে। এই সকল তালিকার অন্তর্গত জমি দুই শ্রেণীভুক্ত করা হয়:—(১) "বাদসাহী" অর্থাৎ যে সকল আলতমগ, জায়গীর, মদদ্-মাস প্রভৃতি "লাখরাজ" দিল্লীর বাদসাহ প্রদত্ত কোন সনন্দ বা হুকুমনামার বলে সরকারী রাজস্ব হইতে মুক্ত বলিয়া দাবী করা হয় (১৭৯৩।৩৭ আইন);—(২) "অন্য প্রকারের লাখরাজ" বা "বাজে লাখরাজ" অর্থাৎ যে সকল জমি কোন নবাব, জমিদার, বা পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোন সনন্দ বা দানপত্রের বলে, অথবা বহুকালের ভোগ দখলের বলে নিষ্কর লাখরাজ বলিয়া দাবী করা হয় (১৭৯৩।১৯ আইন)। সমস্ত "বাদসাহী" লাখরাজ সম্বন্ধেই সরকার হইতে তদন্ত করা হয় এবং যে সকল জমি প্রকৃত বাদসাহ দত্ত লাখরাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় তাহা সরকারী রাজস্ব হইতে মুক্ত বলিয়া "খালাস" দেওয়া হয়। এই জন্য এই সকল লাখরাজকে "খাস খালাসী"ও বলে। দাবী অপ্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া তৌজি গঠিত হয় ও রাজস্ব ধার্য্য করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লাখরাজ দাবীর মধ্যে যে যে স্থলে একই দাবীর অন্তর্গত জমির পরিমাণ ১০০/ বিঘার অধিক থাকে কেবল সেই সেই স্থলে সরকার হইতে "বাদসাহী" লাখরাজের ন্যায় তদন্ত হইয়া "ছাড়" হয় অথবা বাজেয়াপ্ত হয়। ১০০/ বিঘার ন্যূন হইলে উহা যে মহালের জমি দ্বারা বেষ্টিত থাকে সেই মহালের জমিদারকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে এ বিষয় যাহা ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

---

* ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২৪, ২৫ ধারা, ঐ সালের ৩৭ আইনের ১০।২০ ধারা ও এই দুই ধারানুসারে কার্য্য না হওয়ায় ১৮০০ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা।

অনেক জমিদার এই সময় মাল-লাখরাজ মোকদ্দমা করিয়া এই সকল তায়দাদী জমির কতক বাজেয়াপ্ত করিয়া কর ধার্য্য করিয়া লয়েন, বাকী জমি তদবধি জমিদারের অধীন নিষ্কর স্বরূপ * দখল হইয়া আসিতেছে।

কলেক্টরী "লাখরাজ" বা "খাস খালাসী" মহলের সহিত "নিষ্কর লাখরাজ" জমির কি পার্থক্য তাহা বুঝান হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে

কলেক্টরী লাখরাজের জন্য জমিদারী মহালের ন্যায় খতিয়ান হইবে।

যে নিষ্কর লাখরাজদারের নাম ধাম ইত্যাদি জমিদারের অধীনস্থ অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারীর ন্যায় খতিয়ান বা খেওটে লিখিতে হয়। কিন্তু "কলেক্টরী লাখরাজ" বা "খাস খালাসী" মহালের মালিকদিগের নাম ধাম ইত্যাদি ঠিক জমিদারী মহালের ন্যায় লিখিতে হইবে, অর্থাৎ খতিয়ানের ১ হইতে ১১ ঘরে কোন জমিদার উল্লেখ না হইয়া উপরিস্থ মালিকের স্থানে "সরকার বাহাদুর" লেখা হইবে।

খানাপূরী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জেলার কলেক্টর সাহেবের নিকট

কলেক্টারী হইতে জমিদারীর তালিকা ও জমিদারের নিকট হইতে জমাবন্দী।

হইতে ও গ্রামের জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের ও নিষ্করদারগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিত কাগজ পাওয়া আবশ্যক :—

---

* অনেকের মতে এই সকল জমি যদিও "বি" রেজিষ্টারের বহির্ভূত তথাপি নিষ্কর লাখরাজ নহে, উহা "রাজস্ব হীন লাখরাজ" কেন না প্রকৃতপক্ষে উহা কোন মহালের রাজস্বের মধ্যে নহে (১৭৯৩।৮ আইনের ৩৬ ধারা)। কিন্তু ১৭৯৩।১৯ আইনে এই সকল জমি জমিদারী ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, উহাতে যদি কোন কর ধার্য্য হয় তাহা রাজস্ব (Revenue) না হইয়া জমিদারদিগকে দেয় খাজানা (Rent) হইবে বলিয়া বিধি বদ্ধ হয়। অতএব এই সকল জমিকে রাজস্ব হীন লাখরাজ বলা যায় না।

১ম—কলেক্টারী হইতেঃ—[ক] কোন্ মৌজায় কোন্ কোন্ তৌজির ও কোন্ কোন্ কলেক্টরী লাখরাজ জমি আছে। [খ] ঐ সকল জমির মালিকগণের নাম, অংশ, বাসস্থান, তাহাদের দেয় রাজস্ব, ও জমির পরিমাণ জানা থাকিলে তাহা।

২য়—জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী ও নিষ্করদারগণের নিকট হইতেঃ—জমাবন্দী অর্থাৎ তাহাদের অধীনস্ত প্রজাগণের নাম, জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে), তাহাদের বর্ত্তমান খাজানা, রোড ও পবলিক সেস্।

কলেক্টরী হইতে কি কি বিবরণ পাওয়া আবশ্যক।

১। কলেক্টরী হইতে যে সকল সংবাদ আনিতে হয় তাহা মহাফেজখানায় এ, বি, সি, ডি, নামক যে ৪ খানি রেজিষ্টার বহি আছে উহা হইতে সংগ্রহ করা হয়। ইহাকে "কলেক্টরী খেওট" বলে। ইহা হইতে ও গ্রামে তদন্ত দ্বারা আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিয়া কাননগু সেটেলমেণ্টের খতিয়ান লেখেন।

ভূম্যধিকারীর জমাবন্দী কি ফরমে দাখিল হওয়া আবশ্যক।

২। জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের নিম্নলিখিত ফরমে জমাবন্দী বা প্রজার তালিকা দাখিল করা আবশ্যক :—

খোকার বা জমাবন্দীর নম্বর	প্রজার নাম	জমির পরিমাণ	বার্ষিক খাজানা	সেস	মোট	মন্তব্য *
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

* এই ঘরে যোতের কোন বিশেষ নাম থাকিলে লিখিতে হইবে, যথা—মিরাস, মোকররী, গাঁতি, হাওলা, চুকানি, কোড়কর ইত্যাদি।

এই তালিকা খানাপুরী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমীন বা কাননগুর নিকট দাখিল করা উচিত। কিন্তু ওয়ারের সময় ঐ সকল কাগজ তলব করা হয়, যদি দাখিল না হয়, তাহা হইলে খানাপুরীর হাকিম যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তন্মধ্যে দাখিল না করিলে, দৈনিক জরিমানা হইতে পারে।

কোন্ মৌজায় কোন্ কোন্ তৌজির জমি আছে ও ঐ সকল মহালের মালিকদিগের নাম ধাম ইত্যাদি "কলেক্টরী খেওট" হইতে জানা যাইবে।

জমিদারী মহালের খেওট বা খতিয়ান লিখিবার প্রণালী।

অনেক সময় কলেক্টরী বহিতে লিখিত বিবরণের সহিত সরেজমিনের অবস্থার মিল হয় না। এই জন্য গ্রামে আসিয়া গ্রামের প্রধান প্রধান লোক ও জমিদারদিগের কর্ম্মচারীর সাহায্যে কাননগু জমিদারীমহালের খতিয়ান বা খেওট লিখেন *। যে স্থানে কলেক্টরী খেওটের সঙ্গে সরেজমিনের অবস্থা মিলিয়া যায়, সেখানে কলেক্টরী খেওট অনুসারে সেটেলমেণ্টের খতিয়ান বা খেওট লিখিলেই ঠিক হইবে। যে যে স্থানে ঐরূপ না হয়, সেই সেই স্থলে কি করিতে হইবে, নিম্নে লেখা যাইতেছে :—

১ম—মহালের মালিক বলিয়া সরেজমিনে যে ব্যক্তি দখলকার আছেন, তাঁহার নাম কলেক্টরিতে জারি নাই।—এইরূপ স্থলে দেখিতে হইবে, ঐ ব্যক্তি কি সূত্রে দখলকার ও কলেক্টরিতে যে যে ব্যক্তির নাম জারী আছে, তাহার কোন্ ব্যক্তির স্থলে দখলকার। যদি দেখা যায় যে, কলেক্টরিতে লিখিত ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় বর্ত্তমান দখলকার তাহার ওয়ারীসসূত্রে দখল করিতেছেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান

---

* জমিদারীর অংশীদারগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে সাধারণতঃ খানাপুরী হাকিমই তাহারনিষ্পত্তি করিয়া খতিয়ান লিখিয়া দেন।

দখলকারের নাম (পূর্ব্বাধিকারির স্থানে) লিখিতে হইবে ও এই বিভিন্নতার কারণ একখানি পৃথক্ বহিতে নোট করিতে হইবে। যদি বর্ত্তমান দখলকার খরিদসূত্রে দখলকার থাকেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে ও পূর্ব্বের ন্যায় কোবালার তারিখ ইত্যাদি দিয়া পৃথক একখানি বহিতে বিভিন্নতার কারণ লিখিতে হইবে। এইরূপ স্থলে বর্ত্তমান দখলকার অবিলম্বে কলেক্টরিতে নাম জারির জন্য দরখাস্ত করিবেন। নতুবা নামজারির আইন অনুসারে তাহার জরিমানা হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি এমন হয় যে দখলকার-মালিক বলিতে পারেন না যে কলেক্টরিতে লিখিত কোন্ ব্যক্তির স্থানে তিনি দখলকার, তাহা হইলে তিনি জোরপূর্ব্বক দখল করিতেছেন মন্তব্যের ঘরে এই প্রকার লিখিতে হইবে, তাহাকে মালিক বলিয়া গণ্য করা হইবে না ও পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক বহিতে ইহার বিষয় লিখিতে হইবে।

২য়—কলেক্টরী খেওটে লিখিত অংশ সকল সরেজমিনে মালিকগণ স্বীকার করেন না। এইরূপ স্থলে কলেক্টরিতে লিখিত অংশ অনুসারে খতিয়ান হইবে ও মালিকগণকে নাম জারি করিয়া অংশ সংশোধন করিতে বলা হইবে। তবে যদি দেখা যায় যে, কলেক্টরিতে লিখিত অংশ সকল মোট করিলে ষোল আনা মিল হয় না, তাহা হইলে সরেজমিনের অবস্থা অনুসারে ষোল আনা মিল করিয়া লইতে হইবে ও পূর্ব্বের ন্যায় এই বিভিন্নতার বিষয় পৃথক বহিতে লিখিতে হইবে।

৩য়—মালিক যে মহাল বা তৌজি বলিয়া দখলকার আছেন, কলেক্টরিতে ঐ মৌজায় ঐ তৌজির বা মহালের উল্লেখ নাই।— এরূপ স্থলে যে তৌজি বলিয়া দখল, সেই তৌজির খতিয়ান বা খেওট প্রস্তুত করিতে হইবে। কোনও তৌজির জমি মৌজা হইতে একেবারে

ছুট হইয়া যাওয়া ঠিক নহে। সেটেলমেণ্ট অফিসার বর্ত্তমান দখল অনুসারে আপন কাগজ প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু যদি এক তৌজির জমি অপর এক তৌজীর মালিক বেদখল করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি ১৮৭৫।৫ আইনের ৪৪ ও ৪৫ ধারা অনুসারে তদন্ত করিয়া থাকেন *। থাক বস্ত ম্যাপে প্রত্যেক মৌজায় যে যে তৌজীর বা মহালের জমী আছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন "চক্" করিয়া দেখান আছে। ঐ ম্যাপ অনুসারে (কিম্বা পরবর্ত্তী কোন দেওয়ানী আদালতকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সীমানা অনুসারে) কোন্ জমি কোন্ তৌজীভুক্ত তাহা সেটেলমেণ্ট অফিসার মিল করিয়া দেখেন। এই বিষয়ে সকল জেলার সেটেলমেণ্টর নিয়ম এক প্রকার নহে। সমগ্র জেলার সেটেমেণ্টের সময় এইরূপ তৌজীর মিল খানাপূরীর সময় না হইয়া তজদীকের সময় (থাকবস্ত ম্যাপের নকল আনাইয়া) হইলে কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। খানাপূরীর সময় মিল করা হইলে বৃথা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় ও বর্ত্তমান দখল নির্দ্ধারণ করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। জমীদার ও প্রজাগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান দখল অনুসারেই সেটেলমেণ্টের কাগজাদি প্রস্তুত হয়। থাকবস্তের সঙ্গে যদি বর্ত্তমান দখলের মিল না হয় সেটেলমেণ্ট অফিসার তাহা মন্তব্যে নোট করিতে পারেন বটে † কিন্তু কোন পক্ষ দেওয়ানী আদালতের সাহায্য ব্যতীত বেদখলী জমিতে দখল পাইতে পারেন না (১৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

---

* ভবিষ্যতে সরকারী রাজস্বের কোন হানী না হয় সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক।

† আইন মত ইহা ঠিক কিনা সন্দেহ। এইজন্য সাধারণতঃ বুঝারতের সময় কাননগু এইসকল বিভিন্নতা ভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। তজদিকের হাকিম উহা পরীক্ষা করেন, কিন্তু উহা স্বত্ব-লিপির সামিল করা হয় না।

৪র্থ—বন্ধক সূত্রে কোন ব্যক্তি দখলিকার আছেন কিন্তু নাম জারী করেন নাই।—এরূপ স্থলে বন্ধক দাতা ও বন্ধক গৃহীতা উভয়ের নাম খতিয়ানে বা খেওটে লিখিতে হইবে ও বন্ধকী তমস্থকের তারিখ ইত্যাদি লিখিতে হইবে।

কলেক্টরী খেওট ও সেটেলমেণ্ট খতিয়ান বা খেওটের সঙ্গে যে যে বিভিন্নতা থাকে তাহা পৃথক বহিতে লেখা হইল—ইহা বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বহিসম্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে পুনরায় লিখিত হইবে।

কোন তৌজীতে "পৃথক্ হিসাব" থাকিলে—তাহার অংশ * ও রাজস্ব কলেক্টরী খেওটের সঙ্গে মিল করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় লিখিতে হয়। "পৃথক হিসাব" তিন প্রকারের হইয়া থাকে।

পৃথক হিসাব।

১ম। যে স্থানে কোন জমি বিভিন্ন না হইয়া মোট মহালের অংশ বিশেষের জন্য পৃথক হিসাব করা হয় (১৮৫৯।১১ আইনের ১০ ধারা)। এইরূপ স্থলে প্রত্যেক অংশীদারেরই প্রত্যেক খণ্ড জমির উপর অংশ মত স্বত্ব আছে। এই জন্য সমস্ত অংশীদারের জন্য একই খেওট বা খতিয়ান প্রস্তুত হয় এবং যে অংশীদার যে প্রজার নিকট হইতে যে খাজনা পান তাহা ঐ প্রজার খতিয়ানের উপরিস্থ স্বত্বের বিবরণ (১ হইতে ১১ ঘর) হইতে বুঝা যাইবে। †

---

* কলেক্টরী বহিতে পৃথক হিসাবের যে অংশ লেখা থাকে তাহা মালিকদিগের প্রকৃত স্বত্বের অংশের অনুরূপ নহে। উহাদ্বারা মাত্র মোট রাজস্বের কত অংশ ঐ পৃথক হিসাবের জন্য দেয় তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু কোন কোন জেলায় কোন্ মৌজায় কত অংশ স্বত্ব তাহা "ডি" রেজিষ্টারে লেখা থাকে। এ বিষয় কালেক্টারীর নিয়ম বড় বিশৃঙ্খল। (একাদশ অধ্যায় দেখ)।

† কোন কোন জেলায় কোনও অংশীদার পৃথকরূপে খাজনা আদায় করিলে তাহার জন্য পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত হইয়া জমির পরিমাণ অংশ মতন ভাগ করিয়া দেখান হইত।

২য়। যে স্থানে মোট মহালের মোট জমির অংশ মত পৃথক চৌহদ্দি-বিশিষ্ট জমির জন্য পৃথক হিসাব হয় (১৮৫৯। ১১ আইনের ১১ধারা)। এরূপ স্থলে প্রত্যেক পৃথক হিসাবের জমির দখল পৃথক,—এই জন্য প্রত্যেক পৃথক হিসাবের জন্য পৃথক খেওট বা খতিয়ান প্রস্তুত হইবে ও যে পৃথক হিসাবের অধীনে যে প্রজা সেই পৃথক হিসাবের খেওট বা খতিয়ানের অধীনে আমীন সেই প্রজার খতিয়ান প্রস্তুত করিলেই দখল ঠিক মত বুঝা যাইবে।

৩য়। যে স্থানে উপরোক্ত ১ম ও ২য় প্রকারের মিশ্রিত পৃথক হিসাব হয়, যথা মহলের অন্তর্গত কোন একটী মৌজা বা ভূমিখণ্ডের এক অবিভক্ত অংশের জন্য পৃথক হিসাব প্রার্থনা করা হয় (১৮৭৬।৭ আইনের ৭০ ধারা)। এইরূপ স্থলে ১১ ধারার (২য়) পৃথক হিসাবের ন্যায় খেওট বা খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে।

যদি ২।৩ বা ততোধিক তৌজী বা মহালের জমি অথবা উপরোক্ত ২য় ও ৩য় প্রকারের পৃথক হিসাবের জমি অবিভক্ত ভাবে মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে দুইপ্রকার নিয়মে উহা দেখান যাইতে পারে। (১) ঐরূপ মিশ্রিত স্বত্ব বিশিষ্ট জমির জন্য এজমাল খেওট বা খতিয়ান প্রস্তুত করিয়া উহার অধীনে অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ান প্রস্তুত করা ;—(২) এজমাল খেওট বা খতিয়ান না করিয়া অধীনস্থ প্রজার খতিয়ানের "উপরিস্থ স্বত্বে"র স্থানে (অর্থাৎ ১—৩ ঘরে) যে যে বিভিন্ন স্বত্বাধিকারীকে খাজানা দিতে হয় তাহাদের নাম ও খতিয়ান

মিশ্রিত স্বত্ব বিশিষ্ট জমি।

কিন্তু এই প্রণালী উঠিয়া যাইতেছে। জমি পৃথক না থাকিলে আর পৃথক খতিয়ান হইবে না (৪৩ পৃঃ দেখ)।

নম্বর উল্লেখ দ্বারা। এই দ্বিতীয় প্রণালী * মতই সাধারণতঃ খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়।

আমীন মাঠে যাইয়া প্রজা ও ভূম্যধিকারীর কহত মত খতিয়ান লিখিবেন। এই সময় আমীনের সঙ্গে নিম্নলিখিত কাগজগুলি থাকিবে :—

আমীন কি প্রণালীতে খানাপুরী করেন।

(১) কাননগুর লিখিত জমিদার, লাখ-রাজদার, নিষ্করদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর খেওট বা খতিয়ান, (২) মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে কোন রৈখিক চিত্র (Tenure Tree) প্রস্তুত হইয়া থাকিলে তাহা। (৩) খতিয়ানের কাগজ। (৪) খসড়ার কাগজ। (৫) বিবাদী বিষয় লিখিবার বহি (Dispute Book)। (৬) গো-মহিষাদির তালিকার কাগজ। (৭) কলেক্টরী খেওট। (৮) জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীর দাখিলি জমাবন্দী। (৯) কিস্তওয়ারের সময় যে নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা।

আমীন যে দিন যে মাঠে কার্য্য করিতে যাইবেন সেই দিকের মাঠের প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণ সকলেরই আমীনের সঙ্গে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কেহ অনুপস্থিত হইলে জরিমানা করিয়া তাহাকে উপস্থিত করান হয়।

প্রত্যেক জমি সম্বন্ধে আমীন সর্ব্বপ্রথমে ঠিক করিবেন, কে উহার সর্ব্বনিম্নস্থ কৃষিপ্রজাকে, অর্থাৎ কাহার নীচে ঐ জমি সম্বন্ধে নগদ খাজনায়

---

* এজমাল খেওট বা খতিয়ান বিহারের নিয়ম অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহাতে স্বত্বলিপি বুঝিতে অসুবিধা হয় বলিয়া ইহা প্রায় সব স্থানেই পরিত্যক্ত হইতেছে। জমিদারী স্বত্ব না হইয়া ২।৩ বা ততোধিক মধ্যস্বত্ব মিশ্রিত জমি হইলেও ঐ নিয়ম। অর্থাৎ কোন্ স্বত্ব কত খাজানা পাইবেন তাহা প্রজার খতিয়ান হইতে বুঝা যাইবে। তজ্জন্য আর পৃথক এজমাল খতিয়ানের আবশ্যক নাই।

আর কোন প্রজা নাই। ঐ ব্যক্তি তাহার ক্ষেত্রের উপর দাঁড়াইয়া বলিবে যে ঐ জমি তাহার, আমীন তৎক্ষণাৎ নক্সায় ঐ দাগের নম্বর লিখিবেন ও খসড়া ও খতিয়ানের দাগের নম্বরের ঘরে ঐ নম্বর লিখিবেন। তারপর খতিয়ানের অত্রস্থ স্বত্বের বিবরণের ঘরে (১৩ কলম) ঐ ব্যক্তির নাম, তাহার অংশীদারগণের * নাম, তাহাদের পিতার নাম ও বাসস্থান বিস্তারিতরূপে লিখিবেন। অংশীদারগণের অংশও পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। তাহার পর আমীন ঐ প্রজাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—"এই জমির জন্য তুমি কাহাকে কত খাজানা দেও।" সাধারণতঃ প্রজার কথিত ভূম্যধিকারী কাননগুর লিখিত কোনও খেওট বা খতিয়ানের অধিকারী হইবেন। আমীন ভূম্যধিকারীকে (বা তাহার কর্ম্মচারীকে) জিজ্ঞাসা করিবেন যে প্রজার কথিত বিবরণ ঠিক কিনা। তারপর কাননগুর লিখিত ঐ ভূম্যধিকারীর খেওট বা খতিয়ান বাহির করিয়া উহার তরতিব নম্বর (অর্থাৎ ১২ ঘরের নম্বর) আমীন প্রজার খতিয়ানের উপরিস্থ স্বত্বের নম্বরের ঘরে (অর্থাৎ ১ ঘরে) লিখিবেন এবং যে যে ব্যক্তি খাজনা পান তাহা ২ ঘরে সংক্ষেপে (অর্থাৎ পিতার নাম ইত্যাদি না দিয়া) লিখিবেন। তাহার পর আমীন ভূমিখণ্ডের উত্তর সীমানার ভূমির দাগ নং ও দখলকারের নাম খতিয়ানে (৩০।৩১ ঘর) লিখিবেন, কি প্রকারের জমি (অর্থাৎ ধানী, ভিট, বাড়ী, পুকুর, রাস্তা ইত্যাদি) শ্রেণীর ঘরে (৩২ ঘর) লিখেবেন। যদি প্রজা দুই বা ততোধিক অংশীদার হয়েন এবং এই ভূমিখণ্ড কোন এক অংশীদার

* যে জমাভুক্ত ঐ জমি সেই জমার অংশীদারগণের নাম লেখা হইবে, অর্থাৎ কেবল ঐ ভূমি খণ্ডে যে যে অংশীদার তাহাদের নাম নহে। কোন কোন জেলায় কেবল প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের অংশীদার ধরিয়া পৃথক পৃথক খতিয়ান হইয়া থাকে, সমস্ত জমাটী বা মধ্যস্বত্ব এক স্থানে লেখা হয় না। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইবে।

বিশেষের পৃথক দখলে থাকে, তাহা হইলে উহা "জমির শ্রেণীর" ঘরের পরবর্ত্তী "মন্তব্য" ঘরে (৩৩ ঘরে) লিখিবেন। কিংবা এই ভূমিখণ্ড মাত্র যদি কাহাকেও বন্ধক দেওয়া হইয়া থাকে ও সে ব্যক্তি বন্ধকসূত্রে দখলকার থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম, তমসুকের তারিখ ও টাকার পরিমাণ এই মন্তব্য ঘরে লিখিবেন। বিক্রয় দ্বারা যদি জমার অন্তর্ভূক্ত এই ভূমিখণ্ড মাত্র অপর কাহারও দখলে থাকে, তাহা হইলেও তাহার নাম ঐ প্রকারে মন্তব্য ঘরে লেখা হইবে।* তাহার পর আমীন খতিয়ানের ৩৭ ঘরে দাগের মধ্যে দখলকারের হিস্যার পরিমাণ লিখিবেন। অর্থাৎ মনে কর দাগনম্বরটি একটী পুকুর বা খাল বা রাস্তা এবং অন্ত্র স্বত্বের প্রজার উহাতে মাত্র ।০ আনা অংশ ; এরূপস্থানে আমীন ৩৭ ঘরে ।০ চারি আনা লিখিবেন। পরে কালি কষিয়া জমির পরিমাণ বাহির হইলে পর ৩৮ ঘরে ঐ হিস্যা মত এই জমার অন্তর্গত যতটুকু জমি হয় তাহা হিসাব করিয়া লিখিতে হইবে। খানাপূরীর সময় আমীন খতিয়ানের আর কোন ঘর লেখেন না, অর্থাৎ স্বত্ব বা খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে আমীন কিছু লেখেন না। কিন্তু যদি কোন প্রজা বা ভূম্যধিকারী কোন বিশেষ নাম দ্বারা দেশাচার অনুসারে পরিচিত থাকে, (যথা—যোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার, মিরাসদার, চুকানীদার ইত্যাদি) তাহা হইলে ঐ বিশেষ নামও ১৩ ঘরে আমীনকে লিখিতে

---

* যদি প্রজার সমগ্র জমাটীই অর্থাৎ অংশ নহে, বন্ধকসূত্রে বা বিক্রয় দ্বারা অপর কাহারও দখলে থাকে, তাহা হইলে সেই দখলকারের নাম আর মন্তব্য ঘরে লিখিত না হইয়া একেবারে প্রজার নামের সহিত অন্ত্র স্বত্বের বিবরণের সহিত (১৩ ঘরে) "বন্ধকসূত্রে বা খরিদসূত্রে দখলকার অমুক" এই ভাবে লেখা হইবে। যদি খরিদদার দখলকারকে ভূম্যধিকারী প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর সাবেক প্রজার নাম লিখার আবশ্যক থাকে না। (৪৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

হইবে। ঐ নাম দ্বারা আইনতঃ কি স্বত্ব বুঝায় "তজ্জদিকের হাকিম" তাহা ঠিক করিয়া পরে ১৪—১৭ ঘরে লিখিবেন। যদি একই প্রজার ২।৩ বা ততোধিক জমা থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য পৃথক পৃথক খতিয়ান সঠিক মত প্রস্তুত করিবার সুবিধার জন্য আমীন পেন্‌সিল দিয়া খাজনার পরিমাণ খতিয়ানের উপর লিখিয়া লইবেন। একই জমাভুক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড একই খতিয়ানে * থাকিবে এবং ঐ প্রজার আর এক খণ্ড ভূমি খানাপূরীর সময় ইহা কোন্ খতিয়ানভুক্ত হইবে আমীন তাহা সহজেই পেন্‌সিলের লেখা খাজানা দেখিয়া ঠিক্ করিতে পারিবেন। আমীন যেমন খানাপূরী করিয়া খতিয়ানের পর খতিয়ান লিখিয়া যাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক খতিয়ানের তরতিব নম্বর দিবেন এবং এই নম্বর ভূম্যধিকারীর দাখিলি জমাবন্দীর মন্তব্য ঘরে নোট করিয়া যাইবেন। ইহা হইতে আমীন সমস্ত মৌজার খানাপূরী শেষ হইলে, বুঝিতে পারিবেন যে খানাপূরী ঠিক হইয়াছে কি না, অর্থাৎ কোনও জমা বা প্রজা ছুট গিয়া অপর জমা বা প্রজার সহিত গোলযোগে মিলিয়া গিয়াছে কি না। তখন ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে ডাকিয়া, এই ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া সহজ হইবে।

খসড়া।

খতিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে আমীন খসড়ার জমির বিবরণ, ফসলের বিবরণ, বৃক্ষাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। যে যে জেলায় খসড়ায় দখলকারের নাম লেখা হয়, সেই সকল স্থানে দখলকার প্রজার নামও লিখিবেন।

---

* পৃথক দখল অনুসারে মধ্যস্বত্বের জন্য পৃথক খতিয়ান যে যে জেলায় প্রস্তুত হয়, তৎসম্বন্ধে অন্যত্র (পর পৃষ্ঠা দেখ) বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমীন সর্ব্বনিম্নস্থ কৃষিকার প্রজা হইতে খতিয়ান লেখা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু যদি এই প্রজা নগদ খাজনা না দিয়া ফসল বিভাগ দ্বারা খাজনা দেয়, তাহা হইলে তাহার জন্য এই সময় পৃথক খতিয়ান হইবে না। তাহার উপরিস্থ নগদ খাজনার প্রজার খতিয়ান হইবে ও ঐ খতিয়ানের মন্তব্য ঘরে (৩৭ ঘর) বর্গা প্রজার নাম লেখা হইবে। "তজদিকের" সময় হাকিম প্রত্যেক বর্গা প্রজা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিবেন যে প্রকৃতপক্ষে তাহার ভূমিতে কোন স্বত্ব আছে কিনা। যদি স্বত্ব থাকে, তবে তখন তিনি তাহার জন্য পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যদি বর্গাদার প্রজা উপরিস্থ ভূম্যাধিকারীর নিকট হইতে লাঙ্গল বা চাযের বলদ লইয়া চাষ করে, তাহা হইলে সে কতকটা মুজুরের ন্যায় জমিতে ফসল উৎপন্ন করে, জমিতে তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন স্বত্ব থাকে না।

বর্গা প্রজা।

সাধারণতঃ একই জমা বা স্বত্বের জন্য একই খতিয়ান হইয়া থাকে। জমিদারী মহাল ও মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে এবিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে যদি একই জমা তালুক বা অন্য মধ্যস্বত্বে ২।৩ বা ততোধিক অংশীদার থাকে এবং তাহাদের তহশীল পৃথক পৃথক থাকে, তথাপি তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক খতিয়ান হইবে না। কোন কোন জেলায় এইরূপ নিয়ম যে, যদি তহশীল পৃথক থাকে এবং তাহার সঙ্গে পৃথক তহশীলের জন্য পৃথকরূপে উপরিস্থ ভূম্যধিকারীকে পৃথক খাজনা দেওয়া হয়, তাহা হইলে পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত হয়। যদি উপরিস্থ ভূম্যধিকারীও পৃথকরূপে খাজনা আদায় করেন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে মূলস্বত্ব বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক সম্পূর্ণ স্বত্ব

একই জমার বা স্বত্বের জন্য একই খতিয়ান; কোন কোন জেলায় দখল অনুসারে পৃথক খতিয়ান।

গঠিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথক খতিয়ান হইলে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও যদি মাত্র পৃথক তহশীলের জন্য পৃথক খতিয়ান হয় (এইরূপ প্রথাও কোন কোন জেলায় প্রচলিত আছে) তাহা হইলে মূল স্বত্ব এক স্থানে কোন খতিয়ানেই পাওয়া যায় না। কিন্তু একই স্বত্বের সমস্ত অংশীদারদের জন্য একই খতিয়ান প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পৃথক তহশীলের জন্য ঐ খতিয়ানের ১২—১৩ ঘরে ভিন্ন ভিন্ন বাটা নম্বর (যথা $\frac{৪৫}{ক}$, $\frac{৪৫}{খ}$ ইত্যাদি) লিখিয়া, পরে ঐ সকল বাটা নম্বর ও তাহার অন্তর্ভুক্ত অংশীদারগণের নাম অধীনস্থ প্রজার খতিয়ানের ভূম্যধিকারীর ঘরে (১-২ ঘরে) লিখিলেই সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। এই প্রণালীতে সর্ব্বত্র কার্য্য হইবার প্রস্তাব চলিতেছে, এবং কোন কোন জেলায় এই ভাবে খতিয়ান লেখা হইতেছে। একটী উদাহরণ দেখিলে সহজে বুঝা যাইবে। মনে কর কোন এক জমা বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী ৪ জন ব্যক্তি, রাম, শ্যাম, যদু ও হরি। রামের অংশ—।৵০, শ্যাম—।৵০, যদু—৵০, হরি—৵০—মোট ১৬ আনা। কিন্তু রাম ও শ্যামের তহশীল পৃথক, ও যদু ও হরির তহশীল পৃথক, অর্থাৎ কতকগুলি প্রজা রাম ও শ্যামকে মাত্র খাজনা দেয় ও কতকগুলি প্রজা যদু ও হরিকে মাত্র খাজনা দেয়। এই স্থলে সমগ্র স্বত্বের জন্য একখানা মাত্র খতিয়ান হইল—মনে কর উহার নম্বর ৪৫। ঐ খতিয়ানের ১৩ ঘরের নাম গুলি দুই শ্রেণীতে লেখা হইল; প্রথম শ্রেণী রাম ও শ্যাম, দ্বিতীয় শ্রেণী যদু ও হরি। প্রথম শ্রেণীর বাটা নম্বর হইল (ক); দ্বিতীয় শ্রেণীর বাটা নম্বর হইল (খ)। এখন রাম ও শ্যামের অধীনস্থ প্রজার খতিয়ানের ভূম্যধিকারীর ঘরে মাত্র রাম ও শ্যাম লেখা হইবে ও খতিয়ানের নম্বর লেখা হইবে $\frac{৪৫}{ক}$। ঐরূপ যদু ও হরির অধীনস্থ প্রজার খতিয়ানের ১।২ ঘরে

খতিয়ান নম্বর হইবে $\frac{৪৫}{খ}$। অপর প্রণালী এই যে রাম ও শ্যামের এক খতিয়ান (মনে কর নম্বর ৪৫) ও যদু ও হরির নামে আর এক পৃথক খতিয়ান (মনে কর নং ৪৬) হইবে। পরে যাহারা যাহার অধীনস্থ প্রজা তাহারা তাহার খতিয়ানের অধীনে লিখিত হইবে। ইহাতে রাম, শ্যাম, যদু ও হরির মূল স্বত্ব এক যায়গায় কোথায়ও দেখান হইল না।

জমিদারের জমাবন্দীতে লিখিত প্রজা ও দখলকার ভিন্ন হইলে কি করা হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে খতিয়ানের অত্রস্বত্বের বিবরণের ঘরে (১৩ ঘরে) দখলকার প্রজার নাম লিখিতে হইবে। কিন্তু জমিদারের থোকা বা জমাবন্দীতে অপর নাম লেখা থাকিলে আমীন ঐ নাম এবং হাল দখলকারের নাম উভয়ই লিখিবেন। বন্ধকসূত্রে বা খরিদসূত্রে দখলকার হইলে কি করিতে হইবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ওয়ারিষসূত্রে দখলকার হইলে আর সাবেক প্রজার নাম লেখা অনাবশ্যক। প্রজাস্বত্ব আইনের ১০২ (ক) ধারা অনুসারে প্রজা অথবা দখলকারের নাম স্বত্বলিপিতে লিখিবার আদেশ আছে। বর্ত্তমান অবস্থা লিপিবদ্ধ করাই স্বত্বলিপির প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব বর্ত্তমান দখলকারের নাম লেখাই সর্ব্বাদৌ দরকার। জমিদারের স্বত্বের কোন হানী না হয় ও জমিদারের কাগজের সহিত মিল করিবার সুবিধার জন্য জমাবন্দীতে লিখিত প্রজার নাম উল্লেখ করার আবশ্যক হয়। কোন কোন জেলায় এইরূপ নিয়ম যে মূল প্রজা অর্থাৎ যাহার সময় জমা প্রথম পত্তন হয় তাহার নাম "মুদাফৎ" বলিয়া জমিদারী কাগজে লেখা হয়। ঐরূপ "মুদাফৎ" নামও খতিয়ানে লেখা হইয়া থাকে। জমিদারের কাগজে লিখিত ব্যক্তির নাম না লিখিয়া অপর দখলকারের নাম লিখিলে জমিদারের স্বত্বহানীর মাত্র এক কারণ

থাকে। যদি প্রজার দান বিক্রয়ের স্বত্ব না থাকে তাহা হইলে থরিদসূত্রে দখলকারকে জমিদার প্রজা বলিয়া স্বীকার নাও করিতে পারেন। সাধারণতঃ সকল মধ্যস্বত্বাধিকারীরই দান বিক্রয়ের স্বত্ব আছে (তজদিক অধ্যায় দেখ), অতএব ইহাদের সম্বন্ধে সাবেক নাম (সমগ্র মধ্যস্বত্ব বিক্রয় হইয়া থাকিলে) রাখিবার কোন অর্থ নাই। সাধারণ রাইয়তদেরই দান বিক্রয়ের স্বত্ব দেশাচারের উপর নির্ভর করে, এবং প্রায় সকল জেলাতেই ইহা জমিদারের অনুমতি সাপেক্ষ। অতএব ইহাদের সম্বন্ধে জমাবন্দীতে লিখিত প্রজা ও হাল দখলকার উভয়ের নাম না লিখিলে ভবিষ্যতে জমিদারের স্বত্বের হানী হইলেও হইতে পারে।* থোকা বা জমাবন্দীতে অনেক সময় মাত্র একজনের (যথা এক ভাইএর) নাম থাকে, কিন্তু আমীন সকল অংশীদারের নাম ও অংশ লিখিবেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সাধারণতঃ প্রজার কথিত ভূমধিকারী কাননগুর লিখিত কোনও খেওট বা খতিয়ানের অধিকারী হইবেন।

প্রজার কথিত ভূম্যধিকারীর নামে কাননগু খেওট প্রস্তুত করিয়া না থাকিলে আমীন কি করেন।

আমীন যদি দেখেন যে ঐরূপ কোন খেওট বা খতিয়ান কাননগু প্রস্তুত করেন নাই, তাহা হইলে তিনি তখন ঐ ভূম্যধিকারীর নামে (অর্থাৎ তাঁহার স্বত্বের জন্য) খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন ও তাহাতে তরতিব নম্বর দিবেন। তাহার উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর নাম ও স্বত্ব তখন তাহার নিকট হইতে

* কিন্তু যদি দেখা যায় যে জমিদার জমাবন্দীতে নাম না লিখিলেও দখলকারের নিকট হইতে বরাবর খাজনা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, অথবা তাহার নামে বাকী খাজনার নালিস করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাকে "প্রজা" বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে (11 C. W. N. p. 812)। কোন কোন জেলায় দখলকার প্রজার নাম "সরবরাহকার" বা "দখলি সরবরাহকার" বলিয়া

জানিয়া এই খতিয়ানে উপরিস্থ স্বত্বের বিবরণের ঘরে (১২) লিখিবেন। যদি এই উপরিস্থ স্বত্বের অধিকারীর নামে আমীন কাননগুর লিখিত খেওট বা খতিয়ান পান তাহা হইলে উহার নম্বর ১ ঘরে লিখিলেই মিল সম্পূর্ণ হইবে। নতুবা আমীন তাহার জন্যও নূতন খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন যে পর্য্যন্ত না এই ভাবে উপরিস্থ স্বত্বের নাম কাননগুর কোন খেওট বা খতিয়ানের সঙ্গে না মিলে। + আমীন এই সকল বিষয় তাহার নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবেন, এবং কাননগু মৌজায় আসিলে তাহার আদেশ ও সম্মতি জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইবেন।

জমি মধ্যস্বত্বের নিজদখলে থাকিলে কি করা হয়।

আমীন যদি দেখেন যে সর্ব্বনিম্নস্থ দখলকার ও কাননগুর লিখিত জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী একই ব্যক্তি (অর্থাৎ ভূম্যধিকারী প্রজা বিলি না করিয়া জমি নিজ দখলে রাখিয়াছেন), তাহা হইলে আর নূতন খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন না, কাননগুর লিখিত খতিয়ানেই আপন দখলিয় জমির বিবরণের স্থানে (২৯—৪০ ঘর ঐ ভূমি খণ্ডের দাগ নম্বর ইত্যাদি লিখিবেন।

জমিদারের কাগজে লেখা হয়। এরূপ স্থলে যদিও মহামান্য হাইকোর্ট এক মোকদ্দমায় (7 C. W. N. p. 132) সিদ্ধান্ত করেন যে "সরবরাহকার" প্রজা নহে অতএব সে উচ্ছেদ যোগ্য, কিন্তু যদি দেখা যায় যে জমিদার তাহার দখল সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, অর্থাৎ সে ব্যক্তি যে প্রজার গোমস্তা বা ম্যানেজার বা কর্ম্মচারী স্বরূপ খাজনা সরবরাহ করিতেছিল না ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা হইলে পরবর্ত্তী নজির অনুসারে তাহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

+ স্থূল কথা সর্ব্বনিম্নস্থ কৃষিকার হইতে সর্ব্বোচ্চ জমিদার ও তাঁহার উপর সরকার বাহাদুর পর্য্যন্ত পর পর সম্বন্ধ দেখাইয়া খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে।

২।৩ পৃথক্ খেওট বা খতিয়ান ভুক্ত ২।৩ স্বত্বের বা স্বত্বের অংশের অধীনে একই প্রজা থাকিলে দুই প্রকার প্রণালীতে খতিয়ান প্রস্তুত হইয়া থাকে,—(১) ঐ প্রজার খতিয়ানের উপরিস্থ স্বত্বের ঘরে (অর্থাৎ ১-২ ঘরে যে যে ব্যক্তি খাজনা পান্ তাঁহাদের নাম ও তাহাদের পৃথক খতিয়ান নম্বর লিখিয়া সম্বন্ধ দেখাইয়া দেওয়া ; (২) ভূম্যধিকারীর যে ২।৩ পৃথক্ স্বত্ব আছে তাহার জন্য এক-খানি পৃথক এজমালি খতিয়ান বা খেওট প্রস্তুত করিয়া তদধীন প্রজার খতিয়ান দেওয়া। একটী উদাহরণ হইলে সহজে বুঝা যাইবে,—মনে কর এক মৌজায় রাম ও শ্যামের একটী পত্তনি তালুক আছে, তদ্ভিন্ন রামের একটী মোকররী মহলও আছে। পত্তনি ও মোকররীর জমি সাধারণতঃ সবই পৃথক অতএব উহার জন্য পৃথক খতিয়ান, (৮নং পত্তনির জন্য ও ১২নং মোকররীর জন্য)—হইয়াছে। কিন্তু শিবচরণ একজন প্রজা পত্তনি ও মোকররীর জন্য উভয় স্বত্ব ভুক্ত একখণ্ড জমি দখল করে এবং তজ্জন্য রামকে ৭৲ বার্ষিক খাজনা দেয়। ২য় প্রণালী অনুসারে রামের নামে পৃথক একখানি খেওট বা খতিয়ান—অর্থাৎ পত্তনি ও মোকররী স্বত্বের এজমাল—প্রস্তুত হইবে ও তদধীন প্রজার খতিয়ান হইবে। ১ম নিয়ম অনুসারে আর ঐরূপ পৃথক খতিয়ান হইবে না, প্রজার খতিয়ানের ১-২ ঘরে ৮ ও ১১ উভয় খতিয়ানের উল্লেখ করিয়া ও রামের নাম ও স্বত্ব লিখিয়া কি প্রকারে খাজনা আদায় হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। ২য় প্রণালী অনুসারে কোন কোন স্থানে খতিয়ান প্রস্তুত হইলেও ১ম প্রণালীই প্রশস্ত। জমিদারী মহাল সম্বন্ধেও এইরূপ (৩৯ পৃঃ দেখ)।

২।৩ স্বত্বের বা স্বত্বের অংশের অধীনে প্রজা হইলে কি করা হয়।

"স্থিত" অর্থাৎ অধীনস্থ স্বত্বের তালিকা (খতিয়ানের ১৮ হইতে

২৮ ঘর) আমীন খানাপূরীর সময় লেখেন না। উহা খানাপূরী হইয়া গেলে পর খতিয়ান মিল করিয়া বুঝারতের সময় লেখা হয় (৪র্থ অধ্যায় দেখ)।

স্থিত।

যদি কোন জমির দখল লইয়া বিবাদ থাকে তাহা হইলে আমীন কাহারও নামে খতিয়ান না করিয়া পৃথক এক "বিবাদী খতিয়ানে" উহার দাগ নং ইত্যাদি লিখিবেন। Dispute List আর্থাৎ বিবাদী ফর্দ্দ নামক বহিতে ঐ সকল দাগ, উভয় পক্ষের নাম ও তাহাদের দাবী লিখিয়া রাখিবেন। ইহার পর কাননগু অথবা খানাপূরী হাকিম আসিয়া উহার তদন্ত করিয়া যে প্রকার রায় দিবেন তদনুসারে ইহার খতিয়ান প্রস্তুত হইবে। দখল ভিন্ন অন্য বিষয় লইয়া বিবাদ এই সময় উত্থাপন করা বৃথা। কে খাজানা পায় ইহা লইয়া বিবাদ দখলের বিবাদ বলিয়া গণ্য হয়। খাজানা দেওয়া হয় কি না ইহাও দখলের বিবাদ; কিন্তু নিষ্কর প্রকৃত স্বত্ব বিশিষ্ট না খাজানা ধার্য্যের যোগ্য—ইহা স্বত্বের বিবাদ এবং তজদিকের সময় ইহার বিচার হয়। দখলের বিবাদ জমিদারে জমিদারে বা জমিদারে প্রজায় বা প্রজায় প্রজায় হইতে পারে। যেরূপই হউক আমীন বিবাদী ফর্দ্দে উহা লিখিবেন। জল সেচন লইয়া বিবাদ হইলেও ঐ নিয়ম।

খানাপূরীর সময় দখলের বিবাদ।

সাধারণতঃ কাননগু এই সময় বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, কিন্তু জটিল বিবাদগুলি খানাপূরী হাকিম নিজে তদন্ত করেন। কাননগুর বিচার ঠিক হইয়াছে কি না খানাপূরী হাকিম দেখেন। কাননগু অথবা খানাপূরী হাকিম এই সকল বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য্য করিয়া উভয় পক্ষকে নোটীস দ্বারা বা অন্য প্রকারে সংবাদ দেন। সাধারণতঃ

তিনি গ্রামে আসিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। কাজে কাজেই গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকে ও কাহাকেও কোন সাক্ষীর হাজির করাইবার জন্য সময় লইবার আবশ্যক হয় না।

খানাপূরীর সময় বিবাদের বিচার।

এই সময় উভয় পক্ষের কাগজ পত্র সমস্তই প্রস্তুত রাখিতে হইবে। বিচার সরাসরি মত হইয়া থাকে। হাকিম সংক্ষেপে উভয় পক্ষের প্রমাণ বিবাদী ফর্দ্দে লিখেন ও যে সকল দলিল দেখান হয় তাহা দেখিয়া দস্তখত করিয়া তখনই ফেরৎ দেন। জাল দলিল বা সন্দেহযুক্ত হইলে তাহা আটক করিবার নিয়ম আছে। উপস্থিত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা ভিন্ন অন্য প্রকার তদন্ত আবশ্যক হইলেও হাকিম সরেজমীনে তাহা করিয়া থাকেন। এই বিবাদ নিষ্পত্তির সময় কোন উকীল মোক্তার বা দরখাস্ত আবশ্যক হয় না। পক্ষগণ যাহার যে কথা নিজেই হাকিমকে বলিতে পারেন।

খানাপূরী হাকিমের উপরিস্থ কর্ম্মচারী এসিষ্টাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার ইন্‌-চার্জ্জ ও সেটলমেণ্ট অফিসার। উহাদের নিকট খানাপূরীর হাকিমের বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন করা যায়। ইহাতে বিশেষ কোন ফল নাই বরং তজদিকের হাকিমের নিকট ছানির জন্য রাখিয়া দেওয়া ভাল (৫ম অধ্যায় দেখ)। মাঠ-বুঝারতের সময় বুঝারত কাননগুর নিকট পূর্ব্ব বিবাদের ছানি হয় না, কিন্তু নূতন বিবাদ উত্থাপন করা যায়।

উহার আপীল বা ছানি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে খাজানার পরিমাণ, বা কি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা এই সকল সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলে তাহা তজদিকের সময় দেখা হয়। কিন্তু কোন কোন জেলায় মাল-লাখরাজসম্বন্ধে বিবাদের নিষ্পত্তিও প্রথম খানাপূরীর সময়

মাল লাখরাজ বিবাদ।

হইয়া থাকে। কোন কোন জেলায় উহা তজদিকের সময়েই প্রথম নিষ্পত্তি হয়। মাল-লাখরাজের বিবাদের বিচার তজদিকের সময় হওয়াই সুবিধা, কেন না উহার পূর্ব্বে জমির পরিমাণ জানা যায় না। যদি জমির পরিমাণ সম্বন্ধে কোন দলিলের সঙ্গে কিছু তুলনা করিয়া দেখিবার আবশ্যক হয় খানাপূরী হাকিম তাহা ঠিক মত করিতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লাখরাজ দুই প্রকার—(১) রাজস্ব হীন কলেক্টরী লাখরাজ, ও (২) নিষ্কর (অর্থাৎ জমিদারের অধীনস্থ লাখরাজ।

কলেক্টরী লাখরাজ সম্বন্ধে কি পরিমাণ আবশ্যক।

রাজস্বহীন লাখরাজ বলিয়া কেহ কোন জমি দাবী করিলে তাহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাহার দাবী প্রকৃত হইলে তাহার নাম বা পূর্ব্বাধিকারীর নাম কলেক্টরী "বি" রেজিষ্টার থাকিবে ও থাকবস্ত জরিপ হইয়া থাকিলে ঐ মৌজার "থাকবস্ত ম্যাপে ঐ জমির "চক্" অঙ্কিত থাকিবে। এইরূপ না হইলে তাহার দাবী প্রকত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। অতএব তাহাকে "বি" রেজিষ্টারের নকল ও অবস্থা বিশেষে থাকবস্ত ম্যাপেরও নকল পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক।

জমিদারের অধীনস্থ নিষ্কর লাখরাজ সম্বন্ধে ৩১ পৃষ্ঠায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে এই সকল লাখরাজ এখন দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—(১) যে সকল বে-বাদসাহী নিষ্কর লাখরাজ দশসালা বন্দোবস্তের সময় নিষ্কর ভাবে দখল করা হইত, কিন্তু ১০০/ বিঘার ন্যূন হওয়ায় সরকার বাহাদুর জমিদার দিগকে উহা ছাড়িয়া দেন এবং জমিদারগণও উহাতে তদবধি কর ধার্য্য করিয়া লইতে পারেন নাই ; —(২) দশসালা বন্দোবস্তের পর জমিদার সনন্দ, ছাড় বা দানপত্র দ্বারা যে সকল মালের জমি নিষ্কর করিয়াছেন। ১ম শ্রেণীর নিষ্কর সমস্তই

বাং ১২০৯ সালের তায়দাদভূক্ত করা হয়, অতএব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই তায়দাদের নকল। কিন্তু অনেক স্থানে দেখা যায় যে নানারূপ হস্তান্তর হওয়ায় ও কোবালা বা দানপত্রে কোন তায়দের উল্লেখ না থাকায় বর্ত্তমান দখলকারগণ তায়দাদের সন্ধান করিতে পারেন না, পারিলেও তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তায়দাদে জমির পরিমাণ মাত্র লেখা থাকে, স্থানে স্থানে বিবরণ (যথা ভদ্রাসন, তাল নামক পুষ্করিণী ইত্যাদি) দেওয়া আছে মাত্র কিন্তু চৌহদ্দি লেখা নাই। অতএব তায়দাদ পাওয়া গেল না এই জন্য জমি নিষ্কর হইলেও, উহা উপরোক্ত ১ম শ্রেণীর নিষ্কর নহে, ইহা সর্ব্বস্থানে অনুমিত হইতে পারে না। যদি প্রায় তায়দাদের সময় পর্য্যন্তের নিষ্কর স্বরূপ দখলের প্রমাণ, বা জমিদারের কোন "ছাড়" স্বীকারোক্তির প্রমাণ দাখিল হয় তাহা হইলে দশসালা বন্দোবস্তের সময় নিষ্কর লাখরাজ ছিল তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই ১ম শ্রেণীর নিষ্কর লাখরাজ সম্বন্ধে কোন জমিদার কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

২য় শ্রেণীর নিষ্কর লাখরাজের প্রকৃত প্রমাণ সনন্দ, দানপত্র বা ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল জমিদারের বিরুদ্ধ স্বত্বে নিষ্করস্বরূপ দখল। কিন্তু ঐরূপ সনন্দ বা দানপত্র দ্বারা বা বিরুদ্ধ ভাবে দখল দ্বারা কেবল সনন্দ দাতা জমিদার বা যে জমিদারের বিরুদ্ধভাবে দখল তিনি বা তাঁহার স্থলাভিসিক্ত জমিদারগণই বাধ্য; গবর্ণমেণ্ট বা রাজস্বের দায়ে ক্রেতা নূতন জমিদার তদ্দ্বারা বাধ্য নহেন, এবং তাঁহারা বাজেয়াপ্ত করিয়া উহাতে খাজনা ধার্য্য করিয়া লইতে পারেন।

সেটেলমেণ্টের প্রাথমিক অবস্থায় প্রমাণের ভার লাখরাজদারের উপর, অর্থাৎ "নিষ্কর" বলিলেই তাহা "নিষ্কর লাখরাজ" বলিয়া অনুমিত বা লিখিত হয় না, কিছু প্রমাণ আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই চূড়ান্ত

প্রমাণের দরকার হয় না। যে সকল কোবালা বা অন্য কোন দলিলে এই জমি ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল নিষ্কর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ঐ সকল দলিল বা অন্য প্রকার নিষ্কর-দখলের প্রমাণ দেখাইতে পারিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী জমিদারের উপর প্রমাণের ভার অপসারিত করিবেন। জমিদার যদি দেখাইতে পারেন যে ঐ ব্যক্তির আরও মালের জমি গ্রামে থাকায়, দাবীকৃত জমি যে নিষ্করভাবে দখল হইতেছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, অথবা এই জমির জন্য পূর্ব্বে খাজানা আদায় হইয়াছে, তাহা হইলে আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণের ভার নিষ্করদারের উপব পড়িবে। নিষ্কর দাবীকারিব যে সকল জমাই জমি আছে তাহার পরিমাণ পূর্ব্ব হইতে কমিয়া গিয়াছে, নিষ্কর দাবীকারী আপন দাখিলি রোডসেস রিটর্ণে এই জমি নিষ্কর বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, নিষ্কর দাবীকারী যাহার নিকট হইতে জমি খরিদ করিয়াছেন তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন নিষ্কর জমি ছিল না, অথবা তাহার জমাই জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, প্রজা কর্ত্তৃক স্বীকৃত জমিদারী চিঠায় এইসকল জমি মাল ভুক্ত বলিয়া লিখিত আছে ইত্যাদি। জমিদারের দাখিলি রোডসেস রিটর্ণে বিবাদী জমি নিষ্কর বলিয়া উল্লেখ থাকিলে উহা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে।

মোট কথা কোন প্রমাণ না পাইলে সেটেলমেণ্টে নিষ্কর লাখরাজ লেখা হয় না। যে প্রমাণের বলে নিষ্কর লাখরাজ লেখা হয় রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হয় (১০ ধারার ঞ প্রকরণ), যথা নিষ্কর লাখরাজ দং তায়দাদ নং ৫৩২৫, নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দং ছাড় তাং ১১৯৫, নিষ্কর লাখরাজ দং কোবালা তাং ১২৩৫, নিষ্কর লাখরাজ ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল বিনা খাজনায় দখল-স্বত্বে। জমিদার যদি আপত্তি না করেন তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী লিখিবেন :—নিষ্কর লাখরাজ

(অথবা মোকররী) জমিদার আপত্তি না করায়। নিষ্কর সাব্যস্ত না হইলে "খাজনা ধার্য্যের যোগ্য" বলিয়া লেখা হয়।

নিষ্কর লাখরাজ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী বিভাগ হইতে বুঝা যাইবে যে, সকল নিষ্করদারেরই উচিত যে প্রথম হইতেই এইরূপ প্রমাণ দেন যেন তাঁহাদের জমী ১ম শ্রেণীর নিষ্কর বলিয়া সাব্যস্ত হয়, কেননা অন্যথায় গভর্ণমেণ্ট বা বাকী রাজস্বের দায়ে ক্রেতা জমিদারকর্ত্তৃক পুনরায় হয়রানী হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। অতএব তাঁহাকে "তায়দাদ" বা অন্য পুরাতন দলিল সংগ্রহ করিয়া উহার সঙ্গে বর্ত্তমান দাবীর সম্বন্ধ দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

জমিদার বা পত্তনিদার নিজে বা অন্যের নামে নিষ্কর দাবী করিলে তাহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। তামাদী মোটেই আসিবে না। তাহাকে চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে হইবে, নতুবা রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ জমি জমিদারের মালের জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। এই প্রকারের দাবী সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারী বিশেষ সাবধানতার সহিত তদন্ত করেন।

জমিদারের আত্মীয় স্বজনেরা অনেক স্থলে 'খোরপোস,' 'বাবুয়ানা' স্বরূপ অনেক জমি বিনা করে অথবা সামান্য করে দখল করেন। এই সকল 'নিষ্কর লাখরাজ' নহে, এবং খোরপোস, বাবুয়ানা প্রভৃতি শব্দ দ্বারাই উহা সেটলমেণ্টের কাগজে বর্ণিত হইবে। সাধারণতঃ এই সকল দান দানগৃহীতার জীবন কালের জন্যই করা হয়। কোন কোন স্থলে 'পুত্র পৌত্রাদি' ক্রমে এইরূপ দখল চলিয়া আসিতেছে। কখন, কি ভাবে, কাহার দ্বারা ইহার সৃজন হয় সেটলমেণ্টের হাকিম তাহা অনুসন্ধান করিয়া বিস্তারিত বিবরণ স্বত্বলিখনে লিখিবেন; অনেক স্থলে দেখা যায় যে, জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেলেও নূতন জমিদার সাবেক

খোরপোস, বাবুয়ানা প্রভৃতি।

জমিদারের কোন কোন জমি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন না। এই সকল জমি সাধারণতঃ সাবেক জমিদারের বসত বাটী ও তৎসংলগ্ন খাস জমি। এই সকল জমি নিষ্কর লাখরাজ নহে, ইহা খাজানা ধার্য্যের যোগ্য বলিয়া স্বত্বলিখনে লিখিত হইবে।

বারওয়ারী দেবোত্তর।

অনেক গ্রামে ৺শিবপূজা প্রভৃতি বারওয়ারী দেব সেবার জন্য অনেক জমি নিষ্কর লাখরাজ স্বরূপ দখল হইয়া আসিতেছে। বৎসরান্তে প্রজার খাজানা বারওয়ারীর চাঁদার ন্যায় মাতব্বর কয়েকজন লোক আদায় করেন ও তদ্দারা পূজা ও উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সকল দেবোত্তর জমির সেবায়েত সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান প্রজাগণ এবং সেই ভাবেই উহা লিখিতে হইবে। যে প্রণালীতে জমির উপস্বত্ব আদায় হইয়া দেবসেবায় ব্যয় হয় তাহাও লিখিতে হইবে।

নিষ্কর জমির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

উপরে যাহা লেখা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রকৃত নিষ্কর লাখরাজের মূলে কোন "সনন্দ" বা "ছাড়" আছে, এখন উহা পাওয়া যাউক বা না যাউক। "তায়দাদের" তালিকা ১০০ বৎসরের পূর্ব্বে (বাঙ্গালা ১২০৯ সালে) দাখিল হইয়াছিল, এইজন্য ঐ তায়দাদে লিখিত জমির মূলে কোন সনন্দ নিশ্চয়ই আছে অনুমান করিয়া, 'তায়দাদ' ভুক্ত জমিকে এখনও প্রকৃত নিষ্কর লাখরাজ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কেন না, অন্যথা হইলে নিশ্চয়ই কোন না কোন জমিদার এতদিনে উহাতে খাজানা ধার্য্য করিয়া লইতেন। "তায়দাদ" দ্বারা ইহাও প্রমাণ হয় যে ১২০৯ সালে এই জমি বিনা খাজানায় দখল করা হইত। ইহা হইতে অন্ততঃ অনুমান করা যায় যে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ও এই জমি বিনা খাজানায় দখল করা হইত। অতএব সনন্দ থাকুক বা না

থাকুক ইহাতে আর এখন হস্তক্ষেপ করা যায় না। কোবালা দ্বারা খরিদ বা বহুকালের ভোগ দখলি যে সকল জমি কোন তায়দাদ বা সনন্দ ভুক্ত উহাই প্রকৃত লাখরাজ। কিন্তু ঐ প্রকারের জমি ভিন্নও অনেক জমি, জমিদারের অসতর্কতার জন্য, ঘন ঘন জমিদারী বা পত্তনী হস্তান্তর হওয়ায় লোকে সুবিধা পাইয়া অন্যায় পূর্ব্বক মালের জমিকে লাখরাজ করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ ঘটনা এতদূর গড়াইতে দেখা গিয়াছে যে জমিদারীর বা পত্তনীর বার্ষিক রাজস্বের টাকাও মহাল হইতে আদায় হয় না। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর যে রোডসেস ধার্য্য করা হয় সেই সময় সকল নিষ্করদারগণই যে রিটার্ণ দাখিল করেন এমন নহে। যাঁহারা করেন তাঁহাদের দাখিলি জমির পরিমাণ মোট করিয়া তুলনা করিলে ও ১২০৯ সালের তায়দাদের মোট নিষ্কর জমি তুলনা করিলে বুঝা যাইতে পারে যে, ক্রমশঃ নিষ্কর লাখরাজ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও মুরশিদাবাদ, এই কয়েক জেলাতেই নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ও লাখরাজ জমি সব চেয়ে বেশী। ইহার কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ রাজা তিলকচাঁদ, কীর্ত্তিচাঁদ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দান। সরকার বাহাদুর যদি এই সকল জেলার প্রকৃত অবস্থা জানিতে চাহেন তাহা হইলে সেটেলমেণ্টের পূর্ব্বে "তায়দাদের" এক মৌজাওয়ারি তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক। খানাপূরী ও তজদিকের হাকিম যদি এই তালিকা লইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক মৌজার প্রকৃত অবস্থা জানা যাইতে পারে ও তায়দাদের অতিরিক্ত নিষ্কর জমির পরিমাণও বুঝা যাইতে পারে। তাহত মিলানী কাগজ হইতেও ইহা কতক পরিমাণ বুঝা যাইতে পারে।

খানাপূরীর সময় দেশের প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে অনেক বিষয় অনুসন্ধান করা হয়, যথাঃ—(১) কাঠার বা নলের পরিমাণ। (২) বৃক্ষাদি সম্বন্ধে

প্রচলিত রীতি। (৩) জমাই জমি, জমিদারের বিনা অনুমতিতে, প্রজা দান বিক্রী করিতে পারেন কি না তৎসম্বন্ধে প্রচলিত রীতি। (৪) জল সেচন প্রণালী। কাননগু এই সকল বিষয় তদন্ত করেন।

দেশাচার সম্বন্ধে তদন্ত।

কাঠার পরিমাণ—দেশ বিশেষে বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। কোথাও ৪ হাত, কোথায়ও ৪॥ হাত, কোথায়ও ৫ হাত, কোথায়ও ৫॥ হাত, দৃষ্ট হয়। কোথায়ও বা ১৮ ইঞ্চিতে হাত হয়, কোথায়ও ২০ ইঞ্চিতে, আবার কোথায়ও ২২ ইঞ্চিতে হাত ধরা হয়। কোন কোন স্থানে "কোমর বন্দ" "কোমর খেংল্" বলিয়া মাপিবার বিশেষ প্রণালী দেখা যায়। সরকারী জরিপে এই জন্য সমস্ত জমিই ইংরাজী হিসাবে "একর ডেসিমেলে" (বা একর রুড, পোল্এ) মাপা হয় (৪র্থ অধ্যায় দেখ)। পরে যে হিসাবের কাঠাই হউক উহাকে বিঘা, কাঠা, ধুলে বা পাখিতে পরিণত করা যাইতে পারে। প্রচলিত কাঠার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা হইতে জানা যাইবে যে জমিদারের কাগজে লিখিত বা প্রজার দাখিলায় লিখিত অঙ্ক দ্বারা প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণ জমি বুঝা যায়। জমিদারের কাগজে বা প্রজার দাখিলায় যে জমির পরিমাণ লেখা থাকে তাহা কোন না কোন সময় কোন জরিপ দ্বারা ঠিক করা হইয়াছিল। জমিদার যদি ঐ জরিপের কাগজ দাখিল করিতে পারেন, তাহা হইলে উহা হইতে কয়েক দাগ জমি বর্ত্তমান মাপের সহিত তুলনা করিলেই কাঠার পরিমাণ জানা যাইবে। আর যদি ঐরূপ জরিপের কাগজ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে গ্রামের কতকগুলি প্রজার দাখিলায় লিখিত জমির পরিমাণের সহিত বর্ত্তমান মাপের পরিমাণ তুলনা করিয়া কাঠার পরিমাণ ঠিক করা যাইতে পারে। (৪থ অধ্যায় দেখ)।

কাঠার পরিমাণ।

বৃক্ষাদি সম্বন্ধে—কোন কোন জমিদারীতে এইরূপ প্রথা যে জমিদারের বিনা অনুমতিতে প্রজা বৃক্ষাদি কাটিতে পারেন না। কোন কোন স্থানে প্রজা গাছ কাটিতে বা বিক্রয় করিতে পারেন বটে কিন্তু উহার মূল্যের এক অংশ জমিদারকে দিতে হয়। কোন কোন স্থানে প্রজাকে ফলেরও অংশ জমিদারকে দিতে হয়। আবার কোন স্থানে এইরূপ রীতি যে প্রজা ইচ্ছামত বৃক্ষাদি কাটিয়া থাকেন। খানাপূরীর সময় কোন্ জমিদারীতে কি প্রথা তাহা তদন্ত করা হয় ও তদনুসারে দেশাচার লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে তজদিকের সময় পুনর্বিচার হইতে পারে ও ১০৩ ধারারও আপত্তি হইতে পারে।

বৃক্ষাদি সম্বন্ধে দেশাচার।

জমাই জমির দান বিক্রী সম্বন্ধে—রাইয়তের স্বত্ব দেশাচারের উপর নির্ভর করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, জমিদার "সেলামী" না পাইলে কোনও খরিদদারকে রাইয়ত বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাতে এই বুঝায় যে, জমিদারের বিনা অনুমতিতে দান বিক্রয় হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে জমিদারের কর্ত্তব্য যে, সময় মত খারিজ দাখিল না করিয়া লইলে দখলিকার প্রজার উচ্ছেদের জন্য নোটীস দিয়া মোকদ্দমা করেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, জমিদার ঐরূপ না করিয়া খোকার ও জমাবন্দীর বহিতেই হাল দখলিকারকে "সরবরাহকার" স্বরূপ লিখিয়া তাহার নিকট হইতে বরাবর এমন কি ২০।৩০ বৎসর খাজানা লইয়া আসিতেছেন। এরূপ স্থলে জমিদার যদি এখন বলেন যে আমি "সরবরাহকার" প্রজাকে জানি না, উহাকে উচ্ছেদ করিব, তাহা কোন মতেই সঙ্গত মনে হয় না। ঐরূপ স্থলে খোকার সাবেক নামের উল্লেখ কেবল জমার

জমাই জমির দান বিক্রী।

সরবরাহকার ও মারফৎদার।

পরিচয়ের জন্য। সেটেলমেণ্টের কাগজে এই সব স্থানে সাবেক প্রজার নাম না লিখিয়া একেবারে হাল দখলকারকে প্রজা স্বরূপ লিখিতে হয়। কিন্তু যেখানে জমিদার হালদখলকারকে থোকায় কিংবা জমাবন্দীতে উল্লেখই করেন না, কেবল দাখিলার উপর "অমুকের মারফৎ" খাজানা পাওয়া গেল বলিয়া লিখেন, সেই সব স্থলে সেটেলমেণ্টের খতিয়ানে জমিদারের থোকায় লিখিত প্রজার নাম লিখিয়া পরে "হাল দখলিকার অমুক পিতা অমুক দং খরিদ কোবালা তাং"— এই প্রকার লিখিত হইবে। যদি দেশাচার এইরূপ হয় যে, জমিদারের বিনা অনুমতিতে দান বিক্রয় হইতে পারে, তাহা হইলে খতিয়ানে সাবেক প্রজার নাম মোটেই থাকিবে না। ছোটনাগপুর আইনের ৪৬ ধারানুসারে এখন আর কোন রাইয়তই বিশেষ কয়েকটি কারণ এবং ডেপুটী কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত আপন জমি দান বা বিক্রয় করিতে পারে না, কিন্তু ইং ১৯০৩ সালের পূর্ব্বে যে সকল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই নিয়ম খাটে না।

মধ্যস্বত্বাধিকারী ও মোকররী প্রজার দান বিক্রয়ের স্বত্ব :

কেবল স্থিতিবান্ ও দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তেরই দান বিক্রয়ের স্বত্ব দেশাচারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মধ্যস্বত্বাধিকারী (যদি মিয়াদী না হয়) বা মোকররী মৌরুষী প্রজা বা রাইয়তের খাজানা যদি অপরিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আইনতঃ জমিদারের বিনা অনুমতিতে দান বিক্রয় করিতে পারেন (৫ম অধ্যায় দেখ)। দান বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিলেও কিন্তু কোন প্রজাই জমিদারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনও জমাকে দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করিতে পারেন না। জমিদার ঐরূপ বিভাগ স্বীকার

করিতে বাধ্য নহেন ও কোন এক অংশীদার-প্রজার বাকীর জন্ত সমস্ত জমিই দায়িক হইবে (৮৮ ধারা)।

জল সেচন প্রণালী।

জল সেচন :— প্রত্যেক গ্রামের জলসেচন প্রণালী সম্বন্ধে পৃথক্ বিবরণ লিখিতে হয়। এই বিবরণ কি প্রকারে লিখিতে হইবে তাহা গ্রাম বিশেষের অবস্থার উপর নির্ভর করে। স্থূল কথা তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ থাকিবে :—

১। জলসেচন প্রণালী অর্থাৎ পুকুর কি খাল, কি বিল।

২। ঐ প্রণালীর মালিক ও দখলকারের নাম ও তাহাকে যে খেওট বা খতিয়ানে লেখা হইয়াছে তাহার নম্বর।

৩। ঐ জলসেচন প্রণালীর জল লইয়া কোন্ কোন্ জমিতে বা মাঠে জল সেচন হয় তাহার বিবরণ।

৪। ঐ জলসেচন সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম বা কড়ার বা বাঁধাবাঁধি থাকিলে অর্থাৎ কোন সময়ের পালা থাকিলে, ঝাইল বা অন্ত প্রকারে জল লইবার প্রথা থাকিলে, কোন নালা থাকিলে তাহা বন্ধ করিয়া জল লইবার প্রথা থাকিলে তাহার বিবরণ।

৫। ঐ জলসেচন প্রণালী কোন্ সময় কাহার দ্বারা কত ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, জানা থাকিলে তাহা।

৬। ঐ জলসেচন প্রণালীর জন্ত প্রজাদের কোন সময় কোন খাজানা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে তাহা।

সাধারণতঃ প্রত্যেক মৌজার জন্ত এক একখানি জলসেচনের মিছিল বা নথি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু যদি দুই, তিন বা ততোধিক মৌজার ভিতর দিয়া একই জলসেচন প্রণালী, যথা—খাল বা বাঁধ থাকে, তাহা

হইলে ঐ দুই, তিন বা ততোধিক মৌজা একত্র করিয়া ঐ খাল বা বাঁধের জন্য একটি পৃথক্ মিছিল করিলে অনেক সুবিধা হয়।

থানাপূরী পরিদর্শন।

যেমন কিস্তওয়ারের সময়, সেইরূপ খানাপূরীর সময়ও কাননগু ও খানাপূরী হাকিম প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া গ্রামে গিয়া আমীনের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। এই সকল কর্ম্মচারিগণ গ্রামে এজলাস করিতে যান্ না, আমীনের সঙ্গে মাঠে গিয়া প্রত্যেক প্রজাকে আপন আপন জমি দেখাইয়া দিতে বলিবেন ও আমীনের লিখিত কাগজাদির সহিত মিল করিয়া দেখিবেন, সব ঠিক লেখা হইয়াছে কি না। এই সকল পরিদর্শনেব জন্য পূর্ব্বে কোন খবর দেওয়া হয় না। অফিসার একেবারে মাঠে গিয়া আমীনের কাজের সময় কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। কাহারও কোন বিষয় কিছু বলিবার বা জানিবার হইলে কাননগু বা খানাপূরী হাকিম যখন গ্রামে যান, তখন তাঁহাকে জানান উচিত। খানাপূরী হাকিমের ক্যাম্প কোন গ্রাম হইতে ৩।৪ ক্রোশের বেশী দূরে হইবে না এবং কাননগুর ক্যাম্প ২।৩ মাইলের বেশী দূরে হইবে না। অতএব কাহারও কোন বিষয় কোন নালিশ করিবার বা জানিবার হইলে সহজেই তাঁহার ক্যাম্পে গিয়াও তাঁহাকে বলিতে পারেন।

প্রবাসী লোকের কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশে অনেক স্থানে অনেক লোকই বিদেশে চাকরী করেন ও এই ভাবে সর্ব্বদা আমীন বা অন্য কর্ম্মচারীর নিকট হাজির হওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সেটেলমেণ্টের সময় হাজির না থাকিলেও জমি জমা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। এই জন্য তাঁহাদের উচিত যে, যে সকল লোক গ্রামে সচরাচর থাকেন, তাঁহাদের কাহারও উপর সাধারণ কার্য্যের ভার বুঝাইয়া দিয়া যান ও সময়ে সময়ে নিজে আসিয়া

দেখেন। সাধারণ আকারের একটি গ্রামের কিস্তওয়ার যদি ডিসেম্বর মাসে আরম্ভ হয় তবে জানুয়ারী মাসের শেষে শেষ হইতে পারে। ফেব্রুয়ারী মাসে খানাপূরী শেষ হইবে ও মার্চ্চ মাসে খানাপূরীর বিবাদ নিষ্পত্তি হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝারত আরম্ভ হইবে। বিবাদ নিষ্পত্তির সময় নিজে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই ইহার নোটীস ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হয়। তখন ঐ সকল ব্যক্তির নিজেদের কর্ম্মস্থান হইতে ২।৪ দিনের জন্য ছুটি লইয়া আসা অসম্ভব নহে। প্রত্যেকের বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, যাঁহার যত জমি আছে তাহা সমস্তই তাহার নামে লিখিত হইয়াছে কি না। খানাপূরীর সময় অন্ততঃ এইটুকু ঠিক হইয়া থাকিলে, স্বত্বাস্বত্ব সম্বন্ধে গোলমাল থাকিলেও তাহা তজদিকের বা ১০৩ ধারার সময় সহজে ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জমি সমস্ত নিজ নামে লেখা হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে খানাপূরীর সময়ই প্রথম নিশ্চিত হওয়া উচিত, কেননা এক বুঝারতের সময় ভিন্ন পরে সংশোধন করিতে হইলে খরচের আবশ্যক হইবে। খানাপূরী ও তজদিকের হাকিমেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, পাড়াগাঁ মতন স্থানে যে প্রণালীতে কার্য্য হইতে পারে, সহর মতন স্থানে বা যে স্থানের অধিকাংশ লোক বিদেশে থাকেন, সেইরূপ স্থানে ঠিক সেই ভাবে কার্য্য হইতে পারে না।

জমিদারের কর্ত্তব্য।

জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার বা যাহাদের অনেক জমি আছে, তাহাদের কিস্তওয়ার আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই সেটেলমেণ্টের কার্য্যাদির তদ্বিরের জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী ও আমীন নিযুক্ত করা আবশ্যক। সাধারণ অবস্থায় গ্রামে যে গোমস্তা বা তহশিলদার থাকে, তাহাদের দ্বারা এত

ব্যাপার দেখা শুনা হইতে পারে না। বড় বড় জমিদারীতে সাধারণতঃ এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে :—

১। ৪।৫টী মৌজা লইয়া একজন জমিদারের আমীন।

২। ৮।১০ জন আমীনের উপর একজন ইন্‌স্পেক্টর।

৩। সেটেলমেণ্টের কার্য্য দেখিবার জন্য একজন বিশেষ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী।

৪।৫টী মৌজা লইয়া যে একজন আমীন আবশ্যক হয় তাহা মাত্র কিস্তওয়ার ও খানাপুরীর ৩।৪ মাসের জন্য। ট্রাভার্সের সময় হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত ইন্‌স্পেক্টরকে রাখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন জমাবন্দী, থোকা ইত্যাদি নকল করিবার ও অন্যান্য কাগজাদি সময়মত সরবরাহ করিবার জন্য অতিরিক্ত আমলার দরকার হয়। অনেক জমিদার এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, প্রত্যেক সরকারী আমীনের সঙ্গে জমিদারের একজন মুহুরী থাকে। আমীনের নিকট যে যে কাগজ বা ফরম থাকে, তাহারও নিকট উহা থাকে। সরকারী আমীন যখন যাহা লিখেন, সেও তৎক্ষণাৎ তাহা নিজের কাগজে লিখিয়া লয়। কিন্তু খানাপুরী হইয়া গেলে সদর আফিস হইতে অল্প ব্যয়ে সকল কাগজের নকল লওয়া যাইতে পারে; এতদ্ভিন্ন জমিদার "পরচা" খতিয়ানের নকল এক খণ্ড বুঝারতের পূর্ব্বে পাইবেন। এইরূপ অবস্থায় এই প্রকারের মুহুরীর বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইবে :—

যেরূপ জমাবন্দী বা থোকার নকল (৩৩ পৃষ্ঠা দেখ) জমিদার আমীনের নিকট দাখিল করিয়াছেন, ঐরূপ আর একখানি নকল জমিদারের কর্ম্মচারীর সঙ্গে খানাপুরীর সময় থাকিবে। এই নকলখানি একটু বিভিন্ন প্রকারে রাখিতে হইবে, যথা :—

জমাবন্দী অনুসারে।						সার্ভে অনুসারে।				
জমাবন্দী নম্বর।	প্রজার নাম।	জমি।	জমা।	সেস্‌।	মোট।	খতিয়ানের নম্বর।	দাগ নম্বর।	জমির পরিমাণ।	দখলকারের নাম।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

১ হইতে ৬ ঘর পূর্ব্বেই গোকা হইতে লেখা হইয়াছে। আমীন যেমন খানাপুরী করিতে থাকিবেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের কর্ম্মচারী উপরের ৭, ৮ ও ১০ ঘর অর্থাৎ খতিয়ান নং, দাগ নং ও দখলকারের নাম লিখিয়া লইবেন। কোন বিষয় লইয়া বিবাদ বা অন্য কিছু নোট করা আবশ্যক হইলে মন্তব্য ঘরে লিখিবেন। পরে বুঝারতের সময় জমির পরিমাণ জানিয়া ৯ ঘরে লিখিলে দর্পণের ন্যায় মৌজার অবস্থা জমিদার বুঝিতে পারিবেন ও কোন জমা ছুট গেল কি না বা জমি

কমিয়া বা বাড়িয়া গেল কি না তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিবেন এবং তদনু-সারে বুঝারত ও তজদিকের সময় যাহা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন।

সেটেলমেণ্টের অনুজ্ঞা প্রচার হইবা মাত্র জমিদারের কর্ম্মচারী প্রত্যেক মৌজার বিশেষ অবস্থা জমিদারকে জানাইবেন ও কোন্ স্থানে কি করিতে হইবে জমিদার তাঁহাকে তাহার উপদেশ দিবেন ও আবশ্যকীয় নক্সার নকল, আদালতের, রেজেষ্টারী আফিসের দলিলাদির নকল ইত্যাদি প্রথম হইতেই সংগ্রহ করিতে থাকিবেন। "ডিমারকেসনের" সময় জমিদারের ইন্‌স্পেক্টর রেভিনু সার্ভে ম্যাপের সঙ্গে মিল করিয়া, ঠিক মত সীমানার উপর মাটির ঢিবি স্থাপন করিয়া গেলে, কোথায় সীমানার বিবাদ আছে ও ঐ বিবাদের জন্য কি কি প্রমাণ ঠিক রাখিতে হইবে তাহা জানিতে পারিবেন। কিস্তওয়ার ও খানাপুরীর সময় গ্রামের আভ্যন্তরিক বিবাদের বিষয় বিস্তারিত জানা যাইবে।

খানাপুরীর সময় প্রত্যেকেই দেখিবেন যে, তাঁহার যে যে জমি আছে, তাহা তাঁহারই নামে লিখিত হইয়াছে কিনা ; এবং লিখিত হইয়া থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব বিশিষ্ট জমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিত হইয়াছে কিনা। যদি দখল লইয়া কোন বিবাদ থাকে তবে আমীন সেই সকল জমি ঠিক মত "বিবাদী ফর্দ্দে" লিখিয়াছেন কিনা। এই কয়েকটি বিষয় ঠিক হইলে বাকী যে গোলমাল থাকে তাহা বুঝারত ও তজদিকের সময়ও সহজে ঠিক করা যাইতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।



চতুর্থ অধ্যায়

খানাপূরী রিসেস্ (Recess) ও বুঝারত

কোনও একটি মৌজার কিস্তওয়ার ও খানাপূরী শেষ হইতে প্রায় মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যায়। তখন আমীন সমস্ত কাগজপত্র হল্কার কাননগুর নিকট দাখিল করেন। কাননগু 'কালি' কষিয়া জমির পরিমাণ বাহির করিবার জন্য নক্সার কাগজ সদর আফিসে পাঠাইয়া দেন। কি করিয়া নক্সা হইতে জমির পরিমাণ বাহির করা হয়, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দুই জন লোক পৃথক্ ভাবে এই 'কালি' কষিয়া থাকে। যদি উভয়ের মিল হয় তবে ঐ 'কালি' ঠিক হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়, আর যদি মিল না হয় তাহা হইলে এক তৃতীয় ব্যক্তিকে বা পরে এক চতুর্থ ব্যক্তিকে পুনরায় 'কালি' কষিতে দেওয়া হয়। এইরূপে সমস্ত দাগের 'কালি' কষা হইয়া গেলে, একজন লোক দশ দশ দাগ লইয়া সমস্ত দাগের মোট পরিমাণ যোগ করিয়া বাহির করে ও আর একজন পনর পনর দাগ করিয়া ঐরূপ মৌজার মোট জমি বাহির করে। মৌজার মোট জমি আবার অন্য উপায়ে যন্ত্র দ্বারা বাহির করা হয় ও যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইয়াছে তাহার সঙ্গে মিল করিয়া 'কালি' পাস্ করা হয়।

কালি কষা।

প্রত্যেক দাগ জমি ইংরাজী হিসাবে নক্সা হইতে "একর ডেসিমেলে" অর্থাৎ একর ও শতকে (Acre and Decimals) প্রথম বাহির করা হয়। আমরা যেমন 'বিঘা কাঠা' বা 'পাখি গণ্ডা' বলিয়া জমির পরিমাণ প্রকাশ করি, বিলাতে সেইরূপ 'একরে' জমির পরিমাণ ঠিক হয়। যেমন ৮০ হাত

একর কাহাকে বলে ?

দীর্ঘ ও ৮০ হাত প্রস্থ এক খণ্ড জমিকে বিঘা বলি, বিলাতে সেইরূপ ৬৬০ ফুট দীর্ঘ ও ৬৬ ফুট প্রস্থ জমিকে এক একর বলে। কিস্তওয়ারের সময় আমীন যে শিকল দিয়া মাপ করেন, উহাকে গণ্টার্স চেইন্ (Gunter's Chain) বলে। উহা ৬৬ ফুট দীর্ঘ ও এক শত ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক কড়ি প্রায় ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ। অতএব এক গণ্টরের চেইন্ প্রস্থ ও দশ গণ্টরের চেইন্ দীর্ঘ জমিকে এক একর বলে। অর্থাৎ :—

এক একর = ৬৬০ × ৬৬ বর্গ ফুট।
= ৪৩৫৬০ বর্গ ফুট।

আমাদের দেশের ১৮ ইঞ্চির হাতের ৪ হাতের কাঠা হইলে এক বিঘায় ৮০ হাত × ৮০ হাত, অর্থাৎ ১২০ ফুট × ১২০ ফুট = ১৪ ৪০০ বর্গ ফুট হয়। তিন বিঘা জমিতে ৪৩,২০০ বর্গ ফুট হয়। অতএব এক একর জমিতে ৩ বিঘা হইয়া ৩৬০ বর্গ ফুট জমি বেশী থাকে। ৩৬০ বর্গ ফুটে ১৬০ বর্গ হাত হয়। ৪ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ ক্ষেত্রকে এক ধূল বলে (কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ) ; অতএব ১৬০ বর্গ হাতে ১০ ধূল জমি হয়। অতএব দেখা যায় যে, ১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতে কাঠা হইলে ৩ বিঘা ১০ ধূল জমিতে এক একর হয়।

যদি ২০ ইঞ্চির হাতের কাঠা প্রচলিত থাকে, তবে এক একর জমি বিঘা কাঠা হিসাবে আরও কম হইবে এই হিসাবে এক বিঘায় $১৭৭৭৭\frac{৭}{৯}$ বর্গফুট হয় ও ২ বিঘায় $৩৫৫৫৫\frac{৫}{৯}$ বর্গফুট হয়। অর্থাৎ এক একরে ২ বিঘা হইয়া $৮০০৪\frac{৪}{৯}$ বর্গফুট বেশী থাকে। ২০ ইঞ্চি হাতের হিসাবে ২০ × ৪ = ৮০ ইঞ্চিতে কাঠা হয়। অতএব ৮০ × ৮০ = ৬৪০০ বর্গ ইঞ্চিতে বা $৪৪\frac{৪}{৯}$ বর্গফুটে এক ধূল হয়। অতএব $৮০০৪\frac{৪}{৯}$ বর্গফুটে

১৮০ ধূল বা ।৪ কাঠা জমি হয়। অতএব এক একরে ২।৪ কাঠা জমি হয়।

এইরূপে এক একর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের কাঠার হিসাবে নিম্নলিখিত প্রকারে কম-বেশী বিঘা কাঠা ধূল জমি হয় :—

১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠায় ৩/৻১০ (২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, মানভূম এবং বৰ্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের অনেক স্থানে প্রচলিত)।

২০ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠায় ২।৪ (হুগলী ও বৰ্দ্ধমানের কোন কোন স্থানে প্রচলিত)।

২২ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠায় ২/৻১০।

১৮ ইঞ্চি হাতের ৪॥ হাতের কাঠায় ২।২৻১৬ (মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, শালবনি, গড়বেতা ও কেসপুর থানায় প্রচলিত)।

২২॥ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠায় ১৸৩৻১৮ (মেদিনীপুরের অন্তর্গত দেবরা, সাবাং, নারায়ণগড়, দাঁতন, গোপীবল্লভপুর, তমলুক, পাঁসকুড়া ও এগরা থানায় প্রচলিত)।

৭ ফুট ১০॥ ইঞ্চি কাঠায় ১৸৻২ (মেদিনীপুরের মসলন্দপুর, সূতাগাটা, কাঁথি, ভগবানপুর ও পটাসপুর থানায় প্রচলিত)।

ঢাকা বিভাগের প্রায় সকল জেলায়ই কালি (বা দ্রোণ), পাখি ও গণ্ডায় জমির পরিমাণ সূচিত হয়। স্থান ভেদে ৭ হাত, ৭॥০ হাত, ৮ হাতে এক নল হয়, এবং ১২ নল দীর্ঘ ও ১০ নল প্রস্থ ভূমি হইলে ১ পাখি হয়। সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চিতেই এক হাত হয়। অতএব দেখা যায় যে ১ পাখি প্রায় ১ বিঘার সমান। ১৬ পাখিতে ১ কাণি হয় ও ২০ গণ্ডায় ১ পাখি হয়। ৮ হাতে নল হইলে :—প্রতি নলের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, অতএব ১ পাখিতে ১২ × ১০ × ১২ × ১২ = ১৭২৮০ বর্গফুট হয় এবং ১ গণ্ডায় = ৮৬৪ বর্গফুট হয়। অতএব ১ কড়ায় — ২১৬

২১৬ বর্গফুট, ও ১ ক্রান্তিতে = ৭২ বর্গফুট হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এক একরে = ৪৩৫৬০ বর্গফুট, অতএব—১ একরে = ২ পাখি, ১০ গণ্ডা, ১ কড়া, ২ ক্রান্তি (৵১০।—) হয়। এইরূপে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ৭ হাতে নল হইলে ১ একরে ৩ পাখি ৫ গণ্ডা ৩ কড়া ১ ক্রান্তি হয় (৶৫৮—)। এবং ৭॥০ হাতে নল হইলে ১ একরে ২ পাখি ১৭ গণ্ডা ১ কড়া ১ ক্রান্তি হয় (৵১৭।—)।

৪ ফুট ৬ ইঞ্চি ২ যব পরিমিত কাঠায় ১৮২০৬ (মেদনীপুরের কাজরা, রামনগর, নন্দীগ্রাম থানায় প্রচলিত)।

অতএব দেখা যায় যে একর হিসাবে একবার জমির পরিমাণ ঠিক হইয়া গেলে ইচ্ছামত তাহাকে যে হিসাবেরই কাঠা বা হাত বা নল হউক, বিঘা কাঠায় বা কানিতে পাখি গণ্ডায় সহজে পরিণত করা যায়।

যেমন ১ বিঘার কম জমি হইলে তাহাকে কাঠায় বা ধূলে লেখা যায়, সেইরূপ এক একরের কম জমি হইলে তাহাকে দশমিকে ও শতকে লেখা যায়। ইহাকে "ডেসিমেল" বলে। এক ডেসিমেলের অর্থ ১ একরের ১০০ ভাগের ১ ভাগ। ১৫ ডেসিমেলের অর্থ এক একরের ১০০ ভাগের ১৫ ভাগ। অর্থাৎ যেমন ২০ কাঠায় (বা ৪০০ ধূলে) এক বিঘা হয় সেইরূপ ১০০ ডেসিমেলে এক একর হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এক একরে ৪৩৫৬০ বর্গফুট। অতএব এক ডেসিমেলে ৪৩৫$\frac{৩}{৫}$ বর্গফুট হয়। ১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠার হিসাবে ১ ডেসিমেলে প্রায় ১২ ধূল জমি হয় ও ২০ ইঞ্চি হাতের হিসাবে প্রায় ১০ ধূল জমি হয়। ও ৮ হাতের নলের পাখির হিসাবে ১ ডেসিমেলে বা দশকে ২ কড়া ১ ক্রান্তি হয়। সেটলমেণ্টের সকল কাগজেই যেমন একর ডেসিমেলে জমি লেখা হয় সেইরূপ বিঘা কাঠায় বা পাখি গণ্ডায়ও লেখা হয়। ইহাতে কি প্রকার

কাঠার বা নলের হিসাবে অঙ্কপাত করা হইয়াছে তাহা সহজেই ধরা যাইতে পারে।

বলা হইয়াছে যে ৪৩৫$\frac{৩}{৫}$ বর্গফুটে ১ ডেসিমেল জমি হয়। এখন ৪৩৫$\frac{৩}{৫}$ বর্গফুটের বর্গমূল ২০ ফুট ১০ ইঞ্চি, অতএব ২০ ফুট ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ২০ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থ এক খণ্ড জমিতে ১ ডেসিমেল বা শতক হয়।

এখন যদি ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটী বাঁশের নল (বা মাপিবার লগা) প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ ২ নল দীর্ঘ ও ২ নল প্রস্থ জমিতে ১ ডেসিমেল হইবে। অর্থাৎ ঐ নল দিয়া দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করিয়া গুণফলকে ৪ দিয়া ভাগ দিলেই কত ডেসিমেল হয় জানা যাইবে। উদাহরণ :—২০ নল লম্বা ও ১৬ নল চওড়া চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। $\frac{২০ \times ১৬}{৪}$ = ৮০ ডেসিমেল হইল। উদাহরণ :—৬০ নল দীর্ঘ ও ৩০ নল প্রস্থ চতুষ্কোণ ক্ষেত্র। $\frac{৬০ \times ৩০}{৪}$ = ৪৫০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৪ একর ৫০ ডেসিমেল।

একর ডেসিমেল মাপিবার নল।

যদি জমি চতুষ্কোণ না হইয়া অন্য আকৃতির হয়, তবে তাহাকে ত্রিকোণ করিয়া লইতে হইবে। ত্রিকোণের কোন এক বাহু যত নল হইবে ও ঐ বাহু হইতে ত্রিকোণের খাড়াই যত নল হয়, উভয় গুণ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ দিলেই যত ডেসিমেল হয় বাহির হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিকোণের দ্বিগুণ চতুষ্কোণের পরিমাণ। এইরূপে একর ডেসিমেলে মাপিবার সুবিধার জন্য তজদিকের সময় হাকিম প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডলকে ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটা বাঁশের নল সেটেলমেণ্ট অফিসারের শীল মোহরযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন ও কি প্রকারে উহা দিয়া মাপিতে হয় বুঝাইয়া দেন।

নল দিয়া ত্রিকোণ ক্ষেত্র মাপিবার নিয়ম।

ভিন্ন ভিন্ন হাতের কাঠা বা নলের হিসাবে ১, ২, ৩ প্রভৃতি ডেসিমেলে কত বিঘা, কাঠা, ধুল বা পাখি, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, তিল হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

একর ডেসিমেল।	১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতে ৩২ কাঠা হিসাবে বিঘা, কাঠা ও ধুল।	১৮ ইঞ্চি হাতের ৪॥ হাতে ৩২ কাঠা হিসাবে বিঘা, কাঠা ও ধুল।	২০ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতে ৩২ কাঠা হিসাবে বিঘা, কাঠা ও ধুল।	২২ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতে ৩২ কাঠা হিসাবে বিঘা, কাঠা ও ধুল।	১৮ ইঞ্চি হাতের ৮ হাতের নলের ৩২ হিসাবে পাখি, গণ্ডা ইত্যাদি।	১৮ ইঞ্চি হাতের ৯ হাতের নলের ৩২ হিসাবে পাখি, গণ্ডা ইত্যাদি।
·০১	৻১২	৻১০	৻১০	৻৮	৻॥১	৻॥=
·০২	/১৻৪	৻১৯	/১	৻১৬	৻১৻২	৻১।—
·০৩	/১৻১৬	/১৻৯	/১ ৻৯	/১৻৪	৻১॥৩	৻২
·০৪	/২৻৮	/১৻১৮	/১ ৻১৯	/১৻১২	৻২৻৪	৻২॥=
·০৫	/৩	/২৻৮	/২ ৻৯	/২	৻২॥৫	৻৩।—
·০৬	/৩৻১৩	/২৻১৭	/২ ৻১৯	/২৻৮	৻৩৻৬	৻৪
·০৭	/৪৻৫	/৩৻৭	/৩ ৻৯	/২৻১৬	৻৩॥৭	৻৪॥=
·০৮	/৪৻১৭	/৩৻১৬	/৩ ৻১৮	/৩৻৪	৻৪৻৮	৻৫।—
·০৯	।০৻৯	/৪৻৬	/৪ ৻৮	/৩৻১২	৻৪॥৻৯	৻৬
·১০	।১	/৪৻১৬	/৪ ৻১৮	/৪৻১	৻৫৻১০	৻৬॥—
·২০	॥১৻২	/৪৻১১	।৪৻১৬	।৩৻২	৻১০—	৻১৩=
·৩০	৸৩৻৩	॥৪ ৻৭	॥৪৻১৪	॥২৻৩	৻১৫৻১০	৻১৯৸
·৪০	১/৪৻৪	৸৪ ৻২	৸৪৻১২	৸১৻৪	/=	/৬।—
·৫০	১॥০৻৫	১/৩৻১৯	১/৪৻১০	১/৻৫	/৫=১০	/১২৸=
·৬০	১৸১৻৬	১।৩৻১৪	১।৪ ৻৮	১/৪৻১	/১০।	/১৯॥
·৭০	২/২৻৭	১॥৩ ৻৯	১॥৪ ৻৬	১।৩৻২	/১৫।১০	৵৬—
·৮০	২।৩৻৮	১৸৩ ৻৫	১৸৪ ৻৪	১॥২৻৩	৵।—	৵১২॥=
·৯০	২॥৪৻৯	২/৩ ৻১	২/৪ ৻২	১৸১৻৪	৵৫।—১০	৵১৯।
১·০০	৩/০৻১০	২।২৻১৬	২।৪	২/৻১০	৵১০।=	৶৫৸—

"কালি কষা" হইয়া গেলে পর মৌজার নক্সা ও প্রত্যেক দাগ জমির পরিমাণের তালিকা সদর আফিস হইতে কাননগুর ক্যাম্পে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, খানাপূরীর সময় খতিয়ান, খসড়া প্রভৃতিতে জমির পরিমাণের ঘর অপূরণ রাখা হইয়াছে। এখন কাননগুর তত্ত্বাবধানে তাঁহার ক্যাম্পে * একজন মুহুরী সদর আফিসের তালিকা হইতে ঐ সকল ঘর পূরণ করিবেন এবং প্রত্যেক খতিয়ানের মোট জমির সমষ্টি করিবেন। একর শতক অনুসারে জমির পরিমাণ ও বিঘা, কাঠা হিসাবে পরিমাণ উভয়ই খতিয়ানে লেখা হইবে। অধীনস্থ খতিয়ান হইতে এই সময় "স্থিতের" বিবরণ (অর্থাৎ ১৮ হইতে ২৮ ঘর) পূরণ করা হয়। কিন্তু বুঝারত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে এই সকল বিবরণ সম্পূর্ণরূপে লেখা যায় না। 'স্থিত'সম্বন্ধে বিস্তারিৎ পরে লেখা হইবে (৭৮ পৃঃ দেখ)। "খানাপূরী রিসেসের" সময় প্রত্যেক খতিয়ানের একখানি করিয়া নকল প্রস্তুত করা হয়। বুঝারত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যাহার নামে খতিয়ান তাহাকে এই নকল বিনা খরচে দেওয়া হয়।

খতিয়ান-খসড়ায় জমির পরিমাণ লিখন।

ইহার পর, অর্থাৎ প্রায় এপ্রিল কি মে মাস হইতে "বুঝারত" আরম্ভ হয়। "বুঝারত" শব্দের অর্থ "বুঝাইয়া দেওয়া" ও "বুঝিয়া লওয়া"। এই সময় স্বত্বলিপিতে যাহা লেখা হয় তাহা পক্ষদিগকে "বুঝাইয়া দেওয়া" হয়, এবং ঠিক্ হইল কি না তাহা "বুঝিয়া লওয়া" হয়। "বুঝারত" সেটলমেণ্টের বিশেষ আবশ্যকীয় অঙ্গ*। যদি নিয়ম মত বুঝারত হয় ও এই সময় সকল পক্ষগণ উপস্থিত থাকেন তাহা হইলেই স্বত্বলিখন নির্ভুল হইতে

বুঝারত কি?

* কোন কোন জেলার এই সকল কার্য্য খানাপূরী হাকিমের ক্যাম্পে করা হয়। পূর্ব্বে সদর সেটেলমেণ্ট অফিসেই এই সকল কার্য্য করা হইত।

পারে। এই জন্য ব্যয়াধিক্য স্বত্বেও পদস্থ "কাননগু" দ্বারা বুঝারত কার্য্য সম্পাদিত হয়। "কাননগু" সকলেই বিশেষরূপে শিক্ষিত লোক ও তাঁহারা প্রায় সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ন্যায় বেতন পাইয়া থাকেন। বুঝারতের সময় দখল সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলেও কাননগু তাহা নিষ্পত্তি করিয়া খতিয়ান ও খস্‌ড়া নিজ হাতে সংশোধন করেন। কোন ভুল পাওয়া গেলেও তাহা ঐরূপ সংশোধন করেন। সর্ব্বোপরি তিনি মাঠে যাইয়া প্রত্যেক দাগ জমি পক্ষদিগের সম্মুখে খতিয়ান ও নক্সার সঙ্গে মিলাইয়া দেখেন।

বুঝারতের নোটীস্।

বলা বাহুল্য যে বুঝারতের সময় জমি জমা সম্বন্ধে যাঁহাদের সংস্রব তাঁহাদিগের উপস্থিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সাধারণ আকৃতির একটী মৌজার বুঝারত শেষ করিতে প্রায় ৮।১০ দিন লাগে। কাননগু মাঠে যাইয়া ক্ষেত্রের সম্মুখে প্লেনটেবল রাখিয়া বুঝারত করেন। কোন্ দিন কোন্ মৌজায় বুঝারত করিবেন তাহা সাধারণ ভাবে গ্রামে গ্রামে নোটিস্ দিয়া বিজ্ঞাপিত করা হয়। এতদ্ভিন্ন কাননগুর ক্যাম্পেও এ সম্বন্ধে নোটীস ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহা দেখিয়া কাহার কোন্ দিন গ্রামে উপস্থিত থাকা আবশ্যক বুঝিয়া লইতে হইবে,—বিশেষ প্রবাসী হইলে বুঝারতের সময় কোন আবশ্যকীয় পক্ষ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে তখন বিশেষ নোটীস দেওয়া হয় বটে, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে কোনও একজন ব্যক্তির জন্য পুনরায় আর একদিন কাননগুকে মাঠে যাওয়া সব সময় সম্ভবপর হয় না।

* ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টে অনেক সময় বুঝারতের জন্য কাননগু নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে তজদিকের হাকিম বুঝারত ও তজদিক একই সঙ্গে করিয়া থাকেন।

কাননগু সাধারণতঃ গ্রামের উত্তর পশ্চিম সীমা হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। থানাপূরী আমীন (নতুবা একজন মুহুরী) তাঁহার সঙ্গে থাকেন। নক্সা, খতিয়ান, খস্‌ড়া, প্রভৃতি সমস্ত কাগজই কাননগুর সঙ্গে থাকে।

নক্সা ও জমির পরিমাণের পরতাল।

প্রথমতঃ প্রত্যেক দাগ জমির সরেজমিনের অবস্থা ও উহা কি প্রকারে নক্সায় অঙ্কিত হইয়াছে, এবং উহার পরিমাণ মিল করিয়া দেখেন। প্রায় সকল কাননগুই শুধু চোখে দেখিয়া কোনও ভূমি খণ্ডের পরিমাণ প্রায় সঠিক্ মত আন্দাজ করিতে পারেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। খতিয়ান বা খস্‌ড়ায় লিখিত পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ কালি কসিবার তালিকার সহিত মিল করিয়া দেখেন নকল করিতে ভুল হইয়াছে কি না। নকলে ভুল না হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐরূপ সন্দেহ জনক দাগের কালি নিজে কসিয়া লয়েন ও তদনুসারে কাগজ সংশোধন করেন। যদি কোনও পক্ষ আপত্তি করেন যে খতিয়ানের লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাহার জমির প্রকৃত পরিমাণ মিলিতেছে না, তখন কাননগু সেই দাগ জমি পৃথক্ রূপে মাপিয়া দেখিবেন যে নক্সা ঠিক্ প্রস্তত হইয়াছে কি না। সন্দেহ স্থলে তিনি মৌজার ঐ অংশের পুনরায় কিস্তওয়ার করাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোনও ভূমিখণ্ডের পরিমাণ সাধারণতঃ যাহা জানা থাকে, অথবা জমিদারের কাগজে লেখা থাকে তাহার সঙ্গে মিল না হইলেই যে নক্সা বা কালি কসা ভুল তাহা নহে। ক্রমশঃ কতকগুলি দাগ সম্বন্ধে এইরূপ বিভেদ পাওয়া গেলে প্রায়ই দেখা যাইবে যে, যে মাপ অনুসারে জমিদারের কাগজে পরিমাণ লেখা আছে সেটেলমেণ্টের খতিয়ানে অন্য মাপ অনুসারে বিঘা কাঠায় বা পাখি গণ্ডায় জমি লেখা হইয়াছে। ইহাতে নক্সা ভুল

বা কালি কসা ভুল বুঝায় না। স্থানীয় প্রচলিত মাপ অনুসারে বিঘা কাঠা বা পাখি গণ্ডা লেখা হয় নাই ইহাই বুঝা যায়।*

ইহার পর কাননগু উভয় পক্ষের মোকাবিলায় খতিয়ান ও খসড়ার অন্যান্য বিবরণ মিল করেন। ভুল পাইলে সংশোধন করেন, এবং দখল সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলে তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া তদনুসারে তৎক্ষণাৎ খতিয়ান ঠিক্ করেন। খানাপুরীর সময়ের ন্যায় বিবাদী বিষয় "বিবাদী ফর্দ্দ" বহিতে লিখেন ও সংক্ষেপে প্রমাণাদি লিখিয়া সিদ্ধান্তের কারণ দেখাইয়া দেন। বিচারের প্রণালী খানাপুরী বিবাদের বিচারের ন্যায় (৫০ পৃঃ দেখ)। কিন্তু খানাপুরীর সময় বিবাদের একবার বিচার হইয়া থাকিলে কাননগু তাহার পুনরুত্থাপন করিতে পারেন না; তবে আবশ্যক বুঝিলে তিনি তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী খানাপুরী হাকিমকে জানাইয়া থাকেন।

খতিয়ানের অন্যান্য বিবরণের পরতাল ও মোকাবিলা।

বুঝারতের সময় কাননগু প্রজা ও ভূম্যধিকারীর কহত মত খাজানার পরিমাণ পৃথকভাবে খতিয়ানের ৩ ও ৪ ঘরে লিখেন। ভূম্যধিকারীর

* স্থানীয় মাপ বা কাঠার বা নলের পরিমাণ সম্বন্ধে তদন্তের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৫৭ পৃঃ দেখ)। এখন বুঝা যাইবে যে বুঝারতের সময় এই মাপ নির্দ্ধারণ করাই সহজ। জমিদারের কোন জরিপি চিঠা থাকিলে কাননগু দাগের পর দাগ তাহার সঙ্গে মিল করিয়া অনেকটা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারেন কি মাপ অনুসারে ঐ চিঠা প্রস্তুত হইয়াছিল। আর জমিদারের কোন জরিপি চিঠা না থাকিলে সাধারণতঃ যে জমির ডাক সুরত যে পরিমাণ জানা থাকে তাহার সহিত মিল করিলে দেশাচার অনুসারে মাপের পরিমাণ অনেকটা বুঝা যাইবে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বেশী জমির জন্য বেশী খাজনা দাবী করিবার সময়ই (অর্থাৎ ১০৫ ধারার মোকদ্দমার সময়—৭ম অধ্যায়) এই প্রশ্নের প্রকৃত বিচারের আবশ্যক হয়।

কর্ম্মচারীর কহত খাজানা তাহার দাখিলি জমাবন্দীর সহিত মিল করিয়া দেখেন, এবং প্রজার কহত খাজানা তাহার দাখিলা দেখিয়া মিল করেন। প্রকৃত পক্ষে আইনতঃ দেয় খাজনার পরিমাণ (খতিয়ানের ৫ ঘর) কাননগু লিখেন না, ইহা তজদিকের হাকিম তদন্ত করিয়া তজদিকের সময় সিদ্ধান্ত করেন (৫ম অধ্যায় দেখ)। পক্ষদিগের কহত মত খাজনার পরিমাণ লিখিবার সময় কাননগু নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করেন :—

বুঝারতের সময় খাজানা লিখন।

(১) একই জমার জমি ২।৩ বা ততোধিক খতিয়ানে লেখা হইয়া থাকিলে, উহার খাজানা একই খতিয়ানে লেখা হইবে, অপর খতিয়ানে খাজনার ঘরে "সামিল খতিয়ান নম্বর অমুক" এইরূপ লিখিত হইবে, (৪৩।৪৪ পৃঃ দেখ) এবং যে খতিয়ানে খাজানা লেখা হয় তাহাতে "মায় খতিয়ান নং" লেখা হইবে।

(২) যখন ২।৩ জমার জন্য প্রজা মোট করিয়া এক খাজনা দেন, তখন কাননগু উভয় পক্ষকে জমা অনুসারে জমি বিভাগ করিয়া লইবার জন্য বলিবেন এবং জমি বিভক্ত হইলে তদনুসারে প্রত্যেক জমার জন্য পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন। আর যদি ঐরূপে জমি বিভাগ করা না যায়, তাহা হইলে খাজনার পরিমাণ কালী দিয়া না লিখিয়া পেন্‌সিল দিয়া লিখিবেন এবং তজদিকের সময় জমা অনুসারে জমি ভাগ করিয়া যাহাতে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় তজ্জন্য লিখিয়া রাখিবেন। *

* তজদিকের সময় তজদিকের হাকিম দলিল পত্র দেখিয়া কোন্ জমার কোন্ জমি তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন এবং পৃথক পৃথক জমার জন্য পৃথক পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন। কোনও প্রকারে জমি পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট করা বা নক্সায় দেখাইয়া দেওয়া সম্ভবপর না হইলে একই খতিয়ানে সকল জমি ও খাজনা লেখা হইবে (৫ম অধ্যায় দেখ)।

(৩) যখন পৃথক পৃথক ভূম্যধিকারী (অর্থাৎ ২ ঘরের অংশীদারগণ) পৃথকরূপে খাজনা আদায় করেন, তখন সেই সেই ভূম্যধিকারীর নামের বিরুদ্ধে ৩ ও ৪ ঘরে তাহার প্রাপ্য খাজানার পরিমাণ লিখিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(০) যখন প্রজাস্বত্বের অংশীদারগণ পৃথকভাবে আপন আপন অংশের খাজনা ভূম্যধিকারীকে আদায় দেন, তখন প্রথমে দেখিতে হইবে যে ভূম্যধিকারী এইরূপ পৃথক আদায় কি ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যদি দেখা যায় যে ভূম্যধিকারী ইহা স্বীকার করেন নাই, তাহা হইলে আর খাজনা পৃথক ভাবে লেখা হইবে না। আর যদি ভূম্যধিকারী পৃথক আদায় স্বীকার করিয়াছেন বুঝা যায়, তাহা হইলে প্রথম দেখিতে হইবে যে তজ্জন্য পৃথক খতিয়ান করা যায় কিনা ; যদি অংশীদার প্রজাগণ জমিও পৃথকরূপে দখল করেন, তাহা হইলে পৃথক খতিয়ান হইবে, নতুবা একই খতিয়ানে সমস্ত জমি দেখাইয়া "অত্রস্বত্বের" বিশেষ বিবরণের ঘরে (অর্থাৎ ১৭ ঘরে) কোন্ অংশীদার কত খাজনা দিবেন তাহা লেখা হইবে। কিন্তু এইরূপ হইলে কাননগু ইহা পেন্সীল দিয়া নোট করিবেন, তজ্জদিকের হাকিম যখন ৫ ঘরের বর্ত্তমান খাজানা নির্ণয় করিবেন, তখন ১৭ ঘরের বিবরণ সম্পূর্ণ করিয়া লিখিবেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন জেলায় এইরূপ নিয়ম যে, জমি বিভক্ত না থাকিলেও ঐরূপ স্থলে পৃথক খাজনা অনুসারে মধ্যস্বত্বের জন্য পৃথক খতিয়ান হয় (২৮ পৃষ্ঠায় (খ) প্রণালী)। এইরূপ স্থলে ঐরূপ অবিভক্ত জমিতে প্রজাবিলি থাকিলে, প্রজার জমির পরিমাণ অংশমত বিভক্ত করিয়া "স্থিতের" ২৫ হইতে ২৭ ঘরে লিখিতে হয়। *

---

* ইহা কতদূর আইনসঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এই জন্য এই প্রথা ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়া আসিতেছে।

প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে খাজানা লইয়া বিবাদ থাকিলে, কাননগু তৎসম্বন্ধে কোন বিচার করেন না, কেবল কোন্ পক্ষের কথামত দেয় খাজনা কত, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন।

খাজনার বিবাদ ও স্বত্ব।

খাজনা সম্বন্ধে বিবাদ ও আইনতঃ দেয় খাজনা কত, তাহা তজদিকের সময় তজদিকের হাকিম নির্ণয় করেন ও খতিয়ানের ৫ ঘরে ইহা লিখেন। কোন্ প্রজা ও ভূম্যধিকারীর কি স্বত্ব, ইহার বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও কাননগু কোন তদন্ত করেন না। উহাও তজদিকের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। এই দুই বিষয় ভিন্ন অন্যান্য সকল বিবরণ সম্বন্ধে বুঝারতের সময় খতিয়ানে সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয়।

বুঝারত সম্বন্ধীয় মাঠের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে পর অধীনস্থ প্রজার খতিয়ান হইতে "স্থিত" (অর্থাৎ ১৮ হইতে ২৮ ঘর) লেখা হইবে, কেবল খাজনার পরিমাণের ঘরগুলি (অর্থাৎ ২০ হইতে ২১ ঘর) অপূরণ থাকিবে।

"স্থিত" লিখন।

কাননগু গ্রামে বসিয়াই তাঁহার সঙ্গের মুহুরীর দ্বারা স্থিত লিখাইবেন এবং ভূম্যধিকারীকে পূর্ব্বে যে খতিয়ানের নকল দেওয়া হইয়াছে (৭২ পৃঃ দেখ) তাহা সংশোধন করিয়া তাহাতেও এই "স্থিত" লিখাইয়া দিবেন। কাননগু প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সঙ্গে "স্থিত" মোকাবিলা করিয়া লইবেন এবং ঠিক ও সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিলে উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। *

---

* একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে যে স্থিত আর কিছুই নহে, মাত্র অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ানের "তেরিজ" বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ানের নকল ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইত না, "স্থিত"ই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপ স্থলে বিস্তৃতরূপে স্থিত লেখার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি নিয়ম হইয়াছে যে অধীনস্থ প্রজার খতিয়ানের নকলও ভূম্যধিকারী পাইবেন

বুঝারতের সময়ই পক্ষদিগের মোকাবিলায় সরেজমিনের অবস্থার সহিত স্বত্বলিপির বিবরণ বিশেষরূপে মিল করিয়া দেখা হয়। ইহার পর কাহারও ঐরূপ সরেজমিনে মিল করিবার আবশ্যক হইলে, তজ্জন্য

(৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখ)। অতএব এখন আর এইরূপ বিস্তৃত "স্থিতের" কোনও আবশ্যকতা নাই। তবে কোন্ ভূম্যধিকারীর অধীনস্থ প্রজাদিগের জন্য কোন্ কোন্ খতিয়ান প্রস্তুত হইল, তাহা ঐ ভূম্যধিকারীর খতিযানেই দেখাইয়া দিলে অনেক বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হয়। এই জন্য অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ানের নম্বর মাত্র স্থিতের ঘরে দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, কেননা অন্যান্য বিবরণ ঐ প্রজার খতিয়ান হইতেই ভূম্যধিকারী জানিতে পাবিবেন। যদি ভূম্যধিকারীগণ অনেক অংশীদার হন, এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশী- ভিন্ন ভিন্ন প্রজার নিকট হইতে পৃথকরূপে খাজনা আদায় করেন, তাহা হইলে যদি প্রত্যেক অংশীদারেব জন্য পৃথক খতিয়ান হয় (৪৩।৪৪ পৃঃ দেখ) তাহা হইলে অধীনস্থ প্রজার খতিয়ান নম্বর লিখিতে কোন গোলযোগই হইবে না। আর যদি পৃথক অংশীদারগণের জন্য একই খতিয়ান হইয়া বাটা নম্বর দ্বারা পৃথক পৃথক তহশীল দেখাইয়া দেওয়া হয় (৪৪ পৃঃ) তাহা হইলে "স্থিতে"ও ঐ বাটা নম্বর উল্লেখ করিয়া যে অংশীদারের অধীনে যে যে প্রজা সেই অংশীদারের নম্বরের বিরুদ্ধে, সেই সকল প্রজার খতিয়ান নম্বর লিখিলেই পরিষ্কার ভাবে সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। ৪৪ পৃষ্ঠায় যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে রাম, শ্যাম, যদু ও হরি সকলের নামেই এক খতিয়ান লেখা হইয়াছে, তবে রাম ও শ্যামের নামের পার্শ্বে ১২ ঘরে লেখা হইয়াছে $\frac{৪৫}{ক}$ ও যদু ও হরির পার্শ্বে $\frac{৪৫}{খ}$। এখন "স্থিতে" মাত্র দুইটী কলম বা ঘর হইলেই চলিবে; প্রথম ঘরে $\frac{৪৫}{ক}$ লিখিয়া, তাহার পার্শ্বে দ্বিতীয় ঘরে রাম ও শ্যামের অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ানের নম্বর লিখিতে হইবে; এবং ঐরূপ প্রথম ঘরে $\frac{৪৫}{ক}$ লিখিয়া তাহার পার্শ্বে দ্বিতীয় ঘরে যদু ও হরির অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ানের নম্বর লিখিতে হইবে। যদি ৪ জনেরই অধীনে কোন প্রজা থাকে, তাহা হইলে প্রথম ঘরে $\frac{৪৫}{ক}$, $\frac{৪৫}{খ}$ লেখা হইবে ও দ্বিতীয় ঘরে ঐ প্রজার খতিয়ানের নম্বর লিখিলে সকল বিষয় বুঝা যাইবে।

খরচা জমা দিতে হইবে (৫ম অধ্যায় দেখ), অতএব জমিদার ও প্রজা উভয়েরই বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, যেন তাহাদের জমি সকল তাহাদেরই নামে সঠিক লেখা হইতেছে কি না। স্বত্ব ও খাজনার পরিমাণ লইয়া গোলযোগ থাকিলে তাহার জন্য এই সময় বিশেষ কিছু করিবার আবশ্যক নাই, কেবল খাজনা সম্বন্ধে যাহার যে কথা তাহা কাননগুদ্বারা লিখাইয়া লইতে হইবে। বুঝারত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সকলে আপন আপন খতিয়ানের নকল পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা হইতে মাত্র নিজ দখলিয় জমির বিবরণই জানা যায়, অধীনস্থ প্রজার বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক নিজ দখলিয় জমির বিবরণ সম্বন্ধে কি সংশোধন আবশ্যক, পরিমাণ সম্বন্ধে কি আপত্তির দরকার, তাহা বুঝারত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বেশ করিয়া বুঝিয়া রাখা উচিত। পূর্ব্বে ৬৪ পৃষ্ঠায় খানাপূরীর সময় জমিদারের কর্ম্মচারী দ্বারা যে কাগজ প্রস্তুতের কথা বর্ণিত হইয়াছে, জমিদারের কর্ম্মচারী বুঝারত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঐ কাগজ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন এবং কোন্ কোন্ বিষয় বুঝারতের সময় আপত্তি দাখিল হওয়া উচিত, তাহা ঠিক করিয়া রাখিবেন। বুঝারতের সময় কাননগুর সঙ্গে জমিদারের আমীন থাকিলে ভাল হয়, কেননা প্রায়ই জমির মাপ বা কালি কসা লইয়া আপত্তি উঠে এবং ঐ সম্বন্ধে যাহা হয়, তখন তখন বুঝিয়া লওয়া উচিত। পরে উহা জানিতে পারা প্রায় অসম্ভব। জমির পরিমাণ সম্বন্ধে ঠিক হইলেই উহা জমিদারের কর্ম্মচারী যে বহি প্রস্তুত করিয়াছেন (৬৪ পৃষ্ঠা) উহার ৯ ঘরে লিখিয়া যাইবেন। বুঝারতের সঙ্গে সঙ্গে উহা করা উচিত। কোন মৌজার বুঝারত শেষ হইয়া গেলে পরই জমিদারের কর্ম্মচারী এই বহি ও কাননগু যে সংশোধিত ও স্থিতযুক্ত খতিয়ানের নকল দিবেন

জমিদার ও প্রজার কর্ত্তব্য।

(৬৮ পৃষ্ঠা) বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন এবং জমাবন্দী, জমাওয়াশীল বাকী প্রভৃতি কাগজের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন যে, (১) কোন জমা ছুট গিয়াছে কিনা ; (২) কোন খাসের জমি প্রজার জমাভুক্ত হইয়া গিয়াছে কিনা ; (৩) কোনও খাসের জমি, যথা—রাস্তা, খাল ইত্যাদি সরকারী জমি বলিয়া লিখিত বা স্বত্বলিপির বহির্ভূত করা হইয়াছে কিনা। এই সকল গোলযোগ বুঝারতের সময় মিটিয়া গেলেই ভাল হয়, যদি না হয় তবে তজদিকের সময় উত্থাপন করিতে হইবে ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে এবং যে সকল প্রমাণাদির আবশ্যক তাহাও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।

বুঝারতের তত্ত্বাবধান।

খানাপূরীর সময়ের ন্যায় বুঝারতের কার্য্যও খানাপূরীর হাকিম তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া কাননগুদিগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। কাননগুর কার্য্যে কোন গোলযোগ হইলে বা আপত্তি থাকিলে খানাপূরী হাকিমের নিকট জানান উচিত। ইহার জন্য কোন কোর্ট ফি বা খরচ লাগে না।



পঞ্চম অধ্যায়

তজদিক (Attestation)

"তজদিক" শব্দের অর্থ—ঠিক হইয়াছে বলিয়া স্বাক্ষর করা। বুঝারতের পর প্রাথমিক স্বত্বলিপি পরীক্ষা করিয়া সেটেলমেণ্টের হাকিম (Assistant Settlement Officer) যে খতিয়ানে আপন নাম স্বাক্ষর করেন, উহাকেই "তজদিক" বলে। এই পরীক্ষা প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সঙ্গে মোকাবিলা মত করা হয় এবং এই সময় আইনতঃ দেয় খাজানা এবং কাহার কি স্বত্ব, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া খতিয়ানে লেখা হয়। বুঝারত শেষ হইতে প্রায় শ্রাবণ মাস অতিবাহিত হয়। তখন প্রজা ও ভূম্যধিকারী আপন আপন খতিয়ানের সংশোধিত নকল পান। কার্ত্তিক মাস হইতে 'তজদিক' আরম্ভ হয়। অতএব মধ্যবর্ত্তী দুই মাস কাল মধ্যে পক্ষগণ আপন আপন খতিয়ান পরীক্ষা করিয়া ও জমি-জমা সম্বন্ধে অন্যান্য তদন্ত করিয়া কোথায় কি ভুল আছে বা আপত্তির কারণ আছে, তাহা ঠিক করিয়া রাখিবেন।

তজদিক কি ?

তজদিকের জন্য ৫০।৬০টী মৌজা লইয়া এক একটি সার্কেল্ (Circle) বা কেন্দ্র করা হয় ও প্রত্যেক কেন্দ্র একজন তজদিকের হাকিমের (এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের) অধীনে দেওয়া হয়। তজদিকের হাকিম সন্নিকটবর্ত্তী ৫।৬টী মৌজা লইয়া এক একটি উপকেন্দ্র গঠন করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আপন তাঁবু ও আফিস স্থাপন করিবেন

তজদিকের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র।

ও তথা হইতে ঐ ৫।৬টী মৌজার তজদিক কার্য্য শেষ করিয়া অপর উপকেন্দ্রে যাইবেন ও এই প্রকারে সমস্ত ৫০।৬০টী মৌজার কার্য্য শেষ করিবেন।

সাধারণতঃ তজদিক আরম্ভ হইবার এক মাস পূর্ব্বে ঢোল সহরৎ দ্বারা কোন্ মৌজার কার্য্য কোন্ দিন কোন্ স্থানে বসিয়া হইবে তাহা বিজ্ঞাপিত হয়। এই এক মাসের মধ্যে সকলে আপন আপন কাগজপত্রাদি সম্বন্ধে প্রস্তুত হইবেন।

তজদিকের বিজ্ঞাপন।

খানাপূরীর সময়ই সকলে জানিতে পারিয়াছেন যে, কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া বিবাদ হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা; এখন তজদিকের সময় "আমি কিছু জানি না" বলিলে তাহা সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে না। ঠিক যে দিন তজদিক আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্বদিনও একজন পিওন গ্রামে গিয়া সাধারণ ভাবে লোকদিগকে খবর দিয়া আসিবে। যে কয় দিন কোন মৌজার তজদিক শেষ না হয়, সেই কয়েক দিন ঐ মৌজার সকল প্রজা ও জমিদারকেই তজদিকের ক্যাম্পে সর্ব্বদা হাজির থাকিতে হয়। ইহা কষ্টকর বটে, কিন্তু অন্য উপায় নাই। তজদিকের ক্যাম্পে প্রায়ই মুদির দোকান প্রভৃতি স্থাপিত হয় ও ইহাতে দূরের লোকের অনেক সুবিধা হয়। সময়মত কাহাকেও উপস্থিত না পাইলে প্রথম তলবানা (বা জরিমানাসহ) নোটীস হয়। তাহাতেও ফল না হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে জরিমানা বা গ্রেপ্তার হইতে পারে ও সমন অমান্যের জন্য ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইতে পারে। জমিদার বা অন্য কোনও ব্যক্তির নিকট পুরাতন বা নূতন যে সকল কাগজ আছে, তাহা আবশ্যকমত তলব করা হইয়া থাকে। উহা দাখিল না করিলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে জরিমানা করা যাইতে পারে, অথবা সার্ভে এক্টের ৭।৫১ ধারানুসারে দৈনিক জরিমানা হইতে পারে। অবশ্য যে কাগজের

অস্তিত্ব নাই তাহা সৃজন করিয়া দাখিল করিবার জন্য কোনরূপ আদেশ বা জরিমানা হইতে পারে না।

তজদিকের কার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

তজদিকের তিন ভাগ

১ম। পরীক্ষা বা মোকাবিলা. ২য়। প্রজা ও ভূম্যধিকারীর শ্রেণী ও স্বত্ব নির্দ্ধারণ, ৩য়। খাজানা নির্দ্ধারণ।

১ম—মোকাবিলা ঃ—"মোকাবিলা" অর্থ প্রজা ও জমিদারদিগের নিকট খেওট ও খতিয়ানে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা পড়িয়া বুঝাইয়া দেওয়া। এইজন্য প্রত্যেক তজদিকের হাকিমের ক্যাম্পে কয়েক জন আমলা থাকেন। তাহাদিগকে মুনসরিম বলে। তদ্ভিন্ন একজন "তদারক আমীন" ও পেস্কার থাকেন। জমিদারের কর্ম্মচারী আপনাদের আদায়ের কাগজাদি ও অন্যান্য দলিল এবং প্রজাগণ আপন আপন দাখিলা ও অন্যান্য দলিল লইয়া তজদিক ক্যাম্পে উপস্থিত হইবেন। হাকিমের (অর্থাৎ এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের) নিকটে বসিয়া একজন

মোকাবিলা।

মুনসরিম বা পেস্কার তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে পড়িয়া শুনাইবেন অর্থাৎ প্রজার ও ভূম্যধিকারীর নাম, ধাম, অংশ, জমির উত্তর সীমানা ও পরিমাণ। মোকাবিলার সময় কেহ কোন ভুল দেখাইয়া দিলে হাকিম তৎক্ষণাৎ

ভ্রমের তালিকা।

তাহা সংশোধন করিয়া দস্তখত করিবেন। যদি কাহারও কোন আপত্তি না থাকে তবেই এইরূপ করা হয়। আর যদি কাহারও কোন বিষয় আপত্তি হয় তাহা হইলে মুনসরিম বা পেস্কার আমীনের ন্যায় তাহা 'বিবাদী ফর্দ্দে' লিখিয়া লইবেন। তাহাতে যে যে দাগ জমি লইয়া বিবাদ তাহা লেখা হইবে ও উভয়

পক্ষের নাম ও তাহাদের দাবী লেখা হইবে। খানাপুরী হাকিমের বা কাননগুর রায়ের বিরুদ্ধে কাহারও আপত্তি থাকিলে তাহাও তজদিকের হাকিমের নিকট পেশ করিবার জন্য মুনসরিম বা পেস্কার নোট করিয়া যাইবেন। প্রজা ও ভূম্যধিকারী বুঝারতের পর যে পরচা পাইয়াছিলেন তাহাতে খাজানা, স্বত্বের বিবরণ ও পূর্ব্বের লিখিত কোন বিষয় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে তাহা লিখিয়া দিবার জন্য মুনসরিম তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ পরচা লইয়া খতিয়ানের ভাজে রাখিবেন। তজদিকের ক্যাম্পে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলে। একদিনে সাধারণতঃ ৬০।৭০ জন প্রজার মোকাবিলা করা হয়।

বিবাদ

মোকাবিলা হইয়া গেলে বা উহার সঙ্গে সঙ্গে তজদিকের হাকিম উপস্থিত প্রজা ও জমিদারের লোককে সম্মুখে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে যাহা লিখিত হইয়াছে সব ঠিক হইয়াছে কি না। হাকিম নিজে প্রত্যেক দাগের বিবরণ পড়িয়া শুনাইবেন না বটে, কিন্তু প্রত্যেক খতিয়ানের মোট জমি পড়িয়া শুনাইবেন ও জমিদারের থোকার লিখিত জমির পরিমাণ হইতে বেশী কম বা বেশী বেশী হইলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন ও যদি কিছু সন্দেহের বিষয় থাকে তাহা দূর করিয়া তবে খতিয়ানে দস্তখত করিবেন।

তজদিকের জমির পরিমাণ মিল।

তারপর খতিয়ানে যে যে ব্যক্তিকে প্রজা বা ভূম্যধিকারী বলিয়া লেখা হইয়াছে তাহাদের নাম শুনাইয়া দিবেন, ও কাহারও উহাতে আপত্তি আছে কি না বা কোন নাম ছুট গিয়াছে কি না, বা কোন মৃত ব্যক্তির নাম লেখা হইয়াছে কি না বা অংশ ঠিক্ লেখা হইয়াছে কি না অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন।

প্রজা ও ভূম্যধিকারীর নাম মিল করণ।

স্থূল কথা বুঝারত ঠিকরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল কি না এবং স্বত্বলিপি সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে কি না তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। কোন বিষয় অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিবেন।

বিবাদের বিচার।

এই পরীক্ষার সময় পক্ষগণ খানাপূরী বা বুঝারতের সময় যে বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার পুনরুত্থাপন করিতে পারেন (ইহাতে কোন দরখাস্ত বা খরচ আবশ্যক হয় না,) অথবা নূতন বিবাদ উপস্থিত করিতে পারেন। খানাপূরীর সময়ের ন্যায় তজদিক হাকিম উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া সরাসরি মত এই সকল বিবাদের বিচার করিবেন, এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে খতিয়ান ও খসড়া সংশোধন করিবেন। দখল ভিন্ন প্রজা বা ভূম্যধিকারীর শ্রেণী বা স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ এই সময় উপস্থিত করা যাইতে পারে কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে যে জমিতে দখল নাই সে জমি সম্বন্ধে স্বত্বের বিচার সেটেলমেণ্টের হাকিম কোন সময়ই করিতে পারেন না। (২১ ও ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ)। শ্রেণী ও স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদের বিচারও দখলের বিবাদের বিচারের ন্যায় করা হয়, অতএব পক্ষদিগের পূর্ব্বাহ্নেই আপন আপন দলিলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। নিষ্কর স্বত্ব সম্বন্ধে কি প্রমাণ আবশ্যক পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। প্রজা বা ভূম্যধিকারীর শ্রেণী ও স্বত্বসম্বন্ধে কি প্রমাণ আবশ্যক তাহা পরে বলা যাইতেছে। তজদিকের হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে ১০৩ ক ধারা অনুসারে আপত্তি দাখিল করা যায় (৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখ), কিন্তু তাহাতে কোর্টফির খরচ লাগে। বিনা খরচে আপত্তি উত্থাপনের শেষ সময় "তজদিক"। তজদিকের সময় যদি কেহ সরেজমিনের সঙ্গে কোন বিষয় মিল করিবার প্রার্থনা করেন তবে তাহাকে তজ্জন্য তদারক আমীনের ফি বাবদ সাধারণতঃ প্রতি ভূমিখণ্ডের

জন্য ৷৹ বার আনা জমা দিতে হয়। কোন বিবাদ বিচারের জন্য যদি হাকিমকে সরেজমিন দেখিতে হয় তবে সে ভিন্ন কথা।

২য়। শ্রেণী ও স্বত্ব নির্দ্ধারণ ঃ—পূর্ব্বে ২৬।২৭ পৃষ্ঠায় বুঝান হইয়াছে যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে সকল প্রকার ভূম্যধিকারী ও প্রজাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ—

শ্রেণী ও স্বত্ব নির্দ্ধারণ।

(১) জমিদার (Proprietor)।

(২) মধ্যস্বত্বাধিকারী (Tenure Holder)।

(৩) রাইয়ত (Raiyat)।

(৪) কোর্ফা রাইয়ত (Under raiyat)।

তজদিকের হাকিমকে প্রথম ঠিক্ করিতে হইবে যে প্রত্যেক খতিয়ানে লিখিত ব্যক্তি উপরোক্ত কোন্ শ্রেণীভুক্ত। ঐ ব্যক্তি যদি আপনার দেয় খাজনা একেবারে সরকার বাহাদুরকে দেন তাহা হইলে তিনি জমিদার *।

জমিদার।

তাঁহার নাম, মহালের তৌজী নম্বর ও দেয় রাজস্ব কলেক্টরী মহাফেজ-খানার বহি হইতেই জানা গিয়াছে এবং তাঁহার খতিয়ানের শ্রেণীর ঘরে (১৪ ঘরে) তজদিক হাকিম "জমিদার" লিখিয়া আপন নাম স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু কে মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং কে রাইয়ত তাহা ঠিক করা একটু

* যে সকল সরকারী খাস মহালের জমিদার সরকার বাহাদুর, সে সকল স্থানে সরকার বাহাদুরকে খাজানা দেওয়া হইলেও, ভূম্যধিকারী জমিদার নহেন। তিনি সাধারণ নিয়ম অনুসারে মধ্যস্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোর্ফা রাইয়ত হইবেন।

কঠিন। অনেক স্থানে মধ্যস্বত্বাধিকারীদের বিশেষ বিশেষ নাম আছে, যথা পত্তনি, দর পত্তনি, সেপত্তনি, ইজারা, মোকররী, গাঁতি, হাওলা ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ প্রজার মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে আসল রাইয়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে মধ্যস্বত্বাধিকারী (Tenure Holder) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তাহা জানিতে হইলে রাইয়ত কাহাকে বলে ও মধ্যস্বত্বাধিকারী কাহাকে বলে তাহা অগ্রে বুঝা আবশ্যক। মোটামুটী বলিতে গেলে বড় বড় প্রজাদিগকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলে ও ছোট প্রজাদিগকে রাইয়ত বলে। যে প্রজা ১০০/০ বিঘার অধিক জমি দখল করে তাহাকে আইন অনুসারে প্রথম মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য করিয়া তদনুসারে ১৪ ঘরে লেখা যাইতে পারে। ১০০/০ বিঘার কম জমি হইলেও যদি সমস্ত বা প্রায় সমস্ত জমিই সে অন্য প্রজার নিকট বিলি করিয়া মাত্র খাজনা আদায় দ্বারা দখলিকার আছে এরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রায়ই যাঁহারা "ভদ্রলোক" প্রজা, অর্থাৎ যাঁহাদের চাষ আবাদ ব্যবসায় নহে সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এইরূপ পাওয়া যাইবে। তাঁহাদিগকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া প্রথম ধরা হইবে। তাঁহাদের অধীনে যে সকল কোর্ফা থাকে, তাহারা আর কোর্ফা রাইয়ত হইবে না, তাহারা আসল রাইয়তের স্বত্ব পাইবে।

মধ্যস্বত্বাধিকারী কে?

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কে মধ্যস্বত্বাধিকারী বা কে রাইয়ত তাহার ঠিক বিচার করিতে হইলে কি উদ্দেশ্যে জমা প্রথম সৃজন হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক। অর্থাৎ যদি প্রজা নিজ হস্তে চাষ আবাদ করিবে, বা কৃষাণ রাখিয়া চাষ আবাদ করিবে এই সর্ত্তে প্রথম জমা বন্দোবস্ত

লইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ প্রজাকে "রাইয়ত" * বলিতে হইবে। আর যদি এমন হয় যে জমা বন্দোবস্তের সময় জমিতে অপর কৃষিকার প্রজা ছিল, জমিদার ঐ প্রজা ও নিজের মধ্যে একজন মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী সৃজন করিয়া এক জমা পত্তন করিলেন, তাহা হইলে এই নূতন প্রজা মধ্যস্বত্বাধিকারী হইবেন, ও তাহার পূর্ব্বে জমিতে যে "রাইয়ত" ছিল তাহার "রাইয়তি" স্বত্বই বজায় থাকিবে। জমা পত্তনের † সময় হয়ত জমিতে কোন "রাইয়ত" ছিল না, কিন্তু যে শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যে ভাবে জমা পত্তন করা হইল তাহা হইতে যদি এমন বুঝা যায় যে উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে প্রজা চাষের জন্য বন্দোবস্ত লয়েন নাই, প্রজা বিলি করিয়া তাহার নিকট হইতে নগদে বা উৎপন্ন ফসলের ভাগে খাজনা আদায় করিয়া দখলিকার থাকিবেন, তাহা হইলে ঐ প্রজাকে "মধ্যস্বত্বাধিকারী" বলিতে হইবে।

যদি জমার মূল পাট্টা কবুলতি পাওয়া যায় তবেই উহার মর্ম্ম হইতে প্রজা "রাইয়ত" কি "মধ্যস্বত্বাধিকারী" তাহা ঠিক করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পাট্টা কবুলতি পাওয়া যায় না। এইরূপ স্থলে প্রজার বর্ত্তমান অবস্থা হইতেই সাবেক অবস্থা অনুমান করিয়া তাহার শ্রেণী নির্দ্ধারিত হয়।

---

* সকল "রাইয়তেরই" কোর্ফা বিলি করিবার অধিকার আছে।

† অনেকের মত যে যে স্থানে রাইয়তের দান বিক্রয়ের স্বত্ব নাই সেই স্থানে কোন "রাইয়তের" নিকট হইতে জমা খরিদ করিয়া তাহার স্থানাভিষিক্ত হওয়া যায় না। জমিদার যে দিন খরিদদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিবেন সেইদিন নূতন জমার পত্তন হইল ধরা হইবে, এবং খরিদদার যে ভাবে জমি দখল করিবেন তদনুসারে তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

উপরে যে সকল বিষয় বলা হইল ঐ সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তজদিকের হাকিম সিদ্ধান্ত করিবেন যে প্রজা "মধ্যস্বত্বাধিকারী" না "রাইয়ত"। ইহা লইয়া বিবাদ হইলেও তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে খতিয়ানের ১৪ ঘর পূরণ করিবেন। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে যে শ্রেণী ভুক্ত প্রজা, সোলে নামা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ উপস্থিত পক্ষগণ যদি কোন প্রকৃত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে রাইয়ত বলিয়া গণ্য করিতে রাজী হন এবং তদনুসারে তজদিকের হাকিমের নিকট আবেদন করেন, তথাপি তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারীকে রাইয়ত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে যে কোনও ব্যক্তির নিজের শ্রেণীর উপর তাঁহার অধীনস্থ প্রজাগণের ও তাহাদের অধীনস্থ প্রজাগণের স্বত্বাস্বত্ব নির্ভর করে। কোনও ব্যক্তি "রাইয়ত" শ্রেণীভুক্ত হইলে তাহার অধীনস্থ প্রজাগণ "কোর্ফা রাইয়ত" মাত্র হইবেন এবং তাহাদের প্রকৃত পক্ষে জমিতে কোন প্রকার স্থায়ী স্বত্বই থাকিবে না।

শ্রেণী সম্বন্ধে বিবাদ।

মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং রাইয়ত উভয়ই আবার স্বত্ব ভেদে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।—

"মধ্যস্বত্বাধিকারীর" স্বত্ব তিনি যে সর্ত্তে জমিদারের নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইয়াছেন তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ তিনি যদি মাত্র ৫ বৎসরের মিয়াদে বন্দোবস্ত লইয়া থাকেন তাহা হইলে ৫ বৎসর পরে তাঁহাকে ঐ জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে। তিনি যদি ১৲ এক টাকা হইতে ১০৲ টাকা খাজানা বৃদ্ধি দিতে রাজী হইয়া

মধ্যস্বত্বাধিকারীর শ্রেণী বিভাগ।

থাকেন তিনি উাহাতেই বাধ্য হইবেন। তিনি যদি এরূপ সর্ত্ত করিয়া থাকেন যে ঐ জমি কাহাকেও বিক্রী করিতে পারিবেন না, উহাতে কোন প্রজা বসাইতে পারিবেন না, তাহা হইলে তিনি উহাতেই বাধ্য হইবেন। আর যদি এমন কোন লেখা পড়া দ্বারা জমা পত্তন না হইয়া থাকে, বা, ঐরূপ লেখা পড়ার কাগজ না পাওয়া যায় তাহা হইলে দেশাচার অনুসারে তাহার স্বত্বাস্বত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। অনেক স্থলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর শ্রেণী বিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম আছে যথাঃ—পত্তনি, দরপত্তনি, পাতি, হাওলা, নিম হাওলা, মোকররী মৌরুষী, ইজারা ইত্যাদি। এই সকল স্থানে ঐরূপ নামীয় জমা দেশাচার অনুসারে যে যে স্বত্ব বিশিষ্ট হয়, উহাকে সেই সেই স্বত্ব বিশিষ্ট বলিয়া লিখিতে হইবে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে মধ্যস্বত্বাধিকারীগণকে প্রথম দুই শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে। ১। Permanent tenure holder অর্থাৎ যাহারা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন, অর্থাৎ যে স্থলে জমার কোন "মিয়াদ" নাই। খাজনা পরিবর্ত্তন যোগ্যও হইতে পারে, অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে। ২। Non permanent tenure holder অর্থাৎ "মিয়াদী" বা মাত্র কোন ব্যক্তির জীবিত কালের জন্য যদি বন্দোবস্ত হয়।

১। মোকররী মৌরুষী।

২। মৌরুষী কিন্তু মোকররী নহে।

৩। মিয়াদি, মৌরুষী নহে।

এখন প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা যদি অপরিবর্ত্তনীয় হয় তাহা হইলে তাহাকে "মোকররী মৌরুষী" বলা যাইতে পারে। আর যদি তাহা না হয় তবে "মৌরুষী কিন্তু মোকররী নহে"। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারীকে "মৌরুষী নহে" লিখিতে হইবে। তাহার জমার

মিয়াদ "অমুক হইতে অমুক সাল পর্য্যন্ত" লিখিতে হইবে। কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারীরই এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের স্বত্বাস্বত্ব দেশাচার ও পাট্টা কবুলতি দ্বারা সৃজন হইয়া থাকিতে পারে। ঐ সকল বিশেষ স্বত্বের বিবরণ খতিয়ানের বিশেষ স্বত্বের ঘরে লিখিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী (Permanent tenure holder) আইন অনুসারে জমা দান বা বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু মধ্যস্বত্বাধিকারী যদি চুক্তি পত্রে এই স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি আর দান বিক্রয় করিতে পারেন না; এই শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী যদি এইরূপ কোন চুক্তির জন্য এই স্বত্ব হারাইয়া থাকেন তবেই উহা স্বত্বলিপিতে লিখিতে হয় নতুবা আর কিছু লিখিতে হয় না। পশ্চিম বঙ্গে খেওট কিম্বা খতিয়ানে এই সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয় না কিন্তু লেখা উচিত।

পূর্ব্ব বঙ্গে "মৌরুষী" শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া "চিরস্থায়ী" শব্দ প্রয়োগ করা হয়। মোকররী হইলে "খাজনা বৃদ্ধির অযোগ্য" বা "মোকররী" এই শব্দ কয়েকটা যোগ করিয়া দেওয়া হয়, নতুবা "খাজনা বৃদ্ধির যোগ্য" বা "গর মোকররী" লেখা হয়।

কিন্তু রাইয়তের বেলায় বিভিন্নতা আছে। জমিদার ইচ্ছামত তাহার নিকট হইতে কবুলতি লইয়া তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারেন না।

রাইয়তের শ্রেণী বিভাগ।

"রাইয়তের" কি কি স্বত্ব আছে তাহা লিপিবদ্ধ আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া আছে, আইন বিরুদ্ধ কোন পাট্টা কবুলতি দ্বারা তাহার ব্যত্যয় হইতে পারে না। "রাইয়ত" ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল কোন জমি দখল করিলে উহাতে তাহার 'দখলিস্বত্ব' জন্মে ও সে রাইয়ত গ্রামের একজন "স্থিতিবান্" খুদকস্ত (Settled) রাইয়ত বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপ কোন রাইয়ত

ঐ গ্রামের মধ্যে ১ দিনের জন্যও অপর একখণ্ড জমি রাইয়ত স্বরূপ বন্দোবস্ত লইলে উহাতে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মিবে। কবুলতিতে "মিয়াদ" লেখা থাকিলেও জমিদার ঐ মিয়াদ অন্তে তাহাকে তাড়াইতে পারিবেন না। এমন কি পরে কবুলতি দ্বারা ইচ্ছামত রাইয়তের খাজনাও বৃদ্ধি করিতে পারেন না।

"রাইয়ত" কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত আছে:—১। মোকররী অর্থাৎ যাহার খাজনা অপরিবর্ত্তনীয়। ২। স্থিতিবান বা খুদকস্ত অর্থাৎ যে রাইয়ত গ্রামের কোনও জমি ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল দখল করিয়াছে। ৩। দখলিস্বত্ব-বিশিষ্ট, অর্থাৎ যাহার দখল সম্বন্ধে কোন মিয়াদ নাই বা থাকিতে পারে না। এইরূপ প্রজাকে আদালতের সাহায্যে উচ্ছেদ করিতে হইলেও মাত্র দুই কারণে তাহা হইতে পারে, যথা প্রজা খাজনা দেয় নাই অথবা প্রজা জমিকে চিরকালের জন্য চাষ আবাদের অযোগ্য বা যে জন্য বন্দোবস্ত লইয়াছিল তাহার অযোগ্য করিয়াছে। ৪। দখলিস্বত্ব-শূন্য, অর্থাৎ যাহাকে "মিয়াদ" অন্তে নোটীস দ্বারা উচ্ছেদ করা যাইতে পারে।

তজদিকের সময় হাকিমকে কোন্ ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর প্রজা তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হয়। তিনি প্রথমতঃ প্রত্যেক রাইয়তকে "স্থিতিবান্" দখলিস্বত্ববিশিষ্ট (প্রত্যেক "স্থিতিবান্" রাইয়তেরই "দখলিস্বত্ব" আছে) বলিয়া ধরিয়া লইবেন। যদি জমিদার বলেন যে প্রজা "দখলিস্বত্ব শূন্য" তবে তাহা জমিদারকে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে। আর যদি প্রজা বলে যে সে 'মোকররী বা অপরিবর্ত্তনীয় খাজনা বিশিষ্ট রাইয়ত' তাহা হইলে প্রজাকে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। যদি প্রজা প্রকৃত দখলিস্বত্ব

স্থিতিবান রাইয়ত

শূন্য হয় তাহা হইলে জমিদার সহজেই মৌজার খতিয়ান হইতে দেখাইতে পারেন যে ঐ প্রজার ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধকালের দখলী বা "স্থিতিবান্" স্বত্ববিশিষ্ট অন্য কোন জমি মৌজায় নাই. ও যে জমা লইয়া বিবাদ তাহাও ১২ বৎসরের অনধিক কাল পর্য্যন্ত প্রজা দখল করিতেছেন। তাহা হইলে ঐ প্রজা 'দখলিস্বত্ব শূন্য' হইবে, অন্যথা নহে।

ছোটনাগপুরে এখন কোন রাইয়তেরই ডেপুটী কমিসনারের আদেশ ব্যতীত (এবং তাহাও কয়েকটী বিশেষ কারণ ভিন্ন নহে) জমি দান বা বিক্রয় করিতে পারে না। ১৯০৩ সালের পূর্ব্বে দান বিক্রয় সম্বন্ধে এই নিয়ম চলে না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে রাইয়তের দান বিক্রয়ের স্বত্ব দেশাচারের উপর নির্ভর করে। এই দেশাচার প্রমাণ করিবার ভার রাইয়তের উপর। রাইয়তকে দেখাইতে হইবে যে জমিদারের জ্ঞাতসারে দান বিক্রয় হইয়াছে, এবং কোন প্রকার সেলামী দেওয়া না হইলেও জমিদার ক্রেতাকে রাইয়ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও তাহার নিকট হইতে তদ্রূপে খাজনা লইয়াছেন। তজদিক হাকিম এ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গে তিনি ইহার জন্য পৃথক নথি প্রস্তুত করেন। যদি তিনি সাব্যস্ত করেন যে রাইয়তের দান বিক্রয়ের স্বত্ব আছে, তাহা হইলে তদ্বিষয় বিস্তারিত বিশেষ স্বত্বের ঘরে লিখিবেন। অন্যথায় ঐ ঘরে এ বিষয় কিছুই লিখিবেন না। দেশাচার অনুসারে রাইয়তের দান বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিলে তাহা চুক্তি দ্বারা লোপ করা যায় না (১৭৮ (৩) ডি ধারা)। (৪৫—৪৬ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ)।

রাইয়তের দান বিক্রী সম্বন্ধে স্বত্বলিপি।

প্রজা মোকররীস্বত্ব দাবী করিলে, তাহাকে মোকররী পাট্টা দেখাইতে হইবে অথবা দেখাইতে হইবে যে, দশসালা বন্দোবস্তের সময় (অর্থাৎ

ইং ১৭৯৩ বা বাঙ্গালা ১২০০ সাল) হইতে তাহার এই জমা চলিয়া আসিতেছে ও কোন দিন খাজানার কমী-বেশী হয় নাই। * যদি "মোকররী" পাট্টা থাকে,

মোকররী রাইয়ত।

তাহা হইলে তজ্জদিকের হাকিম তদনুসারে তাহাকে 'মোকররী দরুণ পাট্টা তাং অমুক' লিখিবেন। কিন্তু ১২০০ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২০ বৎসরের প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। এইজন্য ১৮৮৫।৮ আইনের ৫০ ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, যদি প্রজা দেখাইতে পারে যে তাহার বর্ত্তমান খাজানা গত ২০ বৎসর মধ্যে কমী-বেশী হয় নাই, তাহা হইলে "অনুমান" করা যাইতে পারে যে ঐ জমা ১২০ বৎসর চলিয়া আসিতেছে ও কোন দিন উহার খাজানার কমী বা বেশী করা হয় নাই। কিন্তু যদি জমিদার দেখাইতে পারেন যে, গত ১২০ বৎসরের মধ্যে কোন সময় ঐ জমার খাজানা বেশী বা কমী হইয়াছে অথবা ঐ জমা এতদিনের জমাই নহে, অর্থাৎ উহার সৃষ্টি ৪০, ৫০ বা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র হইয়াছিল, তাহা হইলে আর ঐ প্রজাকে 'মোকররী' বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা পুরাতন জমিদার, তাঁহারা অনেক সময় পুরাতন কাগজ দ্বারা এইরূপ

---

* ছোটনাগপুরে মাত্র মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযুজ্য (৯ ধারা)। ছোটনাগপুর মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধীয় ১৮৬৯ সালের ২ আইনানুসারে যে সমস্ত ভুঁইহার জমার স্বত্ব লিখন প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ সকল জমার খাজানা আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ২০ বৎসরের মধ্যে কোন "মুণ্ডারী খুঁটকাটি" জমার সৃষ্টি হইয়াছে দেখাইতে না পারিলে জমিদার উহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। অন্য প্রকারের "খুঁটকাটি" জমা যদি ১৯০৮ সালের আইন প্রণয়নের ২০ বৎসর পূর্ব্বে সৃজন হইয়া থাকে ও মূল পাট্টা কবুলতিতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন সর্ত্ত না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের খাজানা বৃদ্ধি করা যায় না। এই সকল নিয়মানুসারে প্রজার খাজানা বৃদ্ধির যোগ্য কি না, তাহা স্বত্ব-লিপিতে লিখিতে হইবে। একভাবে দেখিলে ইহাদের স্বত্ব বাঙ্গালার মোকররী প্রজার স্বত্ব হইতেও বেশী।

প্রমাণ দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা খরিদ-সূত্রে নূতন দখলকার তাঁহারা প্রায়ই ঐরূপ প্রমাণ দিতে পারেন না। জমিদারগণ মনে ভাবিতে পারেন যে, এই আইন তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর, কিন্তু তাঁহাদের যদি খাজানা বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব থাকে, তাহা হইলে ঐ স্বত্বানুসারে ১৫।২০ বৎসর অন্তর আদালতের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিয়া ঐ স্বত্বকে "সজীব" রাখা কর্ত্তব্য। সকল প্রকারের স্বত্বই যদি বহুকাল পরিচালনা না করা যায়, তাহা হইলে তাহার "সজীবতা" থাকে না। উহা তামাদি দোষেও ত নষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক প্রজার যে ২০ বৎসরের দাখিলা দেখাইতে হইবে, উহা বরাবর প্রত্যেক বৎসরের হওয়া আবশ্যক। মধ্যে ২।১ বৎসর বাদ যাইতে পারে, কিন্তু বেশী বাদ গেলে আদালত অনুমান করিবেন না যে, ঐ সময় তাহার জমা লোপ পায় নাই। যদি ২০ বৎসরের মধ্যে মূল জমা বিভক্ত হইয়া ২।৩ বা ততোধিক জমা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রজাকে দেখাইতে হইবে যে, ঐ সকল জমার সমষ্টি করিলে মূল জমার খাজানা বেশী হয় না। ২০ বৎসরের দাখিলার বলে মধ্যস্বত্বাধিকারীও 'মোকররী' প্রজা হইতে পারেন, কিন্তু যদি জমা বিভক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে "মধ্যস্বত্বাধিকারী"র বেলায় এই আইন খাটিবে না। পুরাতন থোকা, জমা ওয়াশীল বাকী * ও, চিঠা ভিন্ন, জমিদার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয় দেখাইতে পারেন :--

১। প্রজা যখন এই জমা খরিদ বা বিক্রয় করে, তখন কোন "ল্যাণ্ডলর্ডফি" দেয় নাই অথবা মোকররী বলিয়া লিখে নাই।

---

* Aktoli Vrs. Taraknath Ghosh (17 C. W. N. page 324).

২। দাখিল খারিজের সময় প্রজা "সেলামী" দিয়াছে। †

৩। প্রজা দশসালা বন্দোবস্তের পর, এই গ্রামে আসিয়া বাসস্থান করে ও নূতন জমা বন্দোবস্ত লয়।

২০ বৎসরের দাখিলার অনুমানে কোন প্রজা 'মোকররী' হইলে তজদিক হাকিম লিখিবেন :—"মোকররী ৫০ ধারার অনুমান অনুসারে"। পাট্টা কবুলতি দ্বারা "মোকররী মৌরুষী" প্রজার স্বত্বের সহিত এই প্রকারের 'মোকররী' প্রজার স্বত্বের কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা থাকিতে পারে, ‡ এইজন্য এই ভাবে পৃথক্‌রূপে লেখা আবশ্যক।

নানাশ্রেণীর প্রজার স্বত্ব। সাধারণের সহজ বোধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজার স্বত্ব এক জায়গায় করিয়া পর পৃষ্ঠায় দেখান গেল § :—

---

† যদি মোকররী স্বত্ব হইবে, তবে সেলামী দিবে কেন ? ল্যাণ্ডলর্ড ফি না দিবে কেন ? কোন কোন ব্যক্তির মত এই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রজাকে ঐ কোবালার তারিখের পূর্ব্বের ২০ বৎসরের খাজানার প্রমাণ দ্বারা দেখান আবশ্যক যে, যে সময় জমা খরিদ হয় ঐ সময় উহার স্বত্ব 'মোকররী' ছিল।

‡ পাট্টার বলে যে মোকররী" তাহা গবর্ণমেণ্ট বা বাকী রাজস্বে ক্রেতা জমিদার রদ করিতে পারেন, কিন্তু ৫০ ধারার 'মোকররী কিছুতেই রদ হয় না।

§ ছোটনাগপুরের "খুঁট কাটী" মুণ্ডারী "খুঁট কাটী" ও "কোড়কর" সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দেখ।

সাধারণ মধ্য স্বত্বাধিকারী।	পাট্টার বলে মোকররী মৌরুষী প্রজা।	৫০ মাত্রানুসারে মোকররী রাইয়ত	দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট বা স্থিতিবান্ রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব শূন্য রাইয়ত।
১। প্রজা ইচ্ছামত গোটা জমা দান বিক্রী করিতে পারে। (১১ ধারা)	১। মোকররী মৌরুষী পাট্টার সর্ত্ত অনুসারে। (১০ ধারা)	১। মধ্যস্বত্বাধিকারীর ন্যায়। (১৮ ধারা)	১। দেশাচার অনুসারে। (১৮৩ ধারা)	১। দেশাচার অনুসারে। (১৮৩ ধাঃ)
২। জমার অংশ দান বিক্রী করিতে হইলে জমিদারের লিখিত অনুমতি আবশ্যক। (৮৮ ধারা)	২। মধ্যস্বত্বাধিকারীর ন্যায়। (১০ ধারা)	২। ঐ (৮৮ ধারা)	২। মধ্যস্বত্বাধিকারীর ন্যায়। (৮৮ ধারা)	২। মধ্যস্বত্বাধিকারীর ন্যায়। (৮৮ ধাঃ)
৩। দানবিক্রীর জন্য কোন সেলামী দিতে হয় না কিন্তু কোবালা রেজিষ্টারী করিবার সময় Landlord's fee দিতে হয়। (১২ ধারা)	৩। পাট্টার সর্ত্ত অনুসারে। (১০ ধারা)	৩। ঐ (১৮ ধারা)	৩। দেশাচার অনুসারে। (১৮৩ ধারা)	৩। দেশাচার অনুসারে। (১৮৩ ধাঃ)

সাধারণ মধ্য স্বত্বাধিকারী।	পাট্টার বলে মোকররী মৌরুসী প্রজা।	৫০ হারানুসারে মোকররী রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট বা স্থিতিবান্ রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব শূন্য রাইয়ত।
৪। গোটা জমা বিক্রী হইয়া থাকিলে ও Landlord's fee দেওয়া হইয়া থাকিলে জমিদার খরিদ্দার প্রজাকে স্বীকার করিতে বাধ্য। (১১।১২ ধারা)	৪। মধ্য-স্বত্বাধিকারীর ন্যায়।	৪। মধ্য-স্বত্বাধিকারীর ন্যায়। (১৮ ধারা)	৪। Landlord's fee দিতে হয় না ও দাখিল খারিজ না করিলে জমিদার খরিদ্দারকে স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন দাখিল খারিজ দেশাচার অনুসারে জমিদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (১৮৩ ধারা)	৪। দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার ন্যায়
৫। প্রজা কি কি ভাবে জমি ব্যবহার করিতে পারে তাহা তাহার পাট্টা কবুলতির লিখিত সর্ত্তের উপর নির্ভর করে। ও পাট্টা কবুলতি না থাকিলে	৫। ঐ	৫। দেশাচার অনুসারে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার স্বত্বের ন্যায় (১৮৩ ধারা)	৫। চাষ আবাদের জন্য ও নিজ বাসস্থানাদি নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু অন্য ভাবে অর্থাৎ পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি দ্বারা জমি চাষ আবাদের অনুপযুক্ত করিতে পারেন। অথবা দেশাচারের	৫। দেশাচার অনুসারে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার ন্যায়

সাধারণ মধ্য স্বত্বাধিকারী।	পাট্টার বলে নোক-রাণী প্রজা।	৫০ ধারানুসারে নোকরাণী রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট বা স্থিতিবান্ রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব শূন্য রাইয়ত।
দেশাচারের উপর নির্ভর করে। (১০।১৮৩ ধারা)			বিরুদ্ধে কোন বৃক্ষ কাটিতে পারে না। (২৩ ধারা)	
৬। নিজ অধীনে প্রজা-বিলি করিতে পারে। (৫।১ ধারা)	৬। মধ্য-স্বত্বাধিকারীর ন্যায়।	৬। স্থিতি-বান্ প্রজার ন্যায়।	৬। নিজ অধীনে প্রজা বিলি করিতে পারেন। (৮৫।১৮৩ ধারা)	৬। দেশাচার অনুসারে প্রজা বিলি করিতে পারে।
৭। পাট্টা কবুলতির সর্ত্ত বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে উচ্ছেদ হইতে পারে, অথবা যদি পাট্টা কবুলতি না থাকে তাহা হইলে দেশাচার অনুসারে যে স্বত্ব আছে তাহার বিরুদ্ধ-ভাবে জমির ব্যবহার করিলে উচ্ছেদ	৭। মধ্য-স্বত্বাধিকারীর ন্যায়।	৭। দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার ন্যায়	৭। জমি চাষ আবাদের সম্পূর্ণ অযোগ্য করিলে অথবা যে উদ্দেশ্য বন্দোবস্ত লওয়া হয় তাহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী। দ্বারা (অন্যথা নহে) উচ্ছেদ হইতে পারে অথবা আইন সঙ্গত কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে উচ্ছেদ হইতে পারে,	৭। কবুলতির মিয়াদ অন্তে ৬ মাসের নোটীস দ্বারা উচ্ছেদ হয়। (৮৪ সি ধারা)

সাধারণ মধ্য স্বত্বাধিকারী।	পাট্টার বলে মোকররী মৌরুসী প্রজা।	৫০ ধারানুসারে মোকররী রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট বা স্থিতিবান্ রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব শূন্য রাইয়ত।
হইতে পারে। (১০ ধারা)			উহাও আদালতের ডিক্রী ভিন্ন নহে। কবুলতির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে বা খাজনা বৃদ্ধি দিতে রাজী হয় নাই বা কোর্ফা বিলি করিয়াছে এই সব কারণে উচ্ছেদ হইতে পারে না, কেননা ঐ সব সর্ত্ত আইন-বিরুদ্ধ। (২৩।২৫ ধারা)	
৮। চুক্তি অনুসারে খাজনা যতই বেশী হউক মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহ দিতে বাধ্য অথবা আদালত হইতে প্রজার মুনফা বাদ দিয়া ন্যায্য খাজনা ধার্য্য	৮। খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না। (৭ ধারা) কিন্তু বাকী রাজস্বের দায়ে ক্রেতা জমিদার বা গবর্ণমেণ্ট মোকররী	৮। জমি মাপে বেশী হইলে খাজানা বেশী ও কম হইলে খাজনা কম হয় কিন্তু অন্য কোন কারণে	৮। কবুলতি দ্বারা খাজন বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু উহা টাকায় ৵০র বেশী বা ১৫ বৎসরের মধ্যে একাধিকবার হইতে পারে না। (২৯ ধারা) অথবা আদালতের ডিক্রী	৮। মিয়াদ অন্তে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য হইয়া খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে। (৪৩।৪৬ ধারা)

সাধারণ মধ্য স্বত্বাধিকারী।	পাট্টার বলে মোকররী মৌরুসী প্রজা।	৫০ ধারানুসারে মোকররী রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট বা স্থিতিবান্ রাইয়ত।	দখলিস্বত্ব শূন্য রাইয়ত।
হইয়া খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে। (৭ ধারা)	পাট্টা মানিতে বাধ্য নহেন।	খাজনা বেশী হইতে পারে না। (৫০ ধারা)	দ্বারা, ধান্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য বা নিরিখ কম বলিয়া বা নদীর গতিতে উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়াছে এই সকল কারণে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে, অন্যথা নহে। (৩০ ধারা)	

৩য়। খাজানা নির্দ্ধারণ—খাজানা সম্বন্ধে বুঝারত কাননগু প্রজার কহত মত প্রজার ঘরে ও জমিদারের থোকানুসারে জমিদারের ঘরে লিখিয়াছেন। উভয়ের মিল হইলে হাকিম নিজ হস্তে বর্ত্তমান দেয় খাজানা (৫ ঘরে) লিখিবেন। যদি বিবাদ হয় তাহা হইলে হাকিম উহার বিচার করিয়া প্রকৃত বর্ত্তমান খাজানা তখনই সিদ্ধান্ত করিবেন। মধ্যস্বত্ব হইলে কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত হইলে, ১৮৮৫।৮ আইনের ২৯ ধারানুসারে আইনতঃ যে খাজানা দেওয়া হয় তাহাই হাকিম তজদিক করিবেন। এই ধারানুসারে জমিদারকে দেখাইতে হইবে যে বর্ত্তমান খাজানা কোন রেজেষ্ট্রী কবুলতি দ্বারা ধার্য্য হইয়াছে অথবা উহা অন্ততঃ গত ৩ বৎসর যাবৎ প্রজা আদায় দিতেছে। কিন্তু রাইয়ত যদি দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত হয়েন আর যদি ঐরূপ কবুলতিও থাকে অথবা প্রজা ৩ বৎসর কাল খাজানা ঐ হারে আদায় দিয়াও থাকেন —অথচ প্রকাশ পায় যে, গত ১৫ বৎসরের মধ্যে একাধিকবার খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছে অথবা টাকা প্রতি ৵০ দুই আনার বেশী খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছে—তাহা হইলে ঐ কবুলতি অনুসারে খাজানা লেখা হইবে না। ঐরূপ বৃদ্ধি আইন বিরুদ্ধ বলিয়া উহা জমিদার প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন না। হাকিম সাবেক খাজানাই তজদিক করিবেন। জমি বৃদ্ধির জন্য খাজানা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, তাহা ভিন্ন কথা অথবা যদি জমিদার নিজ ব্যয়ে জমির উন্নতির জন্য কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উপরোক্ত ৵০ দুই আনার আইন খাটে না।

খাজানা মিল ও আইনতঃ দেয় বর্ত্তমান খাজানা।

উদাহরণ—কোন দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত ১২৯৭ সাল হইতে ১৩১৫ সাল পর্য্যন্ত ৪৴০ বিঘা জমির জন্য বার্ষিক ১২৲ টাকা খাজানা

দিয়াছে। ১৩১৬ সালে ঐ জমির খাজানা ১৬৲ টাকাতে বর্দ্ধিত হয়। এই স্থানে ১২৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা, টাকায় ৵০ দুই আনার বেশী হইয়াছে বলিয়া হাকিম ১২৲ টাকাই আইনতঃ দেয় খাজানা বলিয়া তজদিক করিবেন।

উদাহরণ—১৩০৭ সালে কোন দখলি-স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত ১২৲ টাকা হইতে ১৩৷৹ টাকা খাজানা বৃদ্ধি দিয়াছে। পুনরায় ১৩১৭ সালে জমিদার ঐ জমির খাজানা কবুলতি দ্বারা ১৫৲ টাকা করিয়া তদবধি ১৫৲ টাকা হারে আদায় করিতেছেন। এই স্থানে ১৩১৭ সালের খাজানা-বৃদ্ধি পূর্ব্ব বৃদ্ধির তারিখ হইতে ১৫ বৎসর মধ্যে হওয়ায়, উহা বে-আইনি হইয়াছে, হাকিম ১৩৷৹ টাকা তজদিক করিবেন।

উদাহরণ—কিন্তু জমিদার যদি উপরোক্ত ১ম উদাহরণে দেখাইতে পারেন যে ১৩১৬ সালে তিনি নিজ ব্যয়ে কোন জল সেচন প্রণালী প্রস্তুত করিয়া দেওয়ায় উহা দ্বারা প্রজার জমির উন্নতি হইয়াছে ও তজ্জন্য প্রজা খাজানা বৃদ্ধি ৵০ আনার অধিক হারে দিয়াছে, তাহা হইলে ১৬৲ টাকাই আইন সঙ্গত বলিয়া তজদিক হইবে।

যদি ১৮৫৮।৮ আইনের ৩০ ধারানুসারে আদালত হইতে ঐরূপ খাজানা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদালতের ডিক্রী অনুসারে বর্ত্তমান দেয় খাজানা তজদিক হইবে।

ছোটনাগপুরে ডেপুটী কমিশনারের আদেশ ব্যতীত আপোসে চুক্তি ক্রমে জমিদার দখলি-স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু ১৯০৮ সালের পূর্ব্ব হইতে ৭ বৎসর যাবৎ যদি কোন বর্দ্ধিত খাজানা প্রজা বরাবর জমিদারকে দিয়া আসিয়া থাকে ও ঐ খাজানা যদি অন্যায্য না হয়, তজদিকের হাকিম উহাই বর্ত্তমান দেয় খাজানা বলিয়া লিখিবেন, নতুবা ঐ বৃদ্ধি সম্বন্ধে ডেপুটী কমিশনারের আদেশ বা

আদালতের ডিক্রী না থাকিলে উহা কাটিয়া দিয়া সাবেক খাজানা লিখিবেন।

যে সকল প্রজা খাজনা বাবদ ফসলের অংশ দেন, খানাপূরীর সময় তাহাদের জন্য পৃথক খতিয়ান হয় নাই (৪৩ পৃঃ দেখ)। ঐ সকল দাগের জমি তাহার উপরিস্থ প্রজা বা ভূম্যধিকারীর খতিয়ানে আপন দখলীয় জমির মধ্যে লিখিত হইয়াছে ও মন্তব্য ঘরে বর্গা প্রজার দখল দেখান হইয়াছে। তজদিকের হাকিম এই সকল প্রজা সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করিবেন, বিশেষ যখন তাহাদের উপরিস্থ প্রজা বা ভূম্যধিকারী তাহাদিগকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি করেন। এই তদন্তের সময় তজদিকের হাকিম দেখিবেন যে চাষের লাঙ্গল ও বলদ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রজা স্বাধীন না তাহার ভূম্যধিকারী তাহাকে ঐ সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন। যদি ভূম্যধিকারী ঐ সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন দেখা যায়, তাহা হইলে বর্গাদার প্রকৃতপক্ষে প্রজাই নহে, মজুরস্বরূপ জমি চাষ করিয়া উৎপন্ন ফসলের জন্য অংশ বা চুক্তিমত কোন নিৰ্দ্ধারিত পরিমাণ ভূম্যধিকারীকে দেয়। এইরূপ স্থলে তাহার জন্য আর পৃথক খতিয়ান হইবে না। কিন্তু ঐরূপ না হইলে, তজদিকের হাকিম বর্গাদারের জন্য পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার উপরিস্থ ভূম্যধিকারী মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, বর্গাদার আসল রাইয়তের ন্যায় স্থিতিবান দখলিস্বত্ববিশিষ্ট বা দখলিস্বত্বশূন্য প্রজা হইবে। * আর যদি ভূম্যধিকারী নিজেই আসল রাইয়ত হন, তাহা হইলে বর্গাদারকে "কোর্ফা রাইত" বলিয়া লেখা হইবে।

বর্গা প্রজা।

* আইনতঃ ফসল খাজনার রাইয়ত ও নগদ খাজনার রাইয়তের মধ্যে স্বত্ব সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই।

ফসল-খাজনার প্রজার জন্য পৃথক খতিয়ান হইলে, তাহার নামের সহিত সে কি বিবরণের প্রজা অর্থাৎ "ধান্যকরারী" "আধিয়ারী" "মনহুণ্ডা," "ভাগ" বা অন্য যে নামে দেশাচার অনুসারে কথিত, তাহা লেখা হইবে। খাজনার ঘরে (অর্থাৎ ৫ ঘরে) তজদিক হাকিম খাজনার বিবরণ পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন, যথা "উৎপন্ন ফসলের অৰ্দ্ধেক," "উৎপন্ন ফসলের ও খড়ের অৰ্দ্ধেক," "৮০ তোলার সেরের ওজনের ১০ মণ ধান্য," "যে পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপন্ন হইবে তাহাতে ১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠার হিসাবে (বা ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮ হাতের নল হিসাবে পাখি) প্রতি বিঘায় (বা পাখিতে) ৮০ তোলা সেরের হিসাবে ৬ মণ ধান্য।" কোন কোন স্থানে এমন দেখা যায় যে বর্গা প্রজা জমির জন্য ফসল-খাজনাও দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু নগদ খাজনাও দেয়। এইরূপ স্থলে ৫ ঘরে নগদ খাজনা লিখিতে হইবে ও স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গের ঘরে (১৭ ঘরে) অন্যান্য বিবরণ পরিষ্কার করিয়া লিখিত হইবে।

২.৩ জমার জমি একত্র থাকিলে খাজনা লিখন।

অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি ২।৩ বা ততোধিক জমার জমি দখল করেন, খাজনার পরিমাণও পৃথকরূপে জানেন, কিন্তু জমি পৃথক করিতে পারেন না। বুঝারত কাননগু এই সকল স্থলে খাজনার পরিমাণ পেনসীল দিয়া মাত্র লিখিয়া দেন (৭৬ পৃঃ দেখ)। এখন তজদিকের হাকিম প্রজা ও ভূম্যধিকারীকে জমা অনুসারে জমি ভাগ করিয়া লইতে বলিবেন এবং তদনুসারে পৃথক পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত করিয়া পৃথকরূপে খাজনা লিখিবেন। উভয় পক্ষ রাজী না হইলে তিনি প্রমাণাদি দেখিয়া ঐরূপ জমি বিভাগ করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহাতেও জমি বিভাগ করা না গেলে একই খতিয়ান

থাকিবে এবং ১৭ ঘরে এই বিষয় অর্থাৎ ২।৩ জমার জমি যে একত্র করা হইয়াছে তাহার বিষয়, পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। কেন না এমন হইতে পারে যে উহার কোনও একটি জমা সম্বন্ধে প্রজার এক স্বত্ব অপরটি সম্বন্ধে অপর স্বত্ব। খতিয়ানের ৫ ঘরে মাত্র মোট খাজনা লেখা হইবে।

বিহারের প্রথা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে এই নিয়ম যে কোর্ফা রাইয়তের জমির দাগ নম্বর আসল রাইয়তের খতিয়ানে লেখা হয়। কিন্তু এই সকল জমি আসল রাইয়তের আপন দখলিয় নহে, এই জন্য পূর্ব্ব বঙ্গে কোর্ফা রাইয়তের জমির দাগ নম্বর আর আসল রাইয়তের খতিয়ানে লেখা হয় না। কোর্ফা রাইয়তের বিবরণ আসল রাইয়তের "স্থিত" হইতে জানা যাইবে। এতদ্ভিন্ন কোর্ফা রাইয়তের পৃথক খতিয়ান ত থাকিবেই।

কোর্ফা রাইয়ত।
(Under-raiyat)

প্রত্যেক গ্রামে এমন অনেক জমি আছে যাহাতে কোন প্রজা বিলি নাই ও জমিদার ঐ সকল জমি নিজের দখলে রাখিয়াছেন; যথাঃ—১ রাস্তা, পথ ২। শ্মশান, কবরস্থান ইত্যাদি। ৩। পড়া, পতিত, ভাগাড়। ৪। আবাদী জমি। ইহার মধ্যে ১ ও ২ শ্রেণীর জমি সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া জমিদারের খতিয়ানের ৩১ ঘরে এই বিষয় পরিষ্কার করিয়া লেখা হইবে। ৩ ও ৪ শ্রেণীর জমি জমিদারের প্রকৃত "খাস"। এই জমিও দুই শ্রেণীর, (ক) খামার বা জিরাত ও (খ) সামান্য দখলি জমি।

জমিদারের নিজ দখলি জমি।

"খামার বা জিরাত" জমিতে কোন প্রজা "দখলিস্বত্ব" পাইতে পারেন না। জমিদারের খাস দখলে কোন জমি থাকিলেই যে উহা "খামার বা জিরাত" তাহা নহে। ইং ১৮৮৫ সালের ১২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল জমি "খামার

খামার বা জিরাত

বা জিরাত" ভাবে জমিদারের দখলে ছিল, ঐ সকল জমিকেই প্রকৃত "খামার বা জিরাত" বলা যায়। * সাধারণতঃ জমিদারের বাসস্থান যে গ্রামে সেই গ্রামেই যাহা কিছু 'খামার বা জিরাত' জমি দেখা যায়। তজদিকে সময় কোনও জমিদার "খামার বা জিরাত" দাবী করিলে পৃথক প্রসিডিং অর্থাৎ নথি করিয়া তজদিকের হাকিম বিচার করেন। এই সকল জমিতে রাইয়তের দখলিস্বত্ব জন্মিতে পারে না।

ঐ প্রকারের "খামার বা জিরাত" ভিন্ন অন্য যে প্রকারের জমি জমিদারের খাস দখলে থাকে তাহা জমিদারের খতিয়ান ভুক্ত করা হয়।

জমিদারের খাস জমি.
—আবাদি।

তবে আবাদী জমি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়। যদি জমিদারের নিজের হাল বলদ না থাকে তাহা হইলে কি করিয়া এই সকল জমির চাষ আবাদ হয়? স্মরণ রাখা উচিত যে "ভাগ যোত" রাইয়তের স্বত্ব ও "নগদ খাজনায় বিলি" রাইয়তের স্বত্বের সঙ্গে কোন পার্থক্য নাই। "ঠিকা রাইয়ত" বলিয়া কোন শ্রেণীর রাইয়ত আইনতঃ হয় না। হয় সে রাইয়ত "দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট," না হয় সে "দখলিস্বত্ব শূন্য"। উভয় ক্ষেত্রেই তাহার নামে খতিয়ান হইবে। অনেক স্থানে দেশাচার এই প্রকার যে যেখানে জমিদার "সেলামী" লইয়া বন্দোবস্ত করেন সেই স্থলেই প্রজাকে প্রকৃত রাইয়ত বলিয়া গণ্য করা হয় ও যেখানে "সেলামী" লওয়া হয় না ও বন্দোবস্ত ২।৩।৪।৫ বৎসর মিয়াদে করা হয় সেখানে প্রজাকে "ঠিকা রাইয়ত" বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এরূপ কোন পার্থক্য আইনে নাই। ঐ মর্ম্মে দেশাচার থাকিলেও ঐ দেশাচারের জন্য আইনতঃ যে দখলিস্বত্ব জন্মিবে তাহা বন্দ হইতে পারে না।

* ছোট নাগপুরের আইন ভিন্ন প্রকার (১১৮ ধারা ছোঃ নাঃ প্রজাস্বত্ব ১৯০৮।৬ আইন দেখ)।

জমিদারের নিজ দখলি অনাবাদী জমির মধ্যে যে প্রজার "বাস্তু" ভিন্ন আর কোন জমি নাই তাহার "বাস্তু" জমিও অনেক জেলায় (বিশেষ পশ্চিম বঙ্গে) জমিদারের খতিয়ানে লিখিত হয়। এই সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রজা-স্বত্ব বিষয়ক আইন খাটে না ও ঐ সকল জমির প্রজাকে "রাইয়ত" বলা যাইতে পারে না। এইজন্য ঐ সকল প্রজার জন্য কোন পৃথক খতিয়ান হইতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু যদি কোন প্রজার অন্য রাইয়তি জমি, আবাদী বা বাগান থাকে ও বাস্তুও থাকে, তাহা হইলে বাস্তু সম্বন্ধেও সে প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে বাধ্য ও তাহার নামে খতিয়ান হইবে। প্রজার বাস্তু জমি জমিদারের খতিয়ানে লিখিত হইলে প্রত্যেক দাগ জমির মন্তব্য ঘরে দখলকার প্রজার নাম, পিতার নাম, সাকিম ইত্যাদি লিখিতে হয়।

অনাবাদী।

"ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা রেল কোম্পানীর" জমি শ্রীশ্রীভারতেশ্বর লিখিয়া তাহার পর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা রেল কোম্পানীর নাম লিখিত হইবে। গভর্ণমেণ্টর "খাস মহল" থাকিলে শ্রীশ্রীভারতেশ্বরের নামে অন্য জমিদারীর ন্যায় জমিদার স্বরূপ খতিয়ান হইবে। "খাস মহলের" খাজনা ধার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে (৯ম অধ্যায় দেখ)।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও রেলওয়ে।

প্রায় প্রত্যেক মৌজায়ই কিছু না কিছু "বাজেয়াপ্তী চৌকীদারী চাকরাণ" জমা আছে। পূর্ব্বে চৌকীদারগণ বেতন স্বরূপ এই সকল জমি দখল করিত। পরে চৌকীদারী মাহিয়ানা ও চৌকিদারী টেক্স জারি হইলে ঐ সকল জমি বাজেয়াপ্ত হয় ও জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়। জমিদারকে রাজস্বের টাকা কলেক্টরীতে না দিয়া "চৌকীদারী পঞ্চায়েতকে" দিতে হয়। এই সকল জমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলেও উহাতে কোন

চৌকীদারী চাকরান।

তৌজী নম্বর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তৌজী মহলের ন্যায় বলিয়াই পৃথক খতিয়ানে "মহাল চৌকীদারী চাকরাণ" লিখিয়া যে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার বা তাহার স্থলাভিসিক্ত দখলকারের নাম লিখিতে হইবে। "রাজস্বের" ঘরে টাকার পরিমাণ লিখিত হইয়া আরও প্রকাশ থাকিবে যে এই টাকা "অমুক ইউনিয়নের আদায়কারী পঞ্চায়েত আদায় করিয়া থাকেন"। সমস্ত চৌকীদারী চাকরাণ জমির "চক্" থাকবস্ত ম্যাপে দেওয়া আছে।

ফাঁড়ীদারী চাকরাণ

চৌকীদারী চাকরাণের ন্যায় "ফাঁড়ীদারী" চাকরাণ জমিও বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে "সীমানাদারী" চাকরাণ ছিল, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এই সকল জমি "তৌজী" হইয়া সাধারণ জমিদারীর ন্যায় হইয়া গিয়াছে, অতএব ইহার বিশেষ কোন বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

ঘাটওয়ালী চাকরাণ।

ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খড়গপুর পরগণার ঘাটওয়ালী চাকরাণ জমি এখন জমিদারী ভুক্ত মোকররী জমার ন্যায় হইয়া আছে। ঘাটওয়ালদিগকে আর কোন পুলিসের কার্য্য করিতে হয় না। ইহাদিগকে ঘাটওয়ালী মোকররী বলিয়া স্বত্ব লিখনের খেওট ৩য় খণ্ডে লেখা হয়। বীরভূমের অনেক ঘাটওয়ালী চাকরাণ জমি গভর্ণমেণ্ট হইতে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলের ঘাটওয়ালাগণ যদিও জমিদারকে সামান্য খাজানা দিয়া থাকে কিন্তু তাহাদিগকে নানা প্রকারের পুলিসের কার্য্য করিতে হয় এবং তাহাদের নিয়োগ, বরখস্ত, জরিমানা প্রভৃতি ডেপুটী কমিশনরের হাতে। ঘাটওয়ালীর অন্তর্গত জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কাটিতে হইলেও ডেপুটী কমিশনরের অনুমতি আবশ্যক। এই সকল ঘাটওয়ালাগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা তরফদার, সর্দ্দার, তাহার

অধীন সন্দিওয়াল তারপর তাবেদার। তাবেদারগণই নিজেরা জমি চাষ আবাদ করে। তাহাদের নামে রাইয়তের ন্যায় খতিয়ান প্রস্তুত ও তাহাদের স্বত্বাস্বত্ব বিশেষ স্বত্বের ঘরে লিখিতে হইবে। ইহাদের "খুঁটকাটী" স্বত্ব জন্মিতে পারে এইরূপ অনেকের মত। অন্য শ্রেণীর ঘাটওয়ালদিগের জন্য মধ্যস্বত্বের খতিয়ান প্রস্তুত হইবে (কেন না তাঁহারা মধ্যস্বত্বাধিকারীর ন্যায় জমি দখল করেন) ও তাঁহাদের স্বত্বাস্বত্ব ও শ্রেণীর নাম স্বত্বের ঘরে লিখিতে হইবে।

সাধারণের কর্ত্তব্য।

উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যাইবে যে তজদিকের সময় হাকিম নিজ হস্তে সমস্ত কাগজ লইয়া কার্য্য করেন। কোন ভুল পাইলে তাহা সংশোধন করেন ও বিবাদ থাকিলে তাহা নিষ্পত্তি করেন। জমিদারদিগের লোকের অন্ততঃ ৩ বৎসরের আদায়ী কাগজ, চেক্ মুড়ী, কবুলতি ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত থাকা আবশ্যক। খাজানা লইয়া বিবাদ হইলে আরও পুরাতন কাগজ তলব করা হয়, ও "মোকররী" প্রমাণের বিপরীত প্রমাণ দিবার জন্যও জমিদারের পুরাতন কাগজ সংগ্রহ করা আবশ্যক। মাল লাখরাজ বিবাদে লাখরাজদারের যে কিছু দলিলাদি থাকে তাহা লইয়া উপস্থিত থাকা আবশ্যক। জমিদারদেরও "মাল" প্রমাণের জন্য পুরাতন "চিঠা" ইত্যাদি রাখা আবশ্যক। তজদিক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত কাগজ প্রস্তুত রাখা কর্ত্তব্য কেন না তজদিক আরম্ভ হইলে ৫।৬ দিনের মধ্যে এক একটি মৌজা শেষ হইয়া যায়। তজদিকের হাকিম সাধারণতঃ ৬০।৭০ জন প্রজার তজদিক ১ দিনে করিয়া থাকেন। এইরূপে একটি সাধারণ আকৃতির মৌজা শেষ করিতে এক সপ্তাহের বেশী লাগে না। এই এক সপ্তাহ কাল ঐ গ্রামের সমস্ত লোকেরই প্রায় তজদিক-ক্যাম্পে হাজির থাকিতে হয়। এক উপকেন্দ্রের কার্য্য শেষ করিতে

১২।১৩ দিন লাগে ও যদি ১০টী উপকেন্দ্র থাকে তাহা হইলে, প্রত্যেক তজদিকের হাকিম নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে সমস্ত তজদিকের কার্য্য শেষ করিতে পারেন।

তত্বাবধান।

খানাপূরীর সময়ের ন্যায় ৬।৭ জন তজদিকের হাকিমের উপর একজন সিভিলিয়ান্ সাহেব কর্ম্মচারী থাকেন (এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার ইন্‌চারজ) ও তাঁহাদের উপরে সেটেলমেণ্ট অফিসার থাকেন। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে ক্যাম্পে আসিয়া নীচস্থ হাকিমের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

ফসল খাজনাকে নগদ খাজানা করিবার দরখাস্ত (৪০ ধারা)

যে সকল "ভাগ জোত," "ধান করারী" বা "আধিয়ারী" বা "বরগা রাইয়ত" স্থিতিবান বলিয়া বা দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহারা তাহাদের খাজানা "নগদ" খাজনায় পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার জন্য তজদিকের হাকিমের নিকট ১৮৮৫।৮ আইনের ৪০ ধারা অনুসারে দরখস্ত করিতে পারে। ইহাতে ৷৷০ আট আনা কোর্ট-ফি লাগে ও ইহার তদন্ত ও বিচার চূড়ান্ত প্রচারের পর হইয়া থাকে (৭ম অধ্যায় দেখ)।

সোলেনামা দ্বারা ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করণ (১০৯ সি ধারা)।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে জমিদার বা প্রজা বর্ত্তমান খাজনা বৃদ্ধি বা কমী করিয়া ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিবার জন্য "চূড়ান্ত প্রচারের" পর ১০৫ ধারানুসারে মোকদ্দমা করিতে পারেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে উভয় পক্ষ যদি সোলেনামা দ্বারা খাজনা বেশী বা কম* করিতে চাহেন তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গের আইন অনুসারে ১০৫

---

* প্রকৃতপক্ষে ১০৯ (গ) ধারার উদ্দেশ্য ইহা নহে। যদি কোন জমিদার অন্যায় মত খাজানা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তখন হাকিম ঐ খাজানা একেবারে না কাটিয়া দিয়া

ধারা পর্যান্ত না গিয়া তজদিকের হাকিমের নিকট (বা ১০৩ ক ধারার হাকিমের নিকট) দরখাস্ত করিলে ন্যায্য খাজানা এই সময়েই ধার্য্য হইয়া যাইতে পারে। তজদিকের হাকিম যদি মনে করেন যে সোলেনামা ঠিক আইন সঙ্গত হইয়াছে ও অন্যায্য নহে ও অবস্থা বিবেচনায় ঐরূপে গোলমাল মিটিয়া গেলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল, তাহা হইলে ঐ খাজানা ন্যায্য বলিয়া মুঞ্জুর করিবেন ও তদনুসারে খতিয়ানের ন্যায্যখাজনার ঘর পূরণ করিবেন। যদি তিনি অন্যায় মনে করেন তাহা হইলে উহা না-মুঞ্জুর করিবেন। এই প্রকারের সোলেনামা দাখিল হইলে হাকিম প্রত্যেক প্রজাকে ডাকিয়া উহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন ও সে প্রকৃত পক্ষে রাজী হইলে তাহার দস্তখৎ বা আঙ্গুলের ছাপ দরখাস্তের উপর লইবেন। জমিদারেরও উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী উহাতে দস্তখৎ করিবেন। সকল তজদিক হাকিমের এই ধারানুসারে খাজানা ধার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি ঐ প্রকারে উভয় পক্ষের সোলেনামা লিপিবদ্ধ করিয়া উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবেন। ঐ কর্ম্মচারী স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া, কাহারও কোন আপত্তি আছে কিনা জানিবার জন্য নোটীস দিবেন। কোনরূপ আপত্তি হইলে তিনি সোলেনামা না-মঞ্জুর করিবেন, ও আপত্তি না হইলে উহা মঞ্জুর করিবেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে যদি কেহ আপীল করিতে চান, তিনি তাহা জজ সাহেবের নিকট করিতে পারেন।

উভয় পক্ষের রাজীনামা মত উহা আর ১৫ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি হইবে না, এই মর্ম্মে ন্যায্য খাজামা ধার্য্য করিতে পারেন। অন্তর্বিৎ সোমেনামা প্রকৃতপক্ষে ১০৯ খ ধারার মধ্যে আইসে।

ছোট নাগপুরের আইনের ৮৫ ধারা অনুসারে জমিদার এবং প্রজা দরখাস্ত করিলে ঐ প্রদেশে রাজস্ব কর্ম্মচারী চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বেই প্রজার খাজানা বেশী বা কম করিয়া ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারেন। ডেপুটী কমিশনরের নিকট খাজানা বৃদ্ধির জন্য নালিস হইলে, তিনি ঐ আইনের ২৯ ধারায় যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অর্থাৎ পার্শ্ববর্ত্তী জমির খাজানার হার শস্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণ ব্যতিরেকে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু সেটেলমেণ্টের সময় রাজস্ব কর্ম্মচারীরর কার্য্য প্রণালী সংযত করিবার জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। এই বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীর "সঙ্গত অসঙ্গত" সম্বন্ধে নিজ জ্ঞানের উপর সমস্ত নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রজার বাৎসরিক পরতা মোট আয়ের এক অষ্টাংশের বেশী খাজানা নির্দ্ধারণ করিবেন না। চূড়ান্ত প্রচারের পরে ও পূর্ব্বে একই নিয়ম, পার্থক্য এই যে—কোন মৌজা, মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত প্রজার ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করা আবশ্যক হইলেই চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে করা হয় এবং সেই জন্য প্রজাবিশেষকে পক্ষ জ্ঞান করিয়া নোটীস দিবার আবশ্যক হয় না, সাধারণ ভাবে সমস্ত গ্রাম বা মধ্যস্বত্ব ধরিয়া নোটীস দিলেই হয়। বাকী নিয়মাবলী চূড়ান্ত প্রচারের পরের ন্যায় (৭ম অধ্যায় দেখ)। উহার আপীল প্রথম সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট, পরে কমিশনরের নিকট হয়।

ছোট নাগপুর

ছোট নাগপুরের অনেক স্থানে প্রজাদিগকে নগদ খাজানা ভিন্ন বা নগদ খাজানার পরিবর্ত্তে জমিদারকে পারিশ্রমিক বা অন্য প্রকারের আবওয়াব দিতে হয়, যথা—রকুমতি, বেগারী ইত্যাদি। প্রজাকে দশ দিন বা বার দিন জমিদারের নিকট চাকরের ন্যায় বেগার খাটিতে

ছোট নাগপুর—বেগ ও বেট বেগার (Prœdial conditions)

হয়, ইহাকে বেগারী বলে। দশহরার সময় জমিদারকে পাঠা কিংবা ভেড়া, দধি ইত্যাদি দিতে হয়, ইহাকে "দশাই" বা "বোদা" "ভেড়া" "চাউল" ইত্যাদি বলে। এই সকল আবওয়াব সাবেক রেগুলেসন অনুসারে বে-আইনি হইলেও ছোট নাগপুরে উহা দেশাচার অনুসারে চলিয়া আসিতেছে। সেটেলমেণ্টের সময় এই সকল "নেগ" ও বেগারীর বিবরণ বিশেষ স্বত্বের ঘরে লিখিতে হয় এবং ১১১ ধারা অনুসারে তজদিকের সময় রাজস্ব কর্ম্মচারী পৃথক নথি করিয়া উহার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন ও উহার পরিবর্ত্তে ন্যায্য নগদ খাজানা ধার্য্য করিবেন। বৎসরে যত মূল্যের জিনিস বা কার্য্য দিতে হয়, তাহার মূল্যই ন্যায্য খাজানা বলিয়া ধার্য্য হইবে, কিন্তু উহা যদি ঐ প্রকারের গ্রাম্য জমির খাজানা হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে গ্রাম্য হার অনুসারে নগদ খাজানা ধার্য্য হইবে। ইহার আপীল সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট হইবে ও পরে কমিশনরের নিকট চলিবে। পরিবর্ত্তিত খাজানা স্বত্ব লিখনের সামিল করা হইবে ও উহা সম্বন্ধে ৮৩ ধারার ন্যায় আপত্তি দাখিল হইতে পারিবে। রসিদ লিখাই, ডাক, মাসওয়ারা প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।



ষষ্ঠ অধ্যায়



১০৩ (ক) ধারার আপত্তি, চূড়ান্ত স্বত্বলিপি বিতরণ ও খরচ আদায়

তজদিক হইয়া গেলে, হাকিমের হুকুম অনুসারে সমস্ত কাগজ সংশোধন করা হয়, ইহাকে "তামিলা" বলে। পরে একজন কাননগু গ্রামে গিয়া ঐ সকল কাগজের অর্থাৎ খেওট-খতিয়ানাদির পাণ্ডুলিপি প্রচার করেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট হইতে জমি জমা সম্বন্ধে কি লেখা হইয়াছে, তাহা জানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার পর তজদিক হাকিমের ক্যাম্পে সাধারণের অবগতির জন্য এই সকল খেওট ও খতিয়ান এক মাস পর্য্যন্ত খোলা থাকে ও একজন আমলা সাধারণকে সকল সংবাদ দিবার জন্য নিযুক্ত থাকে। কাহারও জমি জমা সম্বন্ধে কি লেখা হইয়াছে জানিবার আবশ্যক হইলে, তাহার নিকট হইতে জানা যাইতে পারে। যদি কেহ কোন মৌজার সমস্ত কাগজের নকল করিয়া লইতে চান, তাহাও তিনি পারেন, কিন্তু তাহাকে একজন আমলার মাহিয়ানা জমা করিতে হয়। ইহাকে Surpervisor's fee বলে। এই আমলার হেপাজতে কাগজ থাকিবে ও যে ব্যক্তি নকল লইতে চাহেন, তিনি নিজের লোক দ্বারা নকল করাইয়া লইবেন। এই সময় জাবেদা নকল দেওয়া হয় না, কেননা কাগজ তখনও চূড়ান্ত (final) হয় নাই।

তামিলা ও পাণ্ডুলিপি প্রচার।

এই একমাসকাল মধ্যে কাহারও খেওট ও খতিয়ানে লিখিত কোন বিষয়ে আপত্তি থাকিলে, তিনি ১০৩ক ধারানুসারে তজদিক হাকিমের ক্যাম্পেই আপত্তি দাখিল করিবেন। এই দরখাস্তের সঙ্গে প্রত্যেক খেওট বা খতিয়ানের জন্য আট আনা কোর্ট ফি দিতে হয়। ১০৩ক ধারার দরখাস্তের ছাপা ফরম তজদিক ক্যাম্পে পাওয়া যায়। উহাতে প্রথমতঃ মৌজার নাম, নম্বর, তজদিকের কেন্দ্রের নম্বর ও থানা লিখিয়া পরে নিম্নলিখিত বিষয় লিখিতে হইবে:—১। আপত্তিকারীর নাম, পিতার নাম ও সাকিন। ২। প্রতিপক্ষগণের নাম, পিতার নাম ও সাকিন। ৩। যে খতিয়ান বা খেওট ও দাগ নম্বর সম্বন্ধে আপত্তি তাহা। ৪। দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ৫। যে প্রকার সংশোধন প্রার্থনা করা হয় তাহা। ৬। আপত্তিকারীর দস্তখৎ।

১০৩ ক ধারার আপত্তি (ছোট নাগপুর ৮৩ ধারা)।

এক মৌজার সমস্ত আপত্তি দাখিল হইয়া গেলে অপর একজন হাকিম উহার বিচার করিবার জন্য আইসেন। তিনিও তাঁবুতে থাকেন ও যে গ্রামের মোকদ্দমা দেখিবেন ঐ গ্রাম হইতে ৫ মাইলের মধ্যে তাহার আপিস থাকে। তিনি সময় ও দিন স্থির করিয়া উভয় পক্ষকে প্রমাণাদি সহ উপস্থিত হইবার জন্য নোটীস দিবেন। ১০৩ক ধারার সময় প্রমাণাদি যাহা দাখিল হয় তাহা খানাপুরী ও তজদিকের সময়ের অপেক্ষা বেশী বিস্তৃতরূপে লিখিত হয়, কিন্তু দলিলাদি যাহা দাখিল হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দেওয়া হয়। ১০৩ক ধারার হাকিমের বিচারের বিরুদ্ধে সেটেলমেণ্ট আফসারের নিকট ছানির জন্য আপীল করা যায়। কত দিনের মধ্যে করিতে হইবে তাহার নিয়ম নাই, তবে ১ মাসের মধ্যে হওয়া আবশুক। এই আপীলের সময় যে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা

১০৩ ক ধারার বিচার।

হয় তাহার নকল দাখিল করিতে হয়। সেটেলমেণ্ট অফিসার হয় নিজে, অথবা অন্য কর্ম্মচারীর দ্বারা পুনরায় তদন্ত করিয়া ইহার বিচার করেন। এই হুকুমের আর কোন আপীলের ব্যবস্থা নাই। ইহার পরও কাহারও আপত্তি থাকিলে তাহার ১০৬ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা করিতে হইবে (৭ম অধ্যায় দেখ)।

উহার আপীল।

১০৩ ধারার বিচার শেষ হইলে ঐ বিচার অনুসারে সমস্ত কাগজ সংশোধিত হয় ও পরে উহা সদর আপিসে পাঠান হয়। এই সংশোধনের তত্ত্বাবধান ১০৩ক ধারার হাকিমেরই করিতে হয়।

এই সময় সমস্ত কাগজাদি পুনরায় বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হয়, ইহাকে "যাঁচ" বলে *। যাঁচের সময় সচরাচর যে সকল বিষয়ে ভুল পাওয়া যায় তাহা সাধারণের জানা থাকা আবশ্যক, কেননা তাহা হইলে তাঁহারা তজ্জদিকের সময়ই সাবধান হইতে পারিবেন, যথা :—

যাঁচ বা পরীক্ষা।

১। কাননগুর ও হাকিমের হুকুম অনুসারে "তামিলা" ঠিক হইয়াছে কি, না।

২। "বিবাদী" দাগ সকল হাকিমের হুকুম অনুসারে ঠিক করিয়া লেখা হইয়াছে কি, না।

৩। ১০৩ক ধারার হুকুম সকল ঠিক তামিল আছে কি, না।

৪। সীমানা-বিবাদের হুকুম সকল ঠিক তামিল আছে কি, না।

---

* মফঃস্বলে থাকিয়া এই যাঁচের কার্য্য করায় এই বিশেষ সুবিধা যে আবশ্যক হইলে পক্ষদিগকে ডাকিয়া উপস্থিত করান অত্যন্ত সহজ। কিন্তু বিহারের প্রথা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে ১০৩ক ধারার ক্যাম্পে যাঁচ না হইয়া সদর অফিসে যাঁচ হয়।

৫। খেওট খতিয়ানে প্রজার নাম, পিতার নাম, সাকিন সম্পূর্ণরূপে লেখা আছে কি, না।

৬। কোন ব্যক্তির নাম খতিয়ানের প্রজার ঘরে নাই অথচ ঐ খতিয়ানের কোন কোন দাগ জমী তাহার দখলে বলিয়া লিখিত আছে, এমত স্থলে কি সূত্রে দখল তাহা লেখা আছে কি, না।

৭। এক খতিয়ানের খাজানার সহিত অপর খতিয়ানের খাজানার সংস্রব থাকিলে "সামীল খতিয়ান নং........ বনাম অমুক" ও "মায় খতিয়ান নং......বনাম অমুক" বলিয়া উভয় খতিয়ানে লেখা আছে কি, না ও উভয় খতিয়ানের খাজানা একই জমিদার পায় কি, না।

৮। ঐরূপ এক মৌজার সহিত অপর মৌজার সংস্রব থাকিলে তাহা ঠিক লেখা আছে কি, না।

৯। তদারক আমিনের রিপোর্টের উপর হাকিমের হুকুম অনুসারে কাগজ ও নক্সা সংশোধিত হইয়াছে কি, না।

১০। বৃক্ষাদির দখল নিয়মানুসারে লেখা হইয়াছে কি না।

১১। হাকিমের ইংরাজিতে লিখিত খাজানার সহিত বাঙ্গালায় লিখিত খাজানার মিল আছে কি, না।

১২। রাইয়তের রোড্‌সেস টাকায় ৴১০ পয়সা হিসাবে লেখা আছে কি, না। (একাদশ অধ্যায় দেখ)।

১৩। ১০৯ সি বা ১০৪ ধারা অনুসারে খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকিলে তাহা হাকিমের হুকুম অনুসারে খতিয়ানের ৯ ঘরে লেখা আছে কি, না।

১৪। কোন খতিয়ানের আপন দখলি জমি ও অধীনস্থ সমস্ত খতিয়ানের জমির সমষ্টির সহিত ঐ খতিয়ানে লিখিত জমির মিল আছে কি, না।

১৫। অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে কোন ভুল আছে কি না।

যাঁচ হইয়া গেলে প্রত্যেক মৌজার খতিয়ান নিয়ম মত সাজান হয়। সাধারণতঃ মূল স্বত্বের খতিয়ানগুলি পর পর রাখা হয় এবং উহার অধীনস্থ খতিয়ানগুলি উহার পরে রাখা হয়।

চূড়ান্ত স্বত্বলিপি।

এইরূপে প্রাথমিক স্বত্বলিপি (বা Draft record of rights) সম্পূর্ণ হইলে উহা হইতে "চূড়ান্ত স্বত্বলিপি" (Final record) প্রস্তুত হয়। এই চূড়ান্ত স্বত্বলিপি একেবারে ছাপান হইয়া থাকে *। তজ্জন্য সেটেলমেণ্ট অফিসের সঙ্গে আবশ্যকীয় ছাপাখানা থাকে। ছাপা হইবার সময় সংশোধিত প্রাথমিক স্বত্বলিপির সহিত বিশেষরূপে মিল করিয়া দেখা হয় এবং ছাপা হইয়া গেলেও আবার মিল করিয়া দেখা হয়। ঠিক্ হইলে এক খণ্ড ছাপান স্বত্ব-লিপিকে মূল করিয়া উহার চূড়ান্ত প্রচার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে একজন কাননগু গ্রামে গিয়া প্রাথমিক প্রচারের ন্যায় (১১৬ পৃঃ দেখ) এই চূড়ান্ত প্রচার করেন। পূর্ব্ববঙ্গে অন্য নিয়ম। স্বত্বলিপি এক মাস কাল যাবৎ সদর অফিসে বা অন্য কোন স্থানে সাধারণের জ্ঞাপনার্থ খোলা থাকে, এবং আগত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকে। ইহাকেই চূড়ান্ত প্রচার বলা হয়। পূর্ব্ববঙ্গের নিয়ম পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত হইবার জন্য প্রস্তাব চলিতেছে।

চূড়ান্ত স্বত্বলিপির অতিরিক্ত নকল।

চূড়ান্ত স্বত্বলিপি ছাপা হইবার সময় অতিরিক্ত কয়েক খণ্ড ছাপান হইয়া থাকে। মূল "ছাপা চূড়ান্ত স্বত্বলিপি" কলেক্টরী মহাফেজ খানায় রক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন কলেক্টর সাহেবকে আরও দুই খণ্ড অতিরিক্ত ছাপা নকল দেওয়া

* তবে ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টে ছাপান সম্ভবপর হয় না; হাতেই নকল করা হয়।

হয়। জজ সাহেব ও মুন্‌সেফদিগের জন্যও এক খণ্ড দেওয়া হয়। মৌজা মৌজা করিয়া স্বত্বলিপির খতিয়ানগুলি বান্ধান হয়। এবং প্রত্যেক বাঁধা বহির সঙ্গে ঐ মৌজার এক খণ্ড করিয়া ছাপা নক্সাও সংরক্ষিত হয়। কলেক্টর সাহেব ও জজ সাহেবের জন্য যে সকল নকল আবশ্যক তদ্ভিন্ন প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগকে বিতরণের জন্য আরও দুই খণ্ড ছাপান হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক খতিয়ানের এক খণ্ড ঐ খতিয়ানের ভূম্যধিকারী (২ ঘরে লিখিত উপরিস্থ স্বত্বাধিকারী) ও অপর খণ্ড প্রজা (১৩ ঘরের অত্র স্বত্বের অধিকারী) পাইবেন। প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধি-কারী মৌজার এক এক খণ্ড ছাপান নক্সাও পাইয়া থাকেন; তবে এইটুকু দেখা হয় যে একই ব্যক্তি যেন দুই খণ্ড নক্সা না পায়। কোনও খতিয়ানের প্রজা বা ভূম্যধিকারী অনেক অংশীদার হইলে উহাদের মধ্যে যাহার অংশ বেশী তাহাকে খতিয়ানের নকল দেওয়া হয়, প্রত্যেক অংশী-দারকে দেওয়া হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৪৪ পৃষ্ঠা দেখ) যে খতিয়ান দুই প্রণালীতে লেখা হয়। এক তহশীল অনুসারে, দ্বিতীয় স্বত্ব অনুসারে। পৃথক তহশীল অনুসারে পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত হইয়া থাকিলে উপরোক্ত নিয়মে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, কেন না প্রত্যেক পৃথক তহশীলের মালিকগণ একখণ্ড করিয়া নকল পাইবেন। কিন্তু একই খতিয়ানে অনেকগুলি তহশীলের মালিকগণের নাম একত্র থাকিলে ঐ নিয়ম চলিতে পারে না। এইরূপ স্থলে যতগুলি পৃথক তহশীল একই খতিয়ান ভুক্ত করা হয় তজ্জন্য ততগুলি নকল করা আবশ্যক। মোট কথা প্রত্যেক পৃথক তহশীলের জন্য অংশীদারগণ এক এক খণ্ড খতিয়ানের নকল পাইবেন।

কিন্তু স্বত্বলিপির নকল ঠিক চূড়ান্ত প্রচারের সময় বিতরণ করা হয় না। ইহার অব্যবহিত পরে প্রজা ও ভূম্যাধিকারীদিগের নিকট হইতে

খরচ আদায়ের জন্য যখন একজন কর্ম্মচারী (Recovery officer) মফঃস্বলে যান তখন তিনি এই সকল নকল বিতরণ করেন। যেমন প্রজা ও ভূম্যধিকারী আপন আপন দেয় খরচার টাকা দাখিল করেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাপ্য খতিয়ান ও নক্সার নকল তাঁহাকে দেওয়া হয়। এই খরচ আদায় সম্বন্ধে ৯পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে। সাধারণতঃ রাইয়তকে একর প্রতি ।৵০ হইতে ৷০ আনা দিতে হয় ও ভূম্যধিকারী-দিগকেও ঐ হারে দিতে হয়। স্বত্ব অনুসারে খরচার হার সামান্য ব্যতিক্রম করা হয়। জমিদারও মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া জমি ভোগ করেন, তাঁহাদের দেয় খরচার অংশ জমির পরিমাণের উপর হিসাব না করিয়া মহাল বা মধ্যস্বত্ব হইতে যে মুনাফা বা লাভ তাহার উপর হিসাব করাই সঙ্গত। এইজন্য বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই সকল ভূম্যধিকারীর দেয় অংশ মুনাফার উপর হিসাব করা হয়। প্রজাদিগের নিকট হইতে যত আদায় তাহা হইতে ভূম্যধিকারীর দেয় খাজানা (জমিদার হইলে "রাজস্ব") বাদ দিয়া মুনাফা ঠিক করা হয়।

খরচ আদায় ও স্বত্বলিপির নকল বিতরণ।

খরচ নির্দ্ধারণের প্রণালী।

মণিঅর্ডার করিয়াও খরচের টাকা পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপস্থলে মৌজার নাম থানার নাম, খতিয়ানের নম্বর ইত্যাদি বিস্তৃত-রূপে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, নতুবা গোল-যোগ হইতে পারে। যখন খরচ দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ান ও নক্সার নকল লইতে হয় তখন কোন লোকদ্বারা খরচ দাখিল করাই ভাল। সময়মত খরচের টাকা আদায় না হইলে সার্টিফিকেট দ্বারা উহা আদায় করা হয়। ইহাতে সার্টিফিকেটের খরচ

খরচ আদায়ের প্রণালী।

অতিরিক্ত বহন করিতে হয়। খরচ আদায়ের (Recovery) কেম্পের কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ সাধারণের জানিবার বিশেষ আবশ্যক নাই বলিয়া লেখা হইল না। তজদিকের ন্যায় খরচ আদায়ের কর্ম্মচারী ৫।৬টী মৌজা লইয়া একএকটী কেন্দ্র করিয়া তথা হইতে ঐ সকল মৌজার খরচ আদায় করেন। কোন্ দিন কোন্ মৌজার কার্য্য হইবে তাহাও পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত করা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যে মোট ব্যয় হয় তাহা হইতে কোর্ট ফি ইত্যাদি বাবদ যত আদায় হয় তাহা বাদ দিয়া বাকী টাকার এক চতুর্থাংশ সরকার বাহাদুর বহন করেন। বাকী ৸৹ আনা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে আদায় হয়। ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট ও খাস মহাল সম্বন্ধে নিয়ম অন্যরূপ, এ বিষয় ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বলা হইবে।

যেদিন যে মৌজার খরচ আদায়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, সেই দিন সেই মৌজার চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেট দস্তখত করা হয়। অর্থাৎ সেটেলমেণ্ট অফিসার সেইদিন চূড়ান্ত স্বত্ব-লিপিতে এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করেন যে উহা নিয়ম মত প্রস্তুত হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হইয়াছে। প্রজা ও ভূম্যধিকারী যে খরচ দাখিলের সঙ্গে খতিয়ানের নকল পান উহাও এইরূপ সার্টিফিকেটযুক্ত চূড়ান্ত স্বত্বলিপির জাবেদা নকল, অর্থাৎ উহা আদালতে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে, তজ্জন্য মূল স্বত্বলিপি তলব করিতে হয় না। সাধারণতঃ কোন জাবেদা নকলের জন্য ৷৹ আনা কোর্ট ফি লাগে, কিন্তু খরচ অদায়ের সঙ্গে যে স্বত্বলিপি বিতরণ হয় উহার জাবেদার জন্য এই ফি লাগে না।

চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেট ও জাবেদা নকল।

এতদ্ব্যতীতও যদি কেহ কোন খতিয়ানের ছাপা নকল চান, তিনি মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিতে পারেন। এই মূল্য সাধারণতঃ খতিয়ান

প্রতি ||০, কিন্তু সমস্ত মৌজার নকল নিলে কম হিসাবে খরচ দিতে হয়।

অতিরিক্ত খতিয়ান ক্রয়। কোনও সমগ্র মৌজার বা মৌজার অংশের খতিয়ানের নকলকে জাবেদা (Certified to be true copy) করিতে হইলে তজ্জন্য মাত্র ||০ কোর্ট ফি লাগে। এজন্য বিশেষ আদেশ আছে। ছাপা খতিয়ান বিক্রয়ের মূল্য কোন কোন স্থানে কোর্টফিতে আদায় হয়। ছাপা নক্সাও কলেক্টরীতে ।০ আনা হারে বিক্রয় হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৫পৃঃ ফুটনোট) যে চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাস ও তিন মাস মধ্যে ১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারার মোকদ্দমা দাখিল করিতে হয়। অতএব এই সার্টিফিকেটের সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ানের নকল বিতরণ হওয়ায় পক্ষগণ উহা পরীক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন।



সপ্তম অধ্যায়

মোকদ্দমা (Case-work)

চূড়ান্তরূপে প্রচারিত খেওট ও খতিয়ানে লিখিত কোন বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে তিনি চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে ১০৬ ধারা অনুসারে সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন *। ইহার প্রণালী ও কোর্ট ফি ইত্যাদি ঠিক দেওয়ানী আদালতের স্বত্বের মোকদ্দমার ন্যায়। ১০৬ ধারার মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইলে বা চালাইতে হইলে উকীল-মোক্তারেরের আবশ্যক হয়, অতএব পক্ষগণ তাঁহাদের পরামর্শ মতই চলিবেন। তবে কয়েকটী বিষয় সাধারণের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতে পারে :—

১০৬ ধারার মোকদ্দমা।

১। যে খেওট বা খতিয়ানের বিষয় লইয়া আপত্তি তাহা পরিষ্কার

* ৩ মাস অতীত হইয়া গেলে সম্ভবতঃ দেওয়ানী আদালতেও এই প্রকারের মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে (14 C. W. N. p. 885)। কিন্তু '১১১এ' ধারার ২য় পেরায় মাত্র ১০১ (২) (ডি) এর, অর্থাৎ খাস মহলের উল্লেখ আছে, জমিদারী মহলের উল্লেখ নাই। ইহার অর্থ কি? ঠিক ১০৬ ধারার আকারে মোকদ্দমা হইতে পারুক বা না পারুক সাধারণভাবে দেওয়ানী মোকদ্দমা (Declaratory Suit) দায়ের করিবার বা চালাইবার কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। কিন্তু এই ৩ মাস কাল মধ্যে ঐরূপ মোকদ্দমা হইতে পারে না (১১১ বি ধারা)। অথবা যদি ঐ বিষয় লইয়া সেটলমেণ্ট আদালতে ১০৫।১০৫ ক।১০৬ ধারার মোকদ্দমা দায়ের হইয়া থাকে তাহা হইলেও ঐ বিষয় সম্বন্ধে আর দেওয়ানী আদালতে পুনরায় মোকদ্দমা চলে না (১০৯ ধারা ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি ১২ ধারা দেখ)।

রূপে ও ঠিক মতন করিয়া আর্জিতে লেখা আবশ্যক ও ঐ খেওট ও খতিয়ানের নকল আর্জির সঙ্গে দাখিল হইলে ভাল হয়। মোকদ্দমার কারণ (Cause of Action) দেখাইবার জন্যও এই নকল দাখিল করা আবশ্যক।

আর্জি।

২। বিবাদী খেওট ও খতিয়ানে যে যে ব্যক্তির নাম লিখিত আছে তাহাদের সকলকে পক্ষ করা আবশ্যক। কেননা তাহাদের অবর্ত্তমানে তাহাদের নামে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ভুল, না ঠিক, তাহার বিচার হইতে পারে না। এই সকল লোককে আর্জি দাখিলের সময় পক্ষ করা না হইয়া থাকিলে শেষে হইতে পারে না, কেননা শুনানির সময় ৩ মাসের মিয়াদ অতীত হইয়া যাইবে। এই জন্য খেওট-খতিয়ানের নকল লইয়া উহা সহ আর্জি দাখিল করিলে কোন ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। খেওট-খতিয়ানে লেখা হয় নাই অথচ আবশ্যক এমন ব্যক্তিকে পক্ষ করিতে হইলেও আর্জি দাখিলের সময় করা আবশ্যক। শেষে করিতে গেলে তামাদি আসিবে।

৩। যে যে দাগ জমি লইয়া বিবাদ তাহার নম্বর, পরিমাণ ও অন্ততঃ একদিকের সীমানা লিখিয়া দিতে হইবে। অনেকে মাত্র নম্বর লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন সীমানা দেন না। ইহাতে পরিশেষে এই গোলযোগ হয় যে যদি কোন কারণে নম্বরটী লিখিতে ভুল হইয়া থাকে, তাহা সংশোধনের উপায় থাকে না। সংশোধন করিতে গেলে নূতন জমি সংক্রান্ত নূতন মোকদ্দমার বিষয় হইয়া পড়ে। অন্ততঃ একদিকের সীমানা দিলে গোল হইতে পারে না। এই সীমানা খতিয়ান হইতেই পাওয়া যাইবে।

৪। মৌজার নাম, নম্বর ইত্যাদি সঠিক লেখা আবশ্যক।

স্ট্যাম্প।

কোর্ট-ফি সম্বন্ধে যে আইন আছে তদনুসারে আর্জিতে কোর্ট-ফি দিতে হয়, যথা :—

১। কাহার দখলে কোন্ জমি তদ্বিষয় বিচার প্রার্থনা করিলে। ২। স্বত্ব সাব্যস্তের প্রার্থনা করিলে *। ৩। "স্থিতিবান্" প্রজাকে "মোকররী" সাব্যস্ত করিবার, বা 'মোকররীকে' 'স্থিতিবান্' সাব্যস্ত করিবার প্রার্থনা। ৪। মৌরুষী-মোকররী-মধ্যস্বত্বাধিকারীকে মৌরুষী কিন্তু মোকররী নহে বা 'মিয়াদী' সাব্যস্ত বা উহার বিপরীত সাব্যস্তের প্রার্থনা করিলে। ৫। মাল-লাখরাজ সম্বন্ধে বিচার প্রার্থনা করিলে। ৬। খাজনা সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলে।	সাধারণ নিয়ম ১০৲, কিন্তু দাবীর মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারিলে † এবং তদনুসারে ৫৲ টাকায় ।৵০ হিসাব করিলে যদি ১০৲ টাকার কম হয় তাহা হইলে ঐ কম কোর্ট ফি দিলেই হইবে। (Gov. Not. no 1897 F. dated 24-3-1911 and no 3119 F. dated 22-4-1911).

* উচ্ছেদের প্রার্থনা বা স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া দখলের প্রার্থনা ১০৬ ধারানুসারে হইতে পারে না (15 C. W. N. page 974)। Also 10 C. W. N. 8 and 12 C. W. N. 813.

† কোন কোন স্থানে নিম্নলিখিতভাবে মূল্য নিরূপণ করা হয়:—দান বিক্রয়ের অযোগ্য জমাকে দান বিক্রয়ের যোগ্য সাব্যস্তের প্রার্থনা হইলে খাজনার ৫ গুণ, গর-মোকররীকে মোকররী সাব্যস্ত করিতে হইলে খাজনার ১৫ গুণ। মধ্যস্বত্বকে রাইয়তি-স্বত্ব বলিয়া প্রার্থনা হইলেও খাজনার ১৫ গুণ, মাল লাখরাজসম্বন্ধে জমির মূল্যের সমান।

উদাহরণ—খতিয়ানে খাজনা আছে ১০৲। বাদী জমিদার বলেন যে উহার প্রকৃত বর্ত্তমান খাজনা ১২৲, অতএব দাবী বার্ষিক ১২৲—১০৲=২৲। ইহার ২০ গুণ করিলে ৪০ টাকা হয়—এই ৪০ টাকার উপর কোর্ট ফি দিতে হইবে।

৭। দখলি-স্বত্ব শূন্য স্থানে দখলিস্বত্ব-বিশিষ্ট বা তাহার বিপরীত প্রার্থনা } ॥০ আনা কোর্ট ফি।

অনেক সময় দেখা যায় যে আর্জিতে দাবীর যায়গায় লেখা থাকে—"২৫ নম্বর খতিয়ানের ঘর হইতে মোকররী শব্দ কাটিয়া স্থিতিবান্ লিখিয়া রেকর্ড সংশোধনের আজ্ঞা হয়"। এইরূপ ভাবে প্রার্থনা না লিখিয়া লেখা উচিত—"২৫ নং খতিয়ানের লিখিত বিবাদী.........টাকার জমা স্থিতিবান্ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া ১০৭ (২) ধারা অনুসারে উহা নোট করিতে আজ্ঞা হয়"। ১০৬ ধারার সময় চূড়ান্তরূপে প্রচারিত খেওট-খতিয়ানে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ঠিক বলিয়া প্রথম গণ্য হইবে। যদি কেহ বলিতে চা'ন্ উহা ভুল তাঁহাকে প্রমাণ দ্বারা তাহা দেখাইতে হইবে [১০৩ বি (৩)]। *

* রেকর্ডের ভুল দেখাইতে হইলে কি পরিমাণ প্রমাণ আবশ্যক তাহার কোন সাধারণ নিয়ম দেওয়া যাইতে পারে না। যদি প্রজাকে স্থিতিবান্ বলিয়া রেকর্ডে লেখা হইয়া থাকে ও সে মোকররী দাবী করিয়া ১০৬ ধারার মোকদ্দমা করে (অথবা মোকররী দাবী করিয়া ১০৫ ধারায় জবাব দেয়) তাহা হইলে প্রজা যদি ২০ বৎসরের দাখিলা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারে যে ২০ বৎসর কাল তাহার খাজনার পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা হইলে ৫০ ধারার প্রিসাম্‌সন আসিবে ও পাল্টা প্রমাণের ভার জমিদারের উপর যাইবে (13C. W. N. 1150)। যদি জমিদার মোকররীকে স্থিতিবান করিবার জন্য ১০৬ ধারা করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রজা কোন প্রমাণ না দেখাইলেও জমিদারকে প্রমাণ দিতে হইবে। যদি রেকর্ডে নূতন খাজনা ধার্য্যের যোগ্য বলিয়া লেখা হইয়া

১০৬ ধারার মোকদ্দমা অনেক সময় দেওয়ানী আদালতে বিচারের জন্য পাঠান হয়। ১০৬ ধারার ডিক্রীর আপীল জেলার জজ সাহেবের (Special Judge) নিকট করিতে হয় ও পরে হাইকোর্টে হইতে পারে।

দেওয়ানী আদালতে ১০৬ ধারার মোকদ্দমা।

১০৫ ধারা:—চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে সেটেলমেণ্ট আদালতে বর্ত্তমান খাজানা পরিবর্ত্তন করিয়া ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবার জন্য * দরখাস্ত দ্বারা মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে:—

১০৫ ধারা।

থাকে ও প্রজা নিষ্কর লাখরাজ দাবী করিয়া ১০৬ ধারার মোকদ্দমা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাকে যে 14 Moore I. A. 172-173. অনুসারে চূড়ান্ত প্রমাণ (অর্থাৎ ইং ১৭৯০ সালের পূর্ব্বে এই লাখরাজের অস্তিত্ব ছিল এই প্রকার প্রমাণ) দেখাইতে হইবে তাহা নহে। বহুকাল অবধি বিনা খাজনায় ভোগ দখলের প্রমাণ যথা কোবালা, প্রজার কবুলতি ইত্যাদি দেখাইলে রেকর্ডে অন্যরূপ লেখা থাকা স্বত্বেও তাহাকে নিষ্কর লাখরাজদার বলিয়া অনুমাণ করা হইবে ও প্রমাণের ভার প্রতিবাদী জমিদারের উপর অপসারিত হইবে। যদি নিলাম সূত্রে জমিদার দখলিকার থাকেন তাহা হইলে প্রমাণের ভার লাখরাজদারের উপর (4 C. L. J. p. 548)। যদি জমিদার প্রমাণ দ্বারা যথা পুরাতন চিঠা, আদায়ী কাগজ, কবুলতি ইত্যাদি দ্বারা দেখাইতে পারেন যে ইং ১৭৯০ সালের দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে বা পরে এই জমি মালভুক্ত হইয়া খাজনা আদায় দিয়াছে তাহা হইলে লাখরাজদারকে দেখাইতে হইবে যে তাহার লাখরাজ ১৭৯০ সালের পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১০৫ ধারার মোকদ্দমা দ্বারা লাখরাজে খাজনা ধার্য্য সম্বন্ধে তামাদি আইনের ১৩০ প্রকরণ খাটে না, কেন না ১০৫ ধারায় বিশেষ তামাদি (২ মাস) লিখিত হইয়াছে (15 C. W. N. 35 Notes)। পাটিলেও চূড়ান্ত প্রচার হইতে ১২ বৎসর গণনা হয় (16C. W. N. p. 929; I. L. R. 36 Cal. p. 453)।

* এইজন্য যদি স্বত্বলিপিতে লিখিতে কোন বিবরণ ভুল বলিয়া প্রমাণ করিবার আবশ্যক হয়, ১০৫ক ধারা অনুসারে বাদী তাহাও করিতে পারেন (Upendra Nath Ghosh *vs.* Jamini Mohan Pal, 18 C. W. N. p. 268.

১। প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিবার জন্য	জমিদার বাদী ও প্রজা, প্রতিবাদী।
২। প্রজার খাজানা কম করিবার জন্য	প্রজা বাদী ও জমিদার প্রতিবাদী।
৩। "নূতন খাজানা ধার্য্যের যোগ্য" প্রজার ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবার জন্য।	জমিদার বাদী ও প্রজা প্রতিবাদী।

জমিদার যদি বহু অংশীদার হয়েন ও তাঁহাদের আদায় তহশীল এজমাল হয়, তাহা হইলে সকল অংশীদার একত্রে বাদী না হইলে খাজানা বৃদ্ধির বা নূতন খাজানা ধার্য্যের মোকদ্দমা হয় না। কিন্তু যদি পৃথক্ পৃথক্ কবুলতির বলে পৃথক্ পৃথক্ অংশীদার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপন আপন খাজানা আদায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অন্য সরিক-দারগণকে পক্ষ না করিয়াও ১০৫ ধারার মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। একই জমিদারের অধীনে একই মৌজায় একই স্বত্ববিশিষ্ট যত প্রজা থাকে, তাহাদের সকলের জন্য একই দরখাস্ত দ্বারা আদালতের অনুমতি লইয়া একটী মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জমার জন্য ।৷০ আট আনা কোর্ট-ফি দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন দেওয়ানী আদালতের প্রণালীর ন্যায় প্রতিবাদীর সমন-খরচা ও সাক্ষীর সমন-খরচা দিতে হয়।

আর্জি। মোকদ্দমার বিচারের সময়, সময় প্রার্থনা বা অন্য দরখাস্ত করিতে হইলে তাহাতেও দেওয়ানী আদালতের বিধি অনুসারে কোর্ট-ফি দিতে হয়। আর্জিতে নিম্ন-লিখিত বিষয় পরিস্কার রূপে প্রকাশ থাকা আবশ্যক :—

১। প্রতিবাদী প্রজার (বা জমিদারের) নাম, পিতার নাম, বাসস্থান ইত্যাদি।

২। খতিয়ান বা খেওট নম্বর ও দাগ নম্বর।

৩। দাগের চৌহদ্দী অথবা অন্ততঃ একদিকের সীমানা (ইহা সব জায়গায় দেওয়া হয় না, কিন্তু দেওয়া উচিত)।

৪। জমির রকম ও পরিমাণ।

৫। চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ।

৬। যে যে কারণে বা আইনানুসারে খাজানা বৃদ্ধি বা কমী দাবী করা হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ।

৭। বর্ত্তমান খাজানার পরিমাণ ও কত টাকা খাজানা ন্যায্য বলিয়া প্রার্থনা করা হয় তাহা।

৮। জমিদার যখন স্থিতিবান্ বা দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের অথবা মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজানা-বৃদ্ধি প্রার্থনা করেন, তখন আর্জির সহিত নিম্নলিখিত আকারের তপশীল দাখিল করা আবশ্যক :—

(ক) স্থিতিবান্ বা দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে :—

প্রজার নাম, পিতার নাম ও বাসস্থান	খতিয়ান নম্বর	বর্ত্তমান সার্ভে অনুসারে জমি			বর্ত্তমান খাজানা	যে পরিমাণ জমির জন্য প্রজা বর্ত্তমান খাজানা দিতেছে।	বেশী জমির পরিমাণ	বেশী জমির জন্য বেশী খাজানা দাবী	৩০ ধারানুসারে বৃদ্ধি দাবী	মোট দাবী	মন্তব্য।
		দাগ নং	জমির রকম	পরিমাণ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

(খ) যদি "৩০ এ" ধারা অনুসারে পার্শ্ববর্ত্তী জমির নিরিখ বেশী এই কারণে প্রজার খাজানা বেশী করিবার প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে উপরের ৯ ঘরের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘর বেশী আবশ্যক ও (৩), (৪) ও (৫) ঘরের আর আবশ্যক হইবে না।

পার্শ্ববর্ত্তী সমতুল্য জমির হার		বর্ত্তমান প্রজার দখলি জমির বিবরণ			
জমির রকম	বিঘ প্রতি হার	জমির রকম	দাগ নং	পরিমাণ	সমতুল্য জমির হার অনুসারে খাজানা
৫.(ক)	৯ (খ)	৯ (গ)	৯ (ঘ)	৯ (ঙ)	৯ (চ)

(গ) মৌরষী কিন্তু মোকররী নহে এইরূপ মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজানা-বৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে :—

প্রজার নাম, পিতার নাম ও বাসস্থান	প্লেওট বা খতিয়ান নম্বর	বর্ত্তমান খাজানা	বর্ত্তমান সার্ভে অনুসারে								
			নিজ দখলি জমির পরিমাণ		নগদ খাজানায় বিলি জমি		ফসল খাজানার বিলি জমির পরিমাণ	(৪) হইতে (৮) ঘর পর্য্যন্ত জমির মোট হস্তবুদ	মোট হস্তবুদ হইতে শতকরা ২০, টাকা মুনফা ইত্যাদির দরুণ বাদ	বাকী যাহা ন্যায্য খাজানা বলিয়া দাবী করা হয়	মন্তব্য
			আবাদী	অনা-বাদী	পরিমাণ	খাজানা					
১	২	৬	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

(ঘ) নূতন খাজনা ধার্য্যের জন্য প্রার্থনা হইলেও ঐ রকম তপশীল দিতে হইবে কেবল (ক) তপশীলের ৬ হইতে ১০ ঘরের আবশ্যকতা থাকে না ও (গ) তপশীল হইলে ৩ ঘরের আবশ্যকতা থাকে না।

আদর্শ আর্জি।

নিম্নে একটী আদর্শ আর্জি লিখিত হইল। উপরের ৩টি তপশীল ও এই আর্জি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে ১০৫ ধারানুসারে খাজনা-বৃদ্ধির প্রার্থনা করিলে কি কি প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক :—

সেটেলমেণ্ট আদালত—জেলা......... ।

মোকদ্দমা নং

১৮৮৫।৮ আইনের ১০৫ ধারা অনুসারে দরখাস্ত।

বাদী .... প্রতিবাদী ....

....

১। ১৮৮৫।৮ আইনের ১০ম অধ্যায় অনুসারে.........মৌজার...... ......মহালের রকর্ড-অব-রাইট প্রস্তুত হইয়া...........তারিখে উহার চূড়ান্ত-প্রচারের সার্টিফিকেট (Certificate of Final Publication) প্রদত্ত হইয়াছে।

২। বাদী ঐ মৌজার ঐ মহালের.......নং তৌজীর মালীক জমিদার হইতেছেন ও কলেক্টরীতে নাম জারি করিয়া সন সন রাজস্ব দিয়া উহাতে দখলকার আছেন।

৩। প্রতিবাদীগণ বাদীর অধীনে ঐ মহালে স্থিতিবান্ রাইয়ত হইতেছেন ও ঐ ভাবে চূড়ান্তরূপে প্রচারিত রেকর্ড-অব-রাইটে তাহা লিখিত হইয়াছে।

৪। বর্ত্তমান সার্ভেতে দেখা যায় যে প্রতিবাদীগণ যে পরিমাণ জমির জন্য বর্ত্তমান খাজানা দিতেছেন তাহার অতিরিক্ত জমি বাদীর অগোচরে দখল করিয়া আসিতেছেন। বাদী এই অতিরিক্ত জমির জন্য ৫২ ধারা অনুসারে বেশী খাজনা পাইবার স্বত্ববান হইতেছেন।

৫। প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্য গত ৪০ বৎসর যাবৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে ও এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু প্রতিবাদীগণের খাজানা ঐ ৪০ বৎসর মধ্যে বৃদ্ধি হয় নাই, এই কারণে "৩০ বি" ধারা অনুসারে গত ঐ ৪০ বৎসর মধ্যে ধান্যের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তদনুসারে বাদী খাজনা-বৃদ্ধি পাইবার স্বত্ববান।

৬। সমতুল্য পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে যে হারে খাজানা প্রচলিত আছে তাহা হইতে অনেক কম হারে প্রতিবাদীগণ খাজানা দিয়া আসিতেছেন; বাদী ঐ পার্শ্ববর্ত্তী জমীর হার অনুসারে বৃদ্ধি-খাজানা পাইতে স্বত্ববান।

৭।.........সালে আন্দাজ............টাকা ব্যয়ে বাদী ঐ গ্রামে একটী পুকুর ও বাঁধ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ও ইহা ৮০ ধারা অনুসারে কলেক্টরীতে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। এই পুকুরের জল হইতে প্রতিবাদী প্রজার ক্ষেত্রে জল সেচন হয় ও বাঁধ দ্বারা বন্যার সময় জমি জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পায়। বাদীর ব্যয়ে এই প্রকারে জমির উন্নতি হওয়ায় বাদী তজ্জন্য খাজানা-বৃদ্ধি পাইতে স্বত্ববান।

৮।.........সাল হইতে অমুক নদীর গতি ক্রমশঃ গ্রাম হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া যাওয়ায় প্রতিবাদীর অনেক জমি পূর্ব্বে যাহাতে রীতিমত আবাদ হইতে পারিত না, এখন আবাদের উপযুক্ত হইয়াছে ও উহাতে ফসল হইতেছে। বাদী এই কারণে আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি পাইতে স্বত্ববান।

৯। এই আর্জির সামীল করিয়া যে তপশীল দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কোন্ প্রজার কত জমি ও কোন্ কারণে তাহার কত খাজনা-বৃদ্ধি দাবী করা যাইতেছে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

১০। প্রতিবাদীর নিকট এইরূপ বৃদ্ধি খাজানার জন্য কবুলতি চাওয়া হয় ও তাহাতে সে স্বীকার না করায় এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইল।

দাবী :—

ক। সিডিউলে লিখিত যে প্রতিবাদী-প্রজার জন্য যে খাজনা ন্যায্য বলিয়া দাবী করা হইয়াছে তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা সাব্যস্থে ডিক্রী দিতে আদেশ হয়।

খ। অন্যথায় আদালতের বিচারে যে খাজনা ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া ঠিক হয় তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

গ। আদালতের বিচারে আর কোন প্রতিকার থাকিলে তাহা দিতে আজ্ঞা হয়।

ঘ। এই মোকদ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

১০৬ ধারার আর্জির ন্যায় ১০৫ ধারার আর্জিতে সত্যপাঠ থাকা আবশ্যক।

উপরের আর্জির ৫ প্রকরণে ৮০ বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হয় নাই তাহা স্বীকার করা যাইতেছে। ইহা প্রজার "মোকররী"-স্বত্বের স্বপক্ষে যাইতে পারে (৯৫ পৃষ্ঠা দেখ)। এই আশঙ্কায় প্রায়ই আর্জিতে ঐরূপ স্বীকারোক্তি করা হয় না। কিন্তু স্পষ্ট স্বীকার না করা হইলে স্মরণ রাখা উচিত যে, যত বৎসর যাবৎ বর্ত্তমান খাজনা চলিয়া আসিতেছে (Currency of the present rent) তত বৎসরের মধ্যে ধান-চাউলের মূল্য যে প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহারই উপর খাজানা-বৃদ্ধি হইবে।

সাধারণতঃ ১০ বৎসর ও ১০ বৎসর অর্থাৎ ২০ বৎসরের মূল্যের তুলনা করিবার নিয়ম কিন্তু বিশেষ কারণে আদালত ১৬ বৎসর বা ১৮ বৎসরের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও গণ্য করিয়া থাকেন।

ধান্য-চাউলের মূল্যের পরিবর্ত্তনের জন্য খাজানা যে কি প্রকারে পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

ধান চাউলের মূল্যের তালিকা।

কলিকাতা গেজেটে প্রত্যেক মাসে কোন্ জেলায় বা মহকুমায় শস্যের কত মূল্য তাহা প্রকাশিত হয়। এই সকল মূল্য একজন ডেপুটি বা সবডেপুটি কলেক্টর বাজারে গিয়া নির্দ্ধারণ করেন, পরে উহা কাছারীতে ও থানায় লটকাইয়া রাখা হয়। কাহারও উহাতে আপত্তি থাকিলে ১ মাস মধ্যে কলেক্টর সাহেবকে জানাইতে পারেন। এই প্রকারে স্থানীয় মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে উহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। বৎসর শেষে পরতা দর পুনরায় প্রকাশিত হয়। এইরূপ ইং ১৮৮৭ সাল হইতে কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে ধান চাউলের কত মূল্য ছিল তাহা জানা যায় ও আইনতঃ উহার অনুপাতে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে। ১৮৮৭ সালের পূর্ব্বেও গবর্ণমেণ্ট হইতে শস্যের মূল্য সংগৃহীত হইত কিন্তু তাহা প্রায়ই পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে। ঐ সকল অঙ্কের উপর কার্য্য করিবার পূর্ব্বে উহার সমর্থনের অন্য প্রমাণ আবশ্যক। এখন মনে করুন হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সবডিবিসনের জন্য ১৮৮৮ সালের গেজেট হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মূল্য সংগৃহীত হইল :—

১৲ টাকায় যত সের ও ছটাক।

২য় দশ বৎসর।

	সের	ছটাক।
১৮৮৮	১৭	১২ $\frac{৮}{১০}$
১৮৮৯	১৩	৮ $\frac{১}{৪}$
১৮৯০	১৪	৫ $\frac{১}{১}$
১৮৯১	১৪	৬ $\frac{২}{৩}$
১৮৯২	১১	৬ $\frac{২}{৩}$
১৮৯৩	১০	১২ $\frac{১১}{১২}$
১৮৯৪	১২	৩ $\frac{৭}{১২}$
১৮৯৫	১৪	৫ $\frac{১}{৩}$
১৮৯৬	১২	৯ $\frac{১}{৩}$
১৮৯৭	৯	১ $\frac{৫}{১২}$
১০ বৎসর	১৬১	৮ $\frac{৭}{১৫}$

১৲ টাকার যত সের ও ছটাক।

১ম দশ বৎসর।

	সের	ছটাক।
১৮৯৮	১১	১১ $\frac{১}{৬}$
১৮৯৯	১৩	১০ $\frac{৩}{৪}$
১৯০০	১০	১৪ $\frac{৩}{৪}$
১৯০১	১০	০ $\frac{৩}{৪}$
১৯০২	১০	৭ $\frac{১}{২}$
১৯০৩	১১	৬ $\frac{৭}{১২}$
১৯০৪	১২	৪ $\frac{১}{৬}$
১৯০৫	১১	১৩ $\frac{১}{৪}$
১৯০৬	৭	১৫ $\frac{১}{৪}$
১৯০৭	৬	১৫ $\frac{৩}{৪}$
১০ বৎসর	১০৭	২ $\frac{১}{৬}$

অতএব পরতা বার্ষিক দর ১৩ সের ২॥ ছটাক, অর্থাৎ এক মনের দাম ৩৲ ৯ পাই।	অতএব পরতা বার্ষিক দর ১০ সের ১১ ছটাক অর্থাৎ এক মনের দাম ৩॥৶১০ পাই।

অতএব মণ প্রতি মূল্যের পার্থক্য ॥৶১ পাই মাত্র।

ইহার এক তৃতীয়াংশ ৶৮ পাই মাত্র। এই ৶৮ পাই ১ম দশ বৎসরের পরতা দর হইতে বাদ দিলে * উহার প্রকৃত দর মন প্রতি ৩॥২ পাই হইবে। অএতব যে জমির খাজানা ৩৲ ৯ পাই ছিল, উহা বর্দ্ধিত হইয়া ৩॥২ পাই হইতে পারে। অর্থাৎ টাকা প্রতি ৵৬ পাই পর্য্যন্ত খাজানা এই কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে।

জমি বৃদ্ধির জন্য খাজানার বৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে প্রধানতঃ দুইটী বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে,—(১) কি পরিমাণ জমির জন্য প্রজা তাহার বর্ত্তমান খাজানা দিতেছে, এবং (২) বর্ত্তমান জরিপে তাহার দখলে কি পরিমাণ জমি পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিষয়টী সম্বন্ধে স্বত্ব লিখনই

জমি বৃদ্ধির জন্য খাজানা বৃদ্ধি।

প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিন্তু প্রথম বিষয় সম্বন্ধে কি প্রমাণ আবশ্যক?—জমাবন্দীতে থোকায়, জমাওয়াশীল বাকীতে, ও দাখিলার বহিতে জমির পরিমাণ লেখা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ নহে †। জমিদারকে দেখাইতে হইবে যে যখন বর্ত্তমান খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তখন

* ধান্যের মুল্য বৃদ্ধি পাইতেছে চাষ আবাদের খরচও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য এই এক তৃতীয়াংশ বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট কি, না সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

† I. L. R. 20 Cal. P. 579.

জরিপ * হইয়া তদনুসারে নূতন জমাবন্দী প্রস্তুত হইয়া প্রজার খাজানা ঠিক্ করা হইয়াছিল এবং প্রজা তদনুসারে খাজানা দিয়া আসিতেছে। অতএব এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ—সাবেক জরিপের চিঠা ও খতিয়ান এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তি জমাবন্দী। জরিপি চিঠা দ্বারা জরিপ প্রমাণ হইবে। পূর্ব্বের ও পরের জমাবন্দী হইতে বুঝা যাইবে যে ঐ জরিপ আমলে আনা হইয়াছিল কি না। অনেক জমিদারীতে এই সময় "নিরিখবন্দী" কাগজ লিখিত হয় ও উহাতে প্রজার স্বাক্ষর লওয়া হয়। যদি জরিপের কাগজ না পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে যে জরিপ হইয়াছিল তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হইবে। যদি জমিদার দেখাইতে পারেন যে যে সময় প্রজার খাজানা নির্দ্ধারিত করা হয় তখন তাহার মহালে জরিপ হইয়া জমাবন্দী প্রস্তুতের প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং জমিদারী কাগজে ও প্রজার দাখিলায় বরাবর জমির পরিমাণ লিখিত হইয়া আসিতেছে তাহা হইলেও জরিপ হইয়াছিল আদালত ইহা মানিয়া লইতে পারেন (৫২ ধারার ৬ প্রকরণ)। সাবেক জরিপে কি হিসাবের কাঠায় বিঘা-কাঠা ঠিক্ করা হয় তাহা দেখাইতে না পারিলে বর্ত্তমান সার্ভের জমির সহিত তুলনা করা যায় না। প্রজা কোন্ জমি টুকু বেশী করিয়া লইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইবার আবশ্যকতা নাই (৫২ ধারা ৫ প্রকরণ), কিন্তু যদি এমন হয় যে যখন বর্ত্তমান খাজানা ঠিক্ করা হয় তখন জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করা হয় না চৌহদ্দীভুক্ত কোন জমি বিশেষ, বা বিশেষ কোন নামে পরিচিত ভূমিখণ্ড প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলে ঐ জমির বহির্ভূত জমি প্রজা দখল করিতেছে ইহা বিশেষরূপে দেখাইতে না পারিলে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না *। কিন্তু পাট্টা কবুলতিতে জমির পরিমাণ লেখা

* 5 C. L. J. P. 533.

আছে চৌহদ্দীও লেখা আছে এরূপ অবস্থায় জমির পরিমাণের উল্লেখই প্রবল থাকিয়া খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

পার্শ্ববর্ত্তী তুল্য জমির খাজনার হার বেশী এইজন্য খাজানা বৃদ্ধির প্রার্থনা করিলে জমিদারকে প্রথমতঃ দুইটি বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে—

প্রচলিত খাজানার হার বা নিরিখ।

(১) প্রজা কি প্রকারের জমি কি পরিমাণ দখল করিতেছে, (২) ঐ প্রকারে পার্শ্ববর্ত্তী জমির খাজনার হার কত?—১ম বিষয় স্বত্ব-লিপি হইতে সম্পূর্ণ প্রমাণ হয় না, কেন না সাধারণতঃ জমিদারী মহলে জমির বিস্তারিত শ্রেণী বিভাগ করা হয় নাই। জমিদারকে প্রথমতঃ প্রজার জমির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া উহা প্রমাণ করিতে হইবে।—২য় বিষয় প্রমাণ করিতে জমিদারকে দেখাইতে হইবে যে মৌজার অপরাপর জমি বিঘা-করা-হার হিসাবে বন্দোবস্ত আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জমির জন্য বিভিন্ন হার প্রচলিত আছে,—অর্থাৎ পরতা হিসাব করিয়া খাজানার হার কসিয়া লইলে হইবে না। যদি একই শ্রেণীর জমির জন্য বিভিন্ন হার প্রচলিত থাকে তাহা হইলে তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রজা যে হারে খাজানা দেয় তাহাই প্রচলিত হার সাব্যস্ত হইবে। এইরূপে গ্রামের অধিকাংশ প্রজার সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্ধারণ করিতে হইলে গ্রামের সকল প্রজা সম্বন্ধে তদন্ত আবশ্যক। প্রায়ই ইহা সম্ভবপর হয় না ও তজ্জন্য এই কারণে জমিদারও প্রায় খাজনা-বৃদ্ধি পান্ না।

জমির উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এই জন্য খাজানা-বৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে জমিদারকে দেখাইতে হইবে যে ৮০ ধারানুসারে এই উন্নতির কার্য্য কলেক্টর সাহেবের নিকট রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে, এই উন্নতির জন্য পূর্ব্বে আর খাজানা বৃদ্ধি করা হয় নাই, উন্নতির জন্য জমিদার কত

জমির উন্নতির জন্য খাজানা বৃদ্ধি।

টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং প্রকৃত পক্ষে প্রজারই বা কি পরিমাণ উপকার হইয়াছে।

মোকর্দ্দমার খরচ।

উপরের লিখিত আর্জির ১০ম প্রকরণে আর্জি দাখিলের পূর্ব্বে প্রজার নিকট খাজানা বৃদ্ধির প্রস্তাব ও প্রজার অসম্মতির কথা লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এইরূপ প্রস্তাব না হইয়া থাকিলে বাদী যদি ডিক্রীও পা'ন্ তথাপি ন্যায়তঃ মোকদ্দমার খরচার ডিক্রী পাইতে পারেন না।

"ইস্থ" ধার্য্যের দিন।

প্রতিবাদী-প্রজাগণের উপর সমন জারির খরচা ও আর্জির নকল দাখিল হইলে পর ঐ নকল ও নোটীস প্রত্যেক প্রজার উপর জারি হইয়া প্রথম শুনানী অর্থাৎ বর্ণনা পত্র দাখিল ও "ইস্থ" ধার্য্যের জন্য দিন স্থির করা হয়। ঐ দিন যে যে প্রতিবাদী উপস্থিত না হয়েন হাকিম প্রথম দেখেন যে তাহাদের সমন নিয়ম মত (অর্থাৎ হস্তে কিম্বা বাড়ীতে) জারি হইয়াছে কি, না। তাহার পর যে ব্যক্তি দ্বারা ঐ প্রজা পিয়াদার নিকট "নিসানদিহি" হইয়াছিল, তাহার এজাহার বা "এফিডেবীট" দ্বারা নিসানদিহি ঠিক হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকৃত ব্যক্তির উপর সমন জারি হইয়াছিল, তাহা বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রমাণিত হইলে পর ঐ প্রজার বিরুদ্ধে "এক তরফা" বিচার হইবে।

সোলেনামা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি।

যে যে প্রজা উপস্থিত হয়েন, তাহাদের যদি খাজানা বৃদ্ধি দিতে কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে উভয় পক্ষ মিলিয়া যত খাজানা-বৃদ্ধি দিতে সম্মত হয়েন, তাহার জন্য "সোলেনামা" দাখিল করিতে পারেন। হাকিম তখন প্রত্যেক প্রজাকে সম্মুখে ডাকিয়া তাহাদিগকে সোলেনামার মর্ম্ম ও তাহার আইনতঃ কি মূল্য তাহা বুঝাইয়া দিবেন ও

তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সম্মত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে তদনুসারে ডিক্রী দিতে পারেন। কিন্তু যদি দেখেন যে সোলোনামায় টাকায় ৵০ দুই আনার বেশী বৃদ্ধি আছে অথবা ১৫ বৎসরের মধ্যে একাধিক বার বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইলে তিনি দখলিস্বত্ত্ববিশিষ্ট রাইয়তের বিরুদ্ধে ঐরূপ সোলেনামা অনুসারে ডিক্রী দিবেন না। (১০৯ খ ধারার ২ প্রকরণ)। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে টাকায় ৵০ আনার বেশী খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে:—১। বাদী নিজ ব্যয়ে জমির উন্নতিকল্পে কোন কার্য্য করিয়াছেন অথচ তাহার জন্য খাজানা বৃদ্ধি লয়েন নাই। ২। বাদী প্রতিবাদ-প্রজাকে এতাবৎকাল প্রজা বলিয়া স্বীকার করেন নাই ও এখন স্বীকার করিয়া লইতেছেন। ৩। প্রতিবাদী প্রজার দখলি জমির পরিমাণ সার্ভে অনুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ কোন কারণ না থাকিলে ৵০ আনার বেশী খাজানা বৃদ্ধির সোলেনামা মঞ্জুর হইবে না ও হাকিম আইনানুসারে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিবেন।

প্রতিবাদীর বর্ণনা পত্র।

অবস্থা বিশেষে প্রতিবাদী-প্রজার আপত্তির কারণ নানা প্রকারের হইবে ও তদনুসারে তাহার বর্ণনা-পত্রও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইবে, যথা:—

বাদীর সঙ্গে. বিবাদী জমি সম্বন্ধে, প্রতিবাদীর কোন রাজা-প্রজা সম্বন্ধ নাই, যেহেতু ঐ জমি প্রতিবাদীর নিষ্কর লাখরাজ, অথবা প্রতিবাদী ঐ জমির খাজানা অপর (অমুক) জমিদারকে দিয়া থাকেন, ও রেকর্ড অব-রাইটে যে তাহাকে বাদীর অধীনে প্রজা লেখা হইয়াছে তাহা ভুল।

অথবা,

বাদী যে যে জমি বিবাদীর জমাভুক্ত লিখিয়াছেন তদ্ভিন্ন আরও জমি এই জমা ভুক্ত আছে। উহা অমুক নং খতিয়ান অমুকের নামে অমুক অমুক দাগে ভুলক্রমে রেকর্ড হইয়াছে।

অথবা,

বিবাদী জমাতে প্রতিবাদী ও তাহার পূর্ব্বাধিকারীগণ ১০ সালা বন্দোবস্তের সময় হইতে একই হারে খাজানা দিয়া দখলিকার আছেন, অতএব তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে না—তাহার স্বত্ব "মোকররী" স্বত্ব।

অথবা,

বাদীর পূর্ব্বাধিকারী অমুক, অমুক সালে এই জমার জন্য প্রতিবাদীকে "মোকররী মৌরুষী" পাট্টা লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন ও বাদী ঐ পাট্টার দ্বারা বাধ্য, এখন কোন খাজানা বৃদ্ধি পাইতে পারেন না।

অথবা,

গত ১৫ বৎসরের মধ্যে বাদী প্রতিবাদীর খাজানা......টাকা হইতে .....টাকায় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এখন পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন না।

অথবা,

বাদী জমি-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অলীক, কেন না বাদীর থোকায় বা দাখিলায় যে জমীর পরিমাণ লেখা আছে, তাহা যে কোন দিন রীতিমত জরিপ হইয়া তদনুযায়ী জমাবন্দীর বলে হইয়াছে, প্রতিবাদী এরূপ অবগত নহেন বা বিশ্বাস করেন না। প্রতিবাদী চৌহদ্দি-বদ্ধ জমি বরাবর দখল করিয়া আসিতেছেন, এবং পূর্ব্বের চৌহদ্দি ঠিক থাকায় কোন দিকে যে কাহারও জমি অন্যায় দখল করিয়া নিজের জমি বেশী করিয়াছেন এরূপ হয় নাই।

অথবা,

বাদী যে......বিঘা জমির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ৪ হাতের অনুসারে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামে ৪॥ হাতের কাঠা প্রচলিত ও ঐ ৪॥

হাতের কাঠার হিসাবে মাপ হইয়া প্রতিবাদীর জমি জমা ঠিক করা আছে।

অথবা,

প্রতিবাদীর জমির পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে কমিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য তিনি খ'জনা কমী পাইতে স্বত্ববান।

অথবা,

বাদী সমতুল্য পার্শ্ববর্ত্তী জমির নিরিখ বেশী বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

অথবা,

বাদী যে পুকুর ও বাধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার দ্বারা প্রতীবাদীর কোন জমির কোন উপকার হয় নাই।

অথবা,

বাদী যে পুকুর ও বাধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার নিম্মাণের খরচ বাদী, প্রতিবাদী ও অন্যান্য প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন। অতএব তজ্জন্য পুনরায় খাজানা-বৃদ্ধি পাইতে পারেন না।

অথবা,

বাদী যে নদীর গতির পরিবর্ত্তনের কথা আর্জিতে উল্লেখ করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ ভুল' অথবা ঐ পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতিবাদীর কোন জমির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রতিবাদী-প্রজার জবাব অনুসারে যে সকল বিচারের বিষয় উপস্থিত হয়, তাহার "ইসু" প্রস্তুত হইবে ও ঐ সকল ইসুর বিচার হইয়া ন্যায্য

খাজানা ধার্য্য হইবে।* এই সকল ইস্যু সম্বন্ধে যে ডিক্রী হইবে তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় পক্ষদিগকে বাধ্য করে ও ইহার বিরুদ্ধে জজ সাহেবের নিকট ও পরে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারে।

ডিক্রী।

১০৫ ধারার মোকদ্দমার ডিক্রী একটী সিডিউলের বা তপশীলের আকারে প্রস্তুত হয়। এই সিডিউল ডিক্রী-স্বরূপ গণ্য হইবে যদি খরচার আদেশ হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য পৃথক ডিক্রী প্রস্তুত হইবে, অথবা ঐ সিডিউলে লেখা যাইতে পারে।

প্রমাণের ভার।

১০৫ ধারার বিচারের সময় বাদী যে যে কারণে খাজানা পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া আর্জিতে প্রকাশ করেন, তাহার প্রমাণের ভার বাদীর উপর। চূড়ান্ত প্রচারিত কাগজে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা "ভুল"—প্রতিবাদীর জবাবে এইরূপ ভাবের কোন কিছু থাকিলে তাহার প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর। বাদীর আর্জিতে ঐরূপ থাকিলে প্রমাণের ভার বাদীর উপর।

---

* প্রমাণের জন্য যে যে দলিল আবশ্যক তাহা জবাব দাখিলের সঙ্গে বা আর্জির সঙ্গে দাখিল হওয়া উচিত। নতুবা যে যে দলিল দাখিল হইবে তাহার তালিকা ঐ সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে ও আদালতের অনুমতি অনুসারে শুনানীর পূর্ব্বে কোন সময় ঐ সকল দলিল দাখিল করিতে হইবে। যে সকল সাক্ষীর আবশ্যক তাহাদের সমন খরচ ও খোরাকী খরচ দাখিল করিতে হইবে ও শুনানীর দিনের পূর্ব্বেই তাহাদের উপর সমন জারী হওয়া আবশ্যক। কোনও এক পক্ষের ত্রুটীতে বা প্রার্থনায় যদি মোকদ্দমা মুলতুবী হয় ও অপর পক্ষ যদি ঐ দিন সাক্ষী ইত্যাদি লইয়া প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে মুলতুবি-খরচ দিতে হইবে। সাক্ষীগণের এজাহার লিখনের ও দলিলাদি দাখিলের নিয়ম ঠিক দেওয়ানী আদালতের ন্যায়।

১০৫ ও ১০৬ ধারার মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে ১ মাসের মধ্যে জজ-সাহেবের নিকট আপীল করা যায় ও পরে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ১০৮ ধারা অনুসারে ছানি বা রিভিসনও হয়। এ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে ও পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে।

৪০ ধারানুসার ফসল খাজানাকে নগদ খাজানা করণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ৪০ ধারা অনুসারে আসল রাইয়ত বা তাহার ভূম্যধিকারী ৷৷০ আট আনা কোর্ট-ফি দিয়া তজদিকের হাকিমের নিকট বা ১০৩ ধারার হাকিমের নিকট ভাগ জোত বা অন্য প্রকারের ফসলি খাজনাকে নগদ খাজানায় পরিবর্ত্তন করিবার প্রার্থনা করিতে পারে। যে সময়ে ১০৫।১০৬ ধারার মোকদ্দমা হইতে থাকে, সেই সময় ৪০ ধারার দরখাস্ত অনুসারেও এ্যাসিষ্টণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার তদন্ত করিয়া থাকেন। এই তদন্তের সময় হাকিম দেখিবেন যে সমতুল্য জমির জন্য গ্রামের অন্যান্য প্রজাগণ কি হারে নগদ খাজানা দিতেছে ও ফসল খাজানার প্রজাই বা গত দশ বৎসর যাবৎ ফসল হিসাবে তাহার ভূম্যধিকারীকে পরতা বার্ষিক কত টাকা দিয়াছে। ভূম্যধিকারী বা প্রজা যদি জমির উন্নতিকল্পে কোন কার্য্য করিয়া থাকে তাহার, অর্থাৎ বাধ, পুকুর, নালা প্রভৃতির, ভবিষ্যৎ-সংরক্ষণের ব্যয়ের হিসাবাদি বিবেচনা করিয়া ভাগ-জোতকে নগদ খাজানায় পরিবর্ত্তন করিবেন। যদি এই প্রকার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আপত্তি হয় তাহা হইলে অবস্থা বিচারে ঐরূপ পরিবর্ত্তন আদৌ যুক্তিযুক্ত কি না সে বিষয় তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। কোন্ শ্রেণীর প্রজা তাহা, অর্থাৎ কোর্ফা না আসল রাইয়ত বা স্বত্ব লইয়া আপত্তি হইলে, যদি ঐ সম্বন্ধে ১০৫ক বা ১০৬ ধারা অনুসারে কোন মোকদ্দমা না থাকে, তাহা হইলে হাকিমের তদ্বিষয় বিচার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এই বিচারের রায় দেওয়ানী

আদালতের ডিক্রীর ন্যায় নহে। ইহার বিরুদ্ধে ও ৪০ ধারা অনুসারে যে খাজনা ধার্য্য হয়, তাহার বিরুদ্ধে কমিশনর সাহেবের নিকট ও বোর্ড অব্ রেভিনুতে আপীল হইতে পারে। খাজানার পরিমাণ বা উহার ন্যায্যতা অন্যায্যতা সম্বন্ধে দেয়ানী আদালতে মোকদ্দমা চলে না।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের আইনের ১০৫ ধারার ন্যায় ছোটনাগপুরের আইনের ৮৫ ধারা অনুসারে দুই মাসের মধ্যে নূতন খাজানা ধার্য্যের জন্য মোকদ্দমা হইতে পারে (পঞ্চম অধ্যায় ১১৪ পৃষ্ঠা দেখ)। ডেপুটি কমিসনরের নিকট খাজানা সম্বন্ধে মোকদ্দমা করিলে যে প্রণালীতে কার্য্য হয়, রাজস্ব কর্ম্মচারীও সেই অনুসারে কার্য্য করেন। স্বত্ব ও দখল সম্বন্ধে আপত্তি হইলে তাহার "ইস্যু" করিয়া ৮৬ ধারানুসারে বিচার হইবে। সেটেলমেণ্ট অফিসর ও কমিসনরের নিকট ইহার আপীল হইবে। ৮৭ ধারানুসারে স্বত্ব লিখনের কোন বিষয় সম্বন্ধে ৩ মাস মধ্যে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট মোকদ্দমা হইতে পারে। ইহার নিয়ম পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ১০৬ ধারার ন্যায়। রাজস্ব কর্ম্মচারীর রায়ের বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল কমিসনরের নিকট আপীল করিতে হয়।

ছোটনাগপুর ৮৫ ৮৬.৮৭ ধারা।



অষ্টম অধ্যায়

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট (Petty Settlements)

কোন সমগ্র জেলার সেটেলমেণ্ট না হইয়া, যদি কোন মৌজা বা মহালের মাত্র জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ "ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট" বলে। এইরূপ সেটেলমেণ্টের কার্য্য সাধারণতঃ জমিদার বা তালুকদার অথবা অধিকাংশ প্রজাগণের দরখাস্ত অনুসারে আরম্ভ করা হয়। কোনও মৌজা বা মহালের জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে বিশেষ বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলে, তাহা দূর করিবার জন্য কলেক্টর সাহেব নিজে দরখাস্ত করিতে পারেন এবং তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্ট কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন। কোনও পক্ষ অর্থাৎ জমিদার বা প্রজা দরখাস্ত করিলে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে খরচের টাকার কতক অংশ জমা করিতে হয় এবং বাকী টাকার জন্য মুচলকা দিতে হয়, নতুবা দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হয় না। যদি স্বত্বলিপি প্রস্তুতের সময় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ভিন্ন অপর প্রজা বা ভূম্যধিকারীর দোষেই দরখাস্তকারীকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে খরচের কতক অংশ অবস্থাবিশেষে সরকার বাহাদুর ঐ সকল অপর লোকদিগের নিকট হইতে ১১৪ ধারা অনুসারে আদায় করিয়া, দরখাস্তকারীর জমা টাকা হইতে অতিরিক্ত টাকা তাহাকে ফেরত দিয়া থাকেন। কলেক্টর সাহেবের রিপোর্ট বা দরখাস্ত অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে, সমস্ত টাকাই

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট—জমিদারী মহাল।

পরিশেষে প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে ১১৪ ধারা অনুসারে আদায় করা হয়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সরকার বাহাদুর খরচের কোন অংশ বহন করেন না (৬ষ্ঠ অধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা কর)।

এই হইল জমিদারী মহাল সম্বন্ধে। এতদ্ভিন্ন সরকারী খাসমহাল বা অস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত মহালের পুনর্ব্বন্দোবস্তের সময়ও মহালবিশেষ বা মৌজাবিশেষের জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে কার্য্যবিধি কিছু বিভিন্ন প্রকারের, এই জন্য নবম অধ্যায়ে এ বিষয় বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট ও সরকারী মহাল।

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টগুলি কলেক্টর সাহেবের অধীনে একজন ডেপুটী বা সবডেপুটী কলেক্টর দ্বারা সম্পাদিত হয়। যদি বেশী কাজ হয়, তবে তাঁহার অধীনে আবশ্যক মত এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন। এই সকল কার্য্যও ডাইরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস (Director of Land Records) সাহেব তত্ত্বাবধান করেন।

তত্ত্বাবধান।

জমিদারী মহালে স্বত্বলিপির জন্য দরখাস্ত সাধারণতঃ জমিদার বা তালুকদারই করিয়া থাকেন, কেননা প্রজার হইয়া দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা প্রায় কলেক্টর সাহেবকেই করিতে হয়। জমিদার বা তালুকদার দরখাস্ত করিলে উহা ১০১ (২) ধারা অনুসারে অথবা ১০৩ ধারা অনুসারে করা যাইতে পারে (পরিশিষ্ট দেখ)। দরখাস্তকারীর স্বত্ব এবং কি কারণে তিনি এইরূপ জরিপ ও স্বত্বলিপির জন্য আবেদন করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহার বিবরণ পরিষ্কার ভাবে দরখাস্তে লেখা থাকা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন কোন্ কোন্ মৌজার জমির

জমিদারী মহালের জরিপ ও স্বত্বলিপির জন্য দরখাস্ত।

স্বত্বলিপির আবশ্যক, জমির মোট পরিমাণ যতদূর জানা থাকে, প্রজার সংখ্যা, মোটহস্তবুদও লিখিয়া দিতে হইবে। ১০২ (ক) ধারার লিখিত কোন্ কোন্ বিষয় স্বত্বলিপির আবশ্যক, তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে। দরখাস্ত জেলার কলেক্টর সাহেবের নিকট করিতে হয়, তিনি খরচের হিসাব করিয়া, তাহার কতক অংশ জমা লইয়া দরখাস্ত ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ১০১ (২) ধারা অনুসারে দরখাস্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের আদেশ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। ১০৩ ধারা অনুসারে হইলে কমিশনর সাহেবই আদেশ দিতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জমিদারী মহাল সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট ও সমগ্র জেলার সেটেলমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীতে কোন পার্থক্য নাই, তবে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা আছে। নিম্নে তাহা বলা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট দুই প্রকারের হইতে পারে :—

(১) যেখানে কোন সমগ্র মৌজার জরিপ হইয়া জমাবন্দী প্রস্তুত হয়।

(২) যেখানে কোন সমগ্র মৌজার কার্য্য হয় না, কেবল উহার অন্তর্গত কোন মহাল বা তালুক বা জমিবিশেষের বন্দোবস্ত হয়।

প্রথম প্রকারের সেটেলমেণ্ট ঠিক সমগ্র জেলার ন্যায়ই হইবে, কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সেটেলমেণ্টে এক একটি মৌজাকেই মূল বলিয়া ধরা হয়। তবে ট্রাভার্স-সার্ভে থিওডোলাইট দিয়া না হইয়া প্লেন-টেবল্ দিয়া করা হয়। ডিমারকেসন, বাউণ্ডারী, সীমানাবিবাদ প্রভৃতি সমগ্র জেলার বন্দোবস্তের ন্যায়ই হইবে। পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার জমিদার ও ভূম্যধিকারী-গণের সতর্ক থাকা আবশ্যক, যেন তাহাদের কোন জমি বন্দোবস্তী

সমগ্র মৌজার জরিপ।

মৌজার সামীল হইয়া জরিপ না হয়। এই জন্য জরিপ আরম্ভের পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগের অবগতির জন্য সাধারণ ইস্তাহার ঐ সকল গ্রাম সমূহে, থানায়, রেজেষ্ট্রী আফিসে ও সদর কাছারিতে দিবার নিয়ম আছে। বন্দোবস্তী মৌজার আভ্যন্তরিক স্বত্বলিখন সম্বন্ধে পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার জমিদারদের কোন সংস্রব নাই।

দ্বিতীয় প্রকারের সেটেলমেণ্টের সময় যদি দেখা যায় যে, মৌজার প্রায় সমস্ত জমিরই বন্দোবস্ত হইবে, তাহা হইলে সমগ্র মৌজার জরিপ করিয়া পরে যে জমি বাদ যাইবে, তাহা বাদ দিয়া গেলে কাজের সুবিধা হয়। আর যদি মৌজার আভ্যন্তরিক নানাস্থানে ছড়ান অল্প জমির সেটেলমেণ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল জমির জমিদার ও ভূম্যধিকারীগণ আপন আপন দখলি জমির চতুষ্পার্শ্বে প্রত্যেক কোণ ও বক্রস্থানে খুটা পুতিয়া "ডিমারকেসন" করিবেন। আমীন ঐরূপ খুটা দ্বারা বেষ্টিত যতগুলি "চক" পাইবেন, তাহার জরিপ করিবেন ও কাগজাদি প্রস্তুত করিবেন। এক "চক" হইতে অপর "চকের" দূরত্ব মাপিয়া "স্কেল" মত তাহা নক্সায় দেখাইয়া দিবেন। জরিপি জমির নিকটে কোন স্থায়ী চিহ্ন, যথা—রাস্তা, পুকুর, বাঁধ, মন্দির, বড় পুরাতন বৃক্ষ থাকিলে, তাহাও নক্সায় দেখাইয়া যাইবেন। যে সকল জমির বন্দোবস্ত হইবে, তাহার পার্শ্বস্থ ভূম্যধিকারীর সঙ্গে সীমানা বিবাদ প্রায়ই হইবে। তাহা সীমানা বিবাদের ন্যায় গ্রহণ করিলে ভাল হয়। পার্শ্বস্থ ভূম্যধিকারীকে জরিপের সময় সতর্ক থাকা উচিত যেন তাহার কোন জমি জরিপভুক্ত না হয়। ঐরূপ হইলে তৎক্ষণাৎ সীমানাবিবাদ দাখিল করা কর্ত্তব্য।

ছিটে জমির জরিপ।

যে জমিদারের জমির সেটেলমেণ্ট হয়, তিনি যদি সমস্ত জমিতে দখলিকার থাকেন ও ঐ মহালের কোন্ জমি কোথায় আছে, তাহা

অবগত থাকেন, তাহা হইলেই উপরোক্ত নিয়মে কার্য্য হইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে সকল জমিদার এইরূপ ছিটা মহালের জরিপ ও বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করেন, তাহারা কলেক্টরী বা দেওয়ানী নীলামে জমিদারী খরিদ করিয়াছেন এবং ঐ জমিদারীর অন্তর্গত কোন্ জমি কোথায় আছে, তাহা নিজেরাই জানেন না, অথবা তাঁহাদের কাছে এমন কোন পুরাতন কাগজ বা দলিল নাই, যাহা দ্বারা উহা জানিতে পারেন। প্রজাগণও কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জমিদার বলিয়া মানিতে চায় না। এইরূপ স্থলে জরিপের কাজ প্রকৃত পক্ষে "থাকবস্ত" নক্সা ভাঁওড়াইয়া সরেজমিনে কোন্ কোন্ জমি ঐ জমিদারের মহালভুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করা। এইরূপ অবস্থায় জমিদারকে পূর্ব্বে খুটা পুতিয়া "ডিমারকেসন" করিতে বলা বিড়ম্বনা মাত্র। আমীন যখন থাকবস্ত ম্যাপ ভাঁওড়াইবেন তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের লোক ঐ সকল জমির চতুষ্পার্শ্বে খুটা পুতিয়া দিবেন। এই খুটা দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারী বা ঐ জমির প্রজা জানিতে পারিবেন যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ কোন্ জমি দাবী করা হইতেছে। যদি "থাক ভাঁওড়ানে" কোন ভুল থাকে, এই সময়ই তাহা ঠিক হইয়া যাওয়া আবশ্যক ও জরিপ কর্ম্মচারীর এ বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এইরূপ জরিপ বিশেষ বিচক্ষণ আমিনের দ্বারা হওয়া উচিত। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই প্রকার "ছিটা" জমি বাহির করিতে ব্যয় অনেক পড়িয়া যায়। কেননা হয়ত এক বিঘার একটি "চক" নির্দ্ধারণ করিতে আমিনকে ৭।৮ দিন মৌজায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া অনেক জরিপ করিয়া তবে বাহির করিতে হইবে।

থাক-নক্সা ভাঁওড়ান।

একবার জমি নির্দ্ধারণ হইয়া গেলে, খানাপুরী ও তজদিক সাধারণ নিয়ম অনুসারে হইবে। কয়েকটি বিষয় পার্থক্য আছে,—

(১) সব সময় কাননগু দ্বারা পৃথকরূপে মাঠ-বুঝারত হয় না, তজদিক হাকিম বুঝারত ও তজদিক একই সঙ্গে করেন এবং এই জন্য অনেক সময় বুঝারত মাঠে যাইয়া করা সম্ভবপর হয় না।

(২) স্বত্বলিপি ছাপান না হইয়া হাতে লেখা হয়, প্রজা ও ভূম্যধিকারীকেও হাতে লেখা স্বত্বলিপির নকল দেওয়া হয়।

যদি দেখা যায় যে, "থাকবস্ত" অনুসারে যে জমি, যে মহালভুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা অন্য মহালের জমিদারের দখলে আছে, তাহা হইলে, দখল অনুসারে সেটেলমেণ্টের কাগজ প্রস্তুত হইবে ও ইহাও প্রকাশ রাখিতে হইবে যে, থাকবস্ত অনুসারে এই সকল জমি অমুক অমুক চক্‌ভুক্ত অমুক মহালের অন্তর্গত। পরে পক্ষগণকে স্বত্বের মোকদ্দমা করিয়া দখল লইতে হইবে। এইরূপ মোকদ্দমা ১০৬ ধারা অনুসারে হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও ঐরূপ মোকদ্দমা দায়ের হইলে দেওয়ানী আদালতে বিচারের জন্য পাঠান যাইতে পারে।

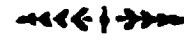
থাক-নক্সা হইতে ছিটা জমি ভাঁওড়াইতে হইলে, ইহা "কম্পাস" দ্বারা অথবা "প্লেন্‌টেবল্" দ্বারা হইতে পারে। "কম্পাস" দ্বারা জরিপ হইলে, কম্পাসের "ভেরিয়েসন" ঠিক করিয়া লইয়া জরিপ করা নিতান্ত আবশ্যক। যদি থাকবস্তের সময় কম্পাসের ভেরিয়েসন ২॥ ডিগ্রী পূর্ব্ব থাকিয়া থাকে ও এখন যদি ৩° পূর্ব্ব হয়, তাহা হইলে, থাকবস্ত ফিল্ড-বুকের "বেয়ারিং" এর সঙ্গে ½ ডিগ্রী করিয়া বিয়োগ করিয়া বর্ত্তমান "বেয়ারিং" ঠিক করিতে হয়। "কম্পাস" জরিপের অনেক দোষ ও বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার হইলেও নানা প্রকার ভুল হইবে। এই জন্য প্লেনটেবল্ দিয়া জরিপ হওয়া উচিত। কিন্তু প্লেনটেবল্ দিয়া থাক-নক্সা ভাঁওড়াইতে হইলে, শুধু থাক-নক্সা যে ভাবে অঙ্কিত আছে, তাহার

উপর নির্ভর করা উচিত নহে। থাকের ফিল্ড-বুক পুনরায় "প্লট" করিয়া প্রথম ঠিক করা উচিত যে, থাকনক্সায় "প্লটিং" ঠিক আছে কিনা। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, থাকের ফিল্ডবুক এক রকম ও নক্সা অন্য প্রকার।

খরচ আদায় সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যেরূপ লেখা হইয়াছে, ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্টেও সেই নিয়ম। তবে সরকার বাহাদুর আর।• আনা অংশ বহন করেন না। সমস্ত খরচই প্রজা ও ভূম্যধিকারীকে বহন করিতে হয়। যদি কোন পক্ষের দরখাস্ত অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা হইলে বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে, অপর কোন পক্ষের নিকট হইতে খরচ বা অংশ আদায় হয় না।



নবম অধ্যায়



সরকারী মহাল

সরকারী মহাল দুই প্রকারের :—

সরকারী মহাল কি ?

(১) খাসমহাল অর্থাৎ যাহার জমিদারী-স্বত্ব সরকার বাহাদুরে বর্ত্তিয়াছে।

(২) অস্থায়ী বন্দোবস্তী জমিদারী মহাল অর্থাৎ যে সকল জমিদারী মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইয়া ৫ বৎসর, ১০ বৎসর বা ১৫ বৎসর বা ঐরূপ কোন মিয়াদের জন্য জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই উভয় প্রকার সরকারী মহাল সম্বন্ধেই সময় সময় (অর্থাৎ এক এক মিয়াদ অন্তে) নূতন করিয়া রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য অধীনস্থ সকল শ্রেণীর প্রজা ও ভূম্যধিকারীর দেয় খাজানা ও তাহাদের স্বত্ব ঠিক করিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জরিপ ও স্বত্বলিপির আবশ্যক হয়। সরকারী মহাল সম্বন্ধে এইরূপ স্বত্বলিপি প্রস্তুত দুই প্রকারে হইতে পারে * :—

সরকারী মহালের স্বত্ব-লিপির আইন।

(ক) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫।৮ আইন) অনুসারে।

(খ) পুরাতন আইন (১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন) অনুসারে।

---

* দারজিলিং, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ও সুন্দরবনের জন্য বিশেষ আইন আছে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে সরকারী মহালের জরিপ ও স্বত্বলিপি সম্বন্ধে ট্রাভার্স হইতে ১০৩ক ধারার আপত্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু প্রজা ও ভূম্যাধিকারীর নূতন খাজানা ১০৫ ধারা অনুসারে চূড়ান্ত প্রচারের পর পক্ষদিগের দরখাস্ত মত সাব্যস্ত না হইয়া, উহার পূর্ব্বেই উহা ঠিক করিতে হয় (অর্থাৎ কোন দরখাস্তে লাগে না) এবং নূতন খাজানা স্বত্বলিপিভুক্ত হইলে পর স্বত্বলিপি চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হয় (১০৪ ধারা)। এই নূতন জমাবন্দী তজদিকের সময়ই প্রস্তুত করা হয় এবং স্বত্বলিপির সঙ্গে উহারও প্রাথমিক প্রচার Draft Publication করা হয় (১১৬ পৃঃ দেখ)। স্বত্বলিপি সম্বন্ধে যেমন ১০৩ ক ধারানুসারে এক মাসের মধ্যে আপত্তি দাখিল করা যায়, এই জমাবন্দী সম্বন্ধেও ঐ এক মাস মধ্যে আপত্তি দাখিল করা যায়। অধিকন্তু ঐ আপত্তি নিষ্পত্তির তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে বোর্ড অব রেভিনুতে পুনরায় আপীল করা যায়। ইহার পর জমাবন্দী চূড়ান্ত হয় ও স্বত্বলিপির সহিত চূড়ান্তরূপে প্রচারিত হয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আর ১০৬ ধারার মোকদ্দমা হইতে পারে না। ছয় মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে ১০৪ এইচ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দায়ের করা যায়, কিন্তু তাহাতেও কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণের জন্য পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করা যায়, অন্য কোন কারণে খাজানার পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করা যায় না, যথা :—

চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে নূতন খাজানা নির্দ্ধারণ।

জমাবন্দী সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা।

(ক) বিবাদী জমি খাজানা ধার্য্যের যোগ্য নহে।

(খ) জমি সরকারী মহলে ভুক্ত নহে।

(গ) রাজা প্রজা সম্বন্ধ নাই।

(ঘ) প্রজার শ্রেণী বিভিন্ন।

(ঙ) যে দিন হইতে খাজানা আমলে আসিবে তাহা ঠিক নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

(চ) বিবাদি জমির বিশেষ স্বত্ব ঠিক লেখা হয় নাই।

উপরের কোন বিষয় বিচারের পর আদালত যদি দেখেন যে জমি সরকারী মহল ভুক্ত এবং খাজানার যোগ্য তাহা হইলে তিনি হয় ধার্য্য খাজানা ঠিক বলিয়া সব্যস্ত করিবেন, নতুবা নূতন ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিয়া দিবেন। এইরূপে দেওয়ানী আদালত দ্বারা পরিবর্ত্তিত খাজানা, অথবা যদি দেওয়ানী অদালতে মোকদ্দমা না হইয়া থাকে, চূড়ান্ত স্বত্ব-লিপিতে লিখিত খাজানা দ্বারা প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্পূর্ণরূপে বাধ্য। * দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য দেয় খাজানার পরিবর্ত্তন বা আর কোন পরিবর্ত্তন সাব্যস্ত হইলে তাহাও চূড়ান্ত স্বত্বলিপি ভুক্ত হইয়া খেওট ও খতিয়ানে লিখিয়া দেওয়া হয়।

১০৫ ধারার মোকদ্দমার সময় যে যে কারণে প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা কম করা যাইতে পারে বলিয়া লেখা হইয়াছে (১৩৩ পৃঃ দেখ)

জমাবন্দী প্রস্তুতের প্রণালী।

তজদিকের সময় রাজস্ব কর্ম্মচারী যে সরকারী মহলের প্রজার খাজানার পরিবর্ত্তন করেন তাহাও ঠিক ঐ সকল নিয়ম অনুসারে। কেবল কার্য্য প্রণালীর বিভিন্নতা আছে। ১০৬ ধারা অনুসারে মোকদ্দমার সময় দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার ন্যায় বিস্তৃত প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু ১০৪ ধারা অনুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারী সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ও পূর্ব্ব খাজানার হার, পার্শ্ববর্ত্তী হার, শষ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ও নদীর গতির পরিবর্ত্তনের জন্য

---

* দুইবৎসরের মধ্যে বোর্ড অব রেভিনু ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন বটে কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমা হইয়া থাকিলে আর তাহা পারেন না।

উর্ব্বরতার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া প্রজাদিগের নিকট নূতন ন্যায্য খাজানার প্রস্তাব করেন। এইরূপে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই প্রজার সম্মতি মতই নূতন খাজানা ঠিক করা হয়। অন্যথায় তিনি সরাসরি মত তদন্ত করিয়া খাজনা পরিবর্ত্তনের হেতু সকল বিস্তারিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া নূতন জমাবন্দী প্রস্তুত করেন। তাঁহার রায় ও নূতন জমাবন্দী উপরিস্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট মুঞ্জুরীর জন্য পাঠান হয়। ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ সাহেবের অধীনে হইলে তাঁহার মুঞ্জুরী আবশ্যক, নতুবা কমিশনর সাহেব মুঞ্জুর করেন। এইরূপে জমাবন্দী মুঞ্জুর হইলে পর উহা চূড়ান্ত স্বত্বলিপির সামীল করা হয়।

জমাবন্দী মঞ্জুরী।

সরকারী মহলের জমাবন্দী প্রস্তুতের সময় সাধারণতঃ জমীর শ্রেণী বিভাগের উপর ন্যায্য হার অনুসারে খাজানা হিসাব করা হয়। এইজন্য জমির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। অনেক স্থানে প্রজাদিগের মধ্যে পঞ্চায়েতি করিয়া বিনা বিবাদে জমির প্রকৃত রকম ঠিক করা যায়। আপত্তি হইলে তৎসম্বন্ধে নিয়মমত বিবাদ বা আপত্তি উত্থাপন করা উচিত। জমির রকম বর্ণন ও জমাবন্দী সম্বন্ধে আপত্তির বিচার ১০৩ক ধারার ন্যায় হইয়া থাকে (১১৭ পৃঃ দেখ). তবে অনেক সময় সেটলমেণ্ট অফিসর নিজেই এই সকল আপত্তির নিষ্পত্তি করেন।

জমীর শ্রেণী অনুসারে হার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮৮৫।৮ আইন ভিন্ন ও খাস মহলের বন্দোবস্ত করিবার অন্য আইন আছে, যথা ১৮২২।৭ আইন ও ১৮২৫।৯ আইন। এই আইন অনুসারেও সকল প্রজার জমী, জমা, স্বত্বাদি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। ১৮৮৫ সালের খাজনা আইন বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি খাজনা আইন দ্বারা

রেগুলেসন্ বন্দোবস্ত।

১৮২২ সালের ৭ আইন অথবা ১৮২৫ সালের ৯ আইন রদ করা হয় নাই। অতএব সমস্ত খাস মহলেই এই দুই আইন অনুসারে স্বত্বলিখন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু খাজনা আইন দ্বারা চাষী প্রজাদিগকে যে যে স্থানে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন চলে সেই স্থানে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারা অনুসারে প্রজার খাজনা কমী বেশী করিবার ক্ষমতা রাজস্ব কর্ম্মচারীর নাই। অর্থাৎ ১৮২২।৭ আইন অনুসারে বন্দোবস্ত হইয়া যদি প্রজার খাজানা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ঐ প্রজার নিকট হইতে কবুলতি লইতে হইবে এবং এই কবুলতি ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ২৯ ধারা অনুসারে (১০৩পৃষ্ঠা দেখ, অর্থাৎ যদি সরকার হইতে জমীর কোন উন্নতি করা না হইয়া থাকে, মাপেও জমী না বাড়িয়া থাকে তাহা হইলে), টাকায় ৵০ আনার বেশী খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না। যে জমী সম্বন্ধে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন চলে না, যথাঃ— মিউনিসিপালটির অন্তর্গত বাস্তু ইত্যাদি, সেই সব জমী সম্বন্ধে রাজস্ব-কর্ম্ম-চারী ১৮২২।৭ আইনের ১৪ ধারা অনুসারে * খাজনা কমি-বেশী করিয়া ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারেন (6 C, L. R. p. 365)। ধার্য্য খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে কমিশনর সাহেব ও বোর্ড অব্ রেভিনুতে আপীল হইতে পারে, কিন্তু কোনপ্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা চলে না। কেবল স্বত্ব সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলে এবং প্রজা ঐরূপ মোক-দ্দমা না করিলে ১৮২২ ও ১৮২৫ সালের আইন অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সত্বাদি ও খাজনা বলবৎ থাকিবে (১৮২২।৭ আইনের ১৪ ধারা)। যদি প্রজার মোকররীস্বত্ব না হয়, ও তথাচ সে ঐ প্রকারে ধার্য্য খাজনা দিতে অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহাকে দেওয়ানী

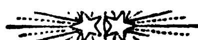
---

* প্রত্যেক প্রজাকে পক্ষ করিয়া ও সম্ভবমত পৃথক নথি করিয়া স্বত্বাস্বত্ব ও খাজনা সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক (22 W. R. page 455)।

আদালতের সাহায্যে (অন্যথা নহে) উচ্ছেদ করা যাইতে পারে; অথবা সার্টিফিকেট দ্বারা ১৮২২।৭ আইন অনুসারে ধার্য্য খাজনা আদায় করা যাইতে পারে। ১৮২২।৭ আইন অনুসারে বন্দোবস্তের প্রণালী পূর্ব্বে যেরূপ লেখা হইয়াছে কতকটা সেইরূপ কিন্তু ইহাতে তজদিক বা ১০৩ ধারার ন্যায় আপত্তির বা চূড়ান্ত প্রচারাদির নিয়ম নাই, এই জন্য আইনতঃ ইহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

স্বত্বলিপির নকল ও খরচ।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে সরকারী মহালের স্বত্বলিপি ও জমাবন্দী প্রস্তুত হইলে উহারও নকল ইত্যাদি পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়। কিন্তু তজ্জন্য প্রজা বা ভূম্যধিকারীকে কোন খরচ বহন করিতে হয় না, সমস্ত খরচই সরকার বাহাদুর বহন করেন। তবে যদি সমগ্র জেলার সেটেলমেণ্টের সঙ্গে জমাবন্দী না হইয়া কোন সরকারী মহালের মাত্র স্বত্বলিপি প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে, অন্য জমিদারী মহালের ন্যায় প্রজার নিকট হইতে খরচের অংশ আদায় করা যাইতে পারে।



দশম অধ্যায়



দিয়াড়া বা চর জমির বন্দোবস্ত

ইংরাজী ১৭৯৩ সালে (বাঙ্গালা ১২০০) যখন জমিদারদিগের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন বড় বড় নদ নদীর তলস্থ জমি কোনও জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয় নাই। উহা নূতন রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য থাকিয়া যায়। পরে যখন ক্রমশঃ নদীর গতির পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, তখন ঐ তলস্থ জমি উন্নত হইয়া ক্রমে আবাদী জমিতে পরিণত হয় ও নদীর জল জমিদারের জমিদারীভুক্ত জমির উপর দিয়া বহিতে থাকে। অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের সময় যে জমি নদীর তলস্থ ছিল, উহা আবাদযোগ্য হইয়া, সরকারের খাস মহলে পরিণত হয় ও জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির উপর দিয়া নদী বহিতে থাকায়, উহার আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমিয়া যায়। এইরূপে কত জমি নূতন রাজস্ব ধর্য্যের যোগ্য স্বরূপ উদ্ভব হয় ও জমিদারের কত জমি নদী সীকস্থ হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ছোট লাট বাহাদুর ১৮৪৭ সালের ৯ আইন অনুসারে বড় বড় নদ নদীর জরিপ করাইবার আদেশ দিয়া থাকেন, ইহাকেই "দিয়াড়া" সার্ভে বলে। একবার এইরূপ জরিপ হইলে, এই আইন অনুসারে ১০ বৎসরের মধ্যে পুনরায় ঐ প্রকার জরিপের আদেশ হইতে পারে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বড় বড় নদীর হয় নাই।

দিয়াড়া সার্ভের উদ্দেশ্য।

"দিয়াড়া" সার্ভে দ্বারা যে সকল জমি জমিদারের বন্দোবস্তী মহালের বহির্ভূত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, সরকার হইতে ১৮২২।৭ আইন অনুসারে ঐ সকল নূতন জমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে ঐ সকল জমির দখলিকার প্রজা ও ভূম্যধিকারীগণের নাম, ধাম, স্বত্বাদি প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার প্রণালী পূর্ব্বে "খানাপূরী" অধ্যায়ে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তদনুসারে হইবে ও সমস্ত জমি "রকমওয়ারী" (১০ম অধ্যায় দেখ) করিয়া চিঠায় ও খতিয়ানে লিখিতে হইবে। কলেক্টর সাহেব এই সকল জমির জন্য নূতন মহাল ও তৌজী নম্বর পত্তন করিয়া "উপযুক্ত" ব্যক্তির সহিত "ইজারা" বন্দোবস্ত করেন অথবা খাস তহশীলে রাখেন। জমির রকমওয়ারী ও পার্শ্ববর্ত্তী জমির খাজানার হার অনুসারে মহালের যে হস্তবুদ হয়, তাহার উপর শতকরা ৭০৲ হইতে ৮০৲ টাকা রাজস্ব স্বরূপ ধার্য্য করা হয়।

দিয়াড়া চর খাস মহাল হইলে কাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত হইবে।

উপরে যে "উপযুক্ত" ব্যক্তির কথা লেখা হইয়াছে ঐ "উপযুক্ত ব্যক্তি" কে—তাহা ঠিক করিবার জন্য ১৮২৫ সালের ১১ আইনে ও মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে যেরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে লেখা গেল :—

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দিয়াড়া।

১। যে মৌজার বা মহালের সংলগ্ন চর জমী সৃজন হয় ঐ মৌজার জমিদার ঐ চরের বন্দোবস্ত পাইবার প্রধান হক্‌দার।

২। যদি ঐরূপ চরের সহিত ২।৩ বা ততোধিক জমিদারীর মহালের জমি সংলগ্ন থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক জমিদারীর বা মহালের মালিক আপন জমির সংলগ্ন সোজাসুজি লাইন টানিয়া গেলে চরের যে অংশ উহার মধ্যে আইসে তিনি ঐ অংশের হক্‌দার।

৩। যদি ঐ প্রকার জমিদার বন্দোবস্ত না লয়েন তাহা হইলে কলেক্টর সাহেব বাহিরের অপর লোকের সহিত ঐ জমির বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিন্তু সংলগ্ন জমিদারীর মালিক "মালিকানা" স্বরূপ চর-মহলের রাজস্বের উপর শতকরা ৫ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত কলেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাইবেন।

৪। যদি ঐ প্রকারের চর কোন মহালের সংলগ্ন না হইয়া দ্বীপের ন্যায় নদীর মধ্যস্থলে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে :—

(ক) যদি ঐ দ্বীপ এমন হয় যে নদীর কোন পাহাড় হইতে উহাতে হাঁটিয়া যাওয়া যায় না, অর্থাৎ যদি চতুর্দ্দিকে "আঠাঁই" জল থাকে, তবে কোন জমিদারই উহার বন্দোবস্ত পাইবার দাবী করিতে পারেন না। কলেক্টর সাহেব আপন ইচ্ছামত যে ভাবে হয় বন্দোস্ত করিতে পারেন।

(খ) যদি ঐ দ্বীপের কোন এক দিকে "অঠাঁই" জল না থাকে, তাহা হইলে সেই দিকের জমিদাব বা মালিক বন্দোবস্ত পাইতে পারেন।

(গ) যদি এমন হয় যে, নদীর দুই পাহাড় হইতেই ঐ দ্বীপে হাঁটীয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে, নদীর মধ্যস্থান দিয়া লম্বভাবে লাইন টানিলে (Line of middle thread) যে অংশ যে দিকে যায় সেই অংশের বন্দোবস্ত সেই দিকের জমিদার পাইবেন।

৫। যদি দ্বীপ না হইয়া নদীর সমস্ত তলদেশই এই ভাবে ভরাট হইয়া যায়, তাহা হইলে উভয় পার্শ্বের মালিকই উপরোক্ত মধ্যবর্ত্তী "রেখা" অনুসারে বন্দোবস্ত পাইবেন।

৬। যদি হঠাৎ নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করে ও একেবারে (অর্থাৎ ক্রমশঃ করিয়া নহে) দূরে অন্য স্থান দিয়া প্রবাহিত

হইতে আরম্ভ করে, উহা উপরোক্ত (৫) নিয়ম অনুসারে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কলেক্টর সাহেব "উপযুক্ত ব্যক্তির" সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া অন্যায়রূপে * অপর লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিলে ঐ ব্যক্তি কমিশনর সাহেব ও পরে বোর্ড অব রেভিনুতে আপীল করিতে পারেন। ইহাতেও অসন্তুষ্ট হইলে দেওয়ানী আদালতে নালিস করিতে পারেন। এইরূপ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যদি ১০০০৲ টাকার বেশী রাজস্ব হয়, তাহা হইলে কমিশনর সাহেবের মঞ্জুরী আবশ্যক। ৫০০০৲ টাকার বেশী হইলে, বোর্ড অব রেভিনুর মঞ্জুরী আবশ্যক। ১০০০৲ টাকার কম হইলে, কলেক্টর সাহেবের মঞ্জুরীই যথেষ্ট। কিন্তু সকল মূল বন্দোবস্ত সম্বন্ধেই বোর্ডের মঞ্জুরী আবশ্যক।

কলেক্টর সাহেব যে সময় সময় ছোট ছোট চর জমি জরিপ করিয়া, উহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তাহাও উপরোল্লিখিত আইন ও নিয়ম অনুসারে। কোনও নদ নদীর সমস্ত দৈর্ঘ্য বা কতক অংশ জরিপ করিতে হইলে, ছোট লাট বাহাদুর ১৮৪৭।৯ আইন অনুসারে কলিকাতা গেজেটে আপনার আদেশ প্রচারিত করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "দিয়াড়া সার্ভের" প্রধান উদ্দেশ্য এই—১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের সময় নদী কোন্ স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল,

---

* কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে কলেক্টর সাহেব স্বত্বের বিচার করিতে পারেন না। যদি প্রকৃত হকদার ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন জমিদার ঐ চরের দখলকার হয়েন এবং স্বত্বাধিকারী বলিয়া দাবী করেন, তাহা হইলে কলেক্টর সাহেব তাহাকে বেদখল করিতে পারেন না, তাহারই সঙ্গে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেন এবং অপর পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে গিয়া স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া যাহা করিতে হয় করিতে হইবে।

তাহা নির্দ্ধারণ করা। যদি ঐ সময়ের কোন জরিপি নক্সা বা ম্যাপ থাকিত, তাহা হইলে উহা সরেজমিনে "ভাঁওড়াইলেই" ঐ সময়ের নদীর স্থান ঠিক করা যাইতে পারিত। কিন্তু ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের সময় কোন নক্সা প্রস্তুত হয় নাই। উহার ৫০ বৎসর পরে "রেভিনু সার্ভে" (১৮৪৪ সাল হইতে ১৮৭৫ সাল) আরম্ভ হয়। এই "রেভিনু সার্ভে" ম্যাপে নদীর যেরূপ গতি দেখান আছে, অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলে, উহাকেই ঐ নদীর ১৭৯৩ সালের গতি বলিয়া, আইন অনুসারে ধরা হয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি "রেভিনু সার্ভের" পূর্ব্বকার কোন নক্সা বা কাগজ দ্বারা ভিন্নরূপ প্রমাণ করিতে পারেন, তবে তাহা ভিন্ন কথা। অনেক সময় ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮৪০ সালের মধ্যে সরকার হইতে নদীর স্থানে স্থানে জরিপ হইয়াছে, এই সকল জরিপি নক্সা এই সময় কাজে আসিতে পারে। সাধারণতঃ "দিয়াড়া সার্ভের" সময় "রেভিনু সার্ভে" অনুসারে নদীর গতি সরেজমিনে "ভাঁওড়ান" হয় ও নক্সার উপর "বর্ত্তমান নদীর গতি" ও "রেভিনু সার্ভের নদীর গতি" বরাবর দেখাইয়া দেওয়া হয়। সরেজমিনের উভয় পার্শ্বে পাথরের স্তম্ভ পুতিয়া "রেভিনু সার্ভের" নদীর স্থান নিদর্শন করিয়া দেওয়া হয়। এই দুই সারি স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহাই নূতন রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য। এই মধ্যবর্ত্তী জমির নক্সা মৌজা মৌজা করিয়া প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক ও উহাতে প্রত্যেক দাগ জমি দেখান আবশ্যক ও পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে দখলিকার প্রজা ও ভূম্যধিকারীর নাম, ধাম ইত্যাদি খানাপূরী করিয়া, চিঠা ও খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

এইরূপে জরিপ ও খনাপূরী করিতে হইলে নদীর উভয় পার্শ্বের জমিদার ও প্রজাদিগের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক ও মৌজার ত্রিসীমানা ও অন্যান্য "স্থায়ী চিহ্ন" যাহা ধরিয়া "রেভিনু সার্ভের" নক্সা 'ভাঁওড়ান'

যাইতে পারে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে, ১৮৭৫ সালের ৭ আইন অনুসারেও ছোটলাট বাহাদুর আদেশ প্রচার করেন। "জরিপের হাকিম" এই আইনের ৭ ধারা ও ৯ ধারা অনুসারে নোটীস বা তলবানা ও ৫১ ধারানুসারে জরিমানা করিয়া আবশ্যকীয় ব্যক্তিগণকে হাজির করাইতে পারেন।

"দিয়াড়া সার্ভের" সময় দুই প্রকারের বিবাদ পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণ করিয়া থাকেন :—১। "রেভিনু সার্ভে ম্যাপ" স্বীকার করা করা হয় কিন্তু উহা "ভাঁওড়ান" ঠিক হয় নাই বলিয়া আপত্তি হয়। ২। "রেভিনু সার্ভে ম্যাপ"ই স্বীকার করা হয় না।

সীমানা বিবাদ।

১। "রেভিনু সার্ভে ম্যাপ" ভাঁওড়ান সম্বন্ধে আপত্তি হইলে ১৮৭৫।৭ আইনের "বাউণ্ডারী ডেস্পুটের" ন্যায় পৃথক "বাউণ্ডারী ডেস্পুট"-নথি করিয়া লইলে ভাল হয়। উহাতে সরকারী আমীনের নিদর্শিত-সীমানা ও জমীদারের দাবী কৃত সীমানা ভিন্নভিন্ন রং দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখান আবশ্যক। পরে রেভিনু অফিসার সরেজমীনে তদন্তপূর্ব্বক ও জমীদারের লোকের সম্মুখে "রেভিনু সার্ভে" নক্সা "চেক্" করিয়া আপন রায় প্রকাশ করিবেন ও তদনুসারে পাথর পুতিয়া সীমানা নির্দ্দেশ করিবেন। বিচারে কাহারও আপত্তি হইলে তিনি কলেক্টর সাহেবের নিকট ও পরে কমিশনর সাহেব ও বোর্ড অব রেভিনুতে আপীল করিতে পারেন। ইহাতেও অসন্তুষ্ট হইলে দেওয়ানী আদালতে নালিস করিতে পারিবেন। অনেক সময় "রেভিনু সার্ভে" স্বীকার না করিয়া জমিদার "থাকবস্ত" অনুসারে মহালের সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু "চর" জমীতে অর্থাৎ যেখানে সরেজমীনের নিকটে কোন স্থায়ী পুরাতন চিহ্ন পাওয়া যায় না সেই সকল স্থানে "থাকবস্ত" হইতে রেভিনু

সার্ভে”ই বেশী বিশ্বাসযোগ্য, কেননা রেভিনু সার্ভে সূক্ষ্ম জরিপ-প্রণালীতে করা হয়, থাকবস্ত সাধারণ আমীন “কম্পাস” দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

২। জমিদার যদি “রেভিনু সার্ভে” অনুসারে মহালের সীমানা নির্দ্দেশ বিষয়ে আপত্তি করেন তাহা হইলে তাহার প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর অর্থাৎ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে রেভিনু ম্যাপে নদী যে স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল বলিয়া দেখান আছে প্রকৃতপক্ষে দশসালা বন্দোবস্তের সময় ঐ স্থান জমিদারী মহালের সামিল ছিল ও উহার জন্য রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল।

যে যে স্থায়ী চিহ্নের বলে “রেভিনু সার্ভে” নক্সা “ভাঁওড়ান” হয় ঐ সকল স্থায়ী চিহ্ন “দিয়াড়া সার্ভের” নক্সায় সঠিক মত দেখাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অনেক আমীন এইরূপ চিহ্ন নক্সায় দেখাইয়া দেয় না, তাহাদের নক্সা একেবারেই নামঞ্জুর করা উচিত ও ঐ প্রকার কার্য্যের জন্য তাহারা এক পয়সা মজুরী পাইতে পারে না। এরূপ চিহ্ন দেখান না হইলে নক্সা ভাঁওড়ান ঠিক হইয়াছে কি, না বুঝিবার কোন উপায় থাকে না। যে সকল স্থায়ী চিহ্ন “রেভিনু সার্ভে”র ম্যাপে অঙ্কিত আছে ও এখনও সরোজমীনে বিদ্যমান আছে ঐ সকল স্থান বিশেষ ভাবে দেখান আবশ্যক, যথা রাস্তা, বাঁধ পুষ্করণী, মন্দির, বাঁধা ঘাট ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত চর হইতে কিছু দূরে স্থায়ী ভূমিতে পাকা বা পাথর বা লোহার সহিত চরের যোগ দেখাইয়া নক্সা প্রস্তুত হওয়া উচিত। কোন কোন স্তম্ভ পুতিয়া উহার জেলায় এই সকল স্থায়ী স্তম্ভের সহিত যোগ করিয়া চর ভূমিতেও বর্গদাগি প্রথার ন্যায় (১৬ পৃঃ দেখ) অর্দ্ধমাইল দূরে দূরে ছোট ছোট স্তম্ভ পুতিয়া দেওয়া হয়। যদি নদীতীরস্থ মৌজার স্বত্বলিপিও দিয়াড়া জরিপের সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে, তাহা হইলে মৌজার

অপর তিনদিকের সীমানার চেক্‌-বেকের সহিত রেভিনু নক্সার সীমানা প্রত্যেক কোণ ও বক্রস্থানের সঙ্গে মিল করিয়া দেখাইয়া দেওয়া যায়। এইরূপ স্থলে রাস্তা, বাঁধ, পুষ্করিণীর সঙ্গে মিল করা অধিকন্তু মাত্র এবং অনাবশ্যক।

জমিদার রাজস্বের কমী পাইতে পারেন।

"দিয়াড়া সার্ভে"তে যদি এমন প্রকাশ পায় যে নদীর গতির পরিবর্ত্তনে কোনও জমিদারের জমিদারীর জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে ঐ জমিদার ইচ্ছা করিলে হারহারি মত রাজস্ব কমাইয়া লইতে পারেন। এইরূপে রাজস্ব কমাইয়া লইলে যদি পুনরায় ঐ জমির উদ্ভব হয় তাহা হইলে উহাতে তাহার আর কোনও স্বত্ব থাকে না। এইজন্য কোন জমিদারই এই প্রকারে রাজস্ব কমাইয়া লইতে চাহেন না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"দিয়াড়া সার্ভের" সময় কোনও জমি বাজেয়াপ্ত ও নূতন বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে রাজস্ব-কর্ম্মচারীর প্রাধানতঃ এই বিষয়টি দেখা আবশ্যক যে "এই জমী কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল ভুক্ত কি, না"। যদি কোন বন্দোবস্তী মহালভুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার দ্বিতীয় বার রাজস্ব ধার্য্য হইতে পারে না। নদীর মধ্যস্থ দ্বীপই হউক বা কোন মৌজার সংলগ্ন চরই হউক, যদি উহা কোন বন্দবস্তী মহালের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে সরকার বাহাদুর উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। যদি কোন পুরাতন ম্যাপ বা কাগজ, বা দশসালা বন্দোবস্তের কাগজ দ্বারা প্রকাশ পায় যে সমস্ত নদীই কোন জমিদারী ভুক্ত করা হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ নদীর গতির পরিবর্ত্তন বা ঐ নদীর সিকস্তি পয়স্তির জন্য সরকার বাহাদুর

কোন অতিরিক্ত রাজস্ব দাবী করিতে পারে না *। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে কোন ছোট নদী ও হয়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোনও মহালের সামীল করা হয় নাই, আবার হয়ত কোন বড় নদী পার্শ্বস্থ মহালের সামীল করিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এইরূপ স্থলে ঐ ছোট নদীর চর নূতন বন্দোবস্তের যোগ্য হইবে, ও বড় নদীর চর জমিদারের মহাল ভুক্ত থাকিবে।



* কোনও নদী রেভিনু বা থাকবস্ত ম্যাপে কোন মৌজা বা মহালভুক্ত দেখান হইয়া থাকিলেই যে উহা জমিদারীভুক্ত তাহা নহে। যদি নদীতে বারমাস নৌকার চলাচল থাকে বা থাকিয়া থাকে তাহাহইলে উহা জমিদারীভুক্ত নহে ধরিয়া লইতে হইবে। অনেকের মত যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৪ (৪) ধারা অনুসারে নদী যে প্রকারের হউক না কেন যদি ১০শালা বন্দোবস্তের পর কোন চরের উদ্ভব হইয়া থাকে তবে উহার জন্য জমিদার অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে বাধ্য।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত জরিপের সময় স্থানে স্থানে পাথরে স্তম্ভ (বা পিলায়) বা লোহার বা পোড়া মাটীর স্তম্ভ বা অন্য প্রকারে চিহ্ন স্থাপন করা হয়। এই সকল চিহ্ন দুই প্রকারের :—

দুইপ্রকারের জরিপ চিহ্ন।

(১) ট্রাভার্স জরিপের ষ্টেসন দেখাইয়া দিবার জন্য যে সকল চিহ্ন স্থাপন করা হয়; ও (২) মৌজার বা মহালের সীমানায় স্থানে স্থানে যে সকল চিহ্ন স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রকারের চিহ্নগুলি ঠিক্‌মত সংরক্ষিত হইলে যখন পুনরায় ঐ সকল স্থান জরিপ করিবার আবশ্যক হইবে তখন ঐ সকল চিহ্ন হইতে উহা সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সকল চিহ্ন দ্বারা প্রকৃত কোন সীমানা সূচিত হয় না, কেবল যদি কোন সময় সেটেলমেণ্ট জরিপের নক্সা ভাঁওড়াইবার আবশ্যক হয় তখন উহার ষ্টেসন-গুলির স্থান একেবারে সঠিক মত পাওয়া যায় মাত্র। দ্বিতীয় প্রকারের চিহ্নদ্বারাই প্রকৃত সীমানা সূচিত * হয়। এই চিহ্নও দুই প্রকারের :—

(ক) ত্রিসীমানা স্থানে—অর্থাৎ যেখানে তিন মৌজার সীমানা মিলিয়াছে।

(খ) অন্য সীমানার স্থানে।

এই সকল সীমানার চিহ্ন হইতেও যে সেটেলমেণ্টের নক্সা ভাঁওড়ান যায় না তাহা নহে। তবে উহা হইতে ট্রাভার্সের ষ্টেসনের স্থান নক্সা দেখিয়া মাপিয়া বাহির করিতে হয়।

সকল প্রকার চিহ্নের জন্যই পৃথক মুজমিলি নক্সা (অর্থাৎ একই নক্সায় এক থানার অন্তর্গত সকল মৌজা দেখাইয়া) প্রস্তুত হয় ও তাহাতে এই সকল চিহ্নের স্থান ও নম্বর দেখান হয়। এই সকল চিহ্ন দফাদার ও চৌকীদারদিগের জিম্মায় দেওয়া হয়। কোন চিহ্ন নষ্ট হইলে বা স্থানান্তরিত হইলে তাহারা থানায় জানাইতে বাধ্য ও তথা হইতে কলেক্টর সাহেবের নিকট তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট হইবে। যদি কেহ কু অভিপ্রায়ে কোন চিহ্ন নষ্ট বা স্থানান্তরিত করিয়াছে প্রকাশ পায় তাহাহইলে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৪ ধারা অনুসারে তাহার শাস্তি হইতে পার। এই সকল চিহ্ন জরিপ আইনের ২৯ ধারা অনুসারে জমিদারদিগকেও জিম্মা দেওয়া হয়, এবং জিম্মানামার পরওয়ানা প্রদত্ত হয়। এইরূপ স্থানে জমিদারগণ আপন জিম্মাভুক্ত চিহ্ন সকল রক্ষা করিতে বাধ্য, নষ্ট বা অপসারিত হইলে তাহা ঠিক করিয়া দিতেও বাধ্য।

চিহ্নের জিম্মানামা।

সেটেলমেণ্টের খরচ আদায়ের সময় (১১৪ ধারা) ১৫ বৎসর যাবৎ এই সকল চিহ্ন রক্ষা করিবার খরচও আদায় করা হয়। এই খরচ সাধারণতঃ প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৸৹ হিসাবে ঠিক করা হয়। এই টাকা পৃথক ভাবে জমা থাকে এবং কোন চিহ্ন মেরামত বা পুনঃস্থাপন করিতে হইলে, এই টাকা হইতে খরচ করা হয়।

জরিপ-চিহ্ন সংরক্ষণের খরচ।

উপরোক্ত জরিপ ও সীমানা-চিহ্ন ভিন্ন আরও দুই প্রকারের চিহ্ন সরেজমিনে স্থাপিত হইয়া থাকে :—

(১) সরকারী খাস মহালের সীমানা নিদর্শনের জন্য পাথর, ইষ্টক বা লৌহস্তম্ভ।

সরকারী মহালের জরিপ ও সীমানা স্তম্ভ।

(২) দিয়াড়া বা চর জমির জন্য ঐ প্রকারের চিহ্ন। প্রথম প্রকারের চিহ্ন খাস মহালের সীমানার উপরেই স্থাপিত হয় এবং উহা দ্বারা ঐ সকল মহালের জমি, পার্শ্ববর্ত্তী জরিদারীর জমি হইতে পৃথক রাখা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের স্তম্ভ যে কেবল সীমানা নিদর্শক তাহা নহে। চর জমি প্রায়ই জলমগ্ন হইয়া যায় ও ভাঙ্গিয়া গিয়া, পুনরায় উত্থিত হয়। এই জন্য কিছু দূরে স্থায়ী ভূমির উপর স্থানে স্থানে ইষ্টক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয় এবং ঐ সকল স্তম্ভের সহিত চর জমি যোগ করিয়া নক্সায় দেখান হয়। চরের উপরেও স্থানে স্থানে প্রজাদিগের জমির নিদর্শনের জন্য ছোট ছোট লোহার স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। এই সকল স্তম্ভ অনেক সময় জলে ভাসিয়া যায় বা চরের বালুতে চাপা পড়ে। এইরূপ হইলে অথবা চরের জমি ভাঙ্গনের পর, পুনরায় উত্থিত হইলে, তখন উহার স্থান সঠিক মতন নির্দ্ধারিত করিবার আবশ্যক হয়, তখন স্থায়ী ভূমিতে যে ইষ্টক স্তম্ভ স্থাপিত হয় উহা হইতে মাপিয়া তাহা ঠিক করা যায়। স্থায়ী ভূমিতে যে সকল অন্যান্য স্থায়ী চিহ্ন আছে, যথা :—বড় কোন বৃক্ষ, পুকুর, মন্দির ইত্যাদি উহার সঙ্গে চরের জমির যোগ থাকিলেও চর বাহির করা যায় বটে, কিন্তু কোনও জরিপের ষ্টেশনের উপরের কোন স্তম্ভ থাকিলে, যেরূপ নিশ্চয়তার সহিত চর ঠিক করা যায়, অন্যথায় তদ্রূপ হয় না।

জমিদারী নামজারি রেজিষ্টার সংশোধন।

পূর্ব্বে ৩৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, কলেক্টরী-রেজিষ্টারে লিখিত জমিদারদিগের নাম ও অংশের সহিত বর্ত্তমান দখল বা সরেজমিনের অবস্থা মিল না হইলে, তদ্বিষয় পৃথক এক বহিতে লেখা হয়। তজদিকের সময় হাকিম এই

বহি সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে কলেক্টরী নামজারি বহিতে যে প্রকার লেখা আছে, তাহাও দেখান হয় এবং বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা কি তাহাও লেখা হয়। সেটেলমেণ্টের স্বত্বলিপি বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারেই লেখা হয় এবং পরে উপরোক্ত পৃথক বহি দেখিয়া কলেক্টরীর একজন ডেপুটী কলেক্টর নামজারি আইন অনুসারে (১৮৭৬ সালের ৭ আইন) অনুসারে আবশ্যকীয় পক্ষদিগকে নোটীশ দিয়া, কলেক্টরী বহি সকল বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে সংশোধন করেন।*

সেসের জন্য মালিয়ত নির্দ্ধারণ।

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট ভিন্ন অপর প্রকারের সেটেলমেণ্টের সময় সাধারণতঃ সেস্ রেভেলুয়েসন (Cess Revaluation) কার্য্যও সম্পন্ন করা হয়, অর্থাৎ জমিদার, নিষ্করদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ কাহার স্বত্বের মূল্য কত, তাহা নির্দ্ধারণ করা হয়। তজদিকের সময়ই এই কার্য্য আরম্ভ হয়। পশ্চিম বঙ্গের আইন অনুসারে স্বত্বলিপির প্রাথমিক প্রচারের সঙ্গে (১১৬ পৃষ্ঠা দেখ) এই মূল্যের তালিকাও প্রচারিত করা হয় এবং ১০৩ (ক) ধারার আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই তালিকা সম্বন্ধে আপত্তির বিচার করা হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ আইন নহে। তথায় ১০৩ (ক) ধারার পর তালিকা প্রচার করা হয় এবং যাঁচের সময় উহা সম্পূর্ণ করা হয়।† উভয় বঙ্গেই কলেক্টর সাহেব এই

---

* এই সংশোধন তজদিকের ডেপুটী কলেক্টরই করিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইলে সম্ভবতঃ সকল দিকেই সুবিধা হয়। পক্ষদিগকেও একই বিষয় লইয়া পুনঃ পুনঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না।

† পশ্চিম বঙ্গের আইন অনুসারে এই সেসের মূল্য তালিকার জন্য সেটেলমেণ্টের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের আইন অনুসারে পরিবর্ত্তনের আবশ্যক।

তালিকা হইতে কাহাদের কত রোড্ ও পাবলিক সেস্ তাহা ধার্য্য করেন এবং তদনুসারে তাহাদিগকে ঐ সেস্ দিতে হয়। "রাইয়ত" দিগের সম্বন্ধে যে খাজানার উপর ৴১০ দুই পয়সা হিসাবে সেস্ দেয়, তাহা তজদিকের হাকিমই ঠিক করিয়া দেন। ১০৫ ধারা অনুসারে খাজানা পরিবর্ত্তিত হইলে, তদনুসারে সেস্ও পরিবর্ত্তন করিয়া স্বত্বলিপির সামিল করা হয়। কিন্তু একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত:—সেস্ নির্দ্ধারণের জন্য রাইয়ত ও মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে রাইয়ত ও মধ্যস্বত্বাধিকারী ভিন্ন। সেস্-নির্দ্ধারণের জন্য যে সকল রাইয়তের অধীনে কোন কোর্ফা নাই তাহারাই রাইয়ত, অন্য সকল প্রজাই মধ্যস্বত্বাধিকারী।

সেসের জন্য যখন জমিদারী, নিষ্কর ও মধ্যস্বত্বের জন্য মূল্য নির্দ্ধারণ হয়, তখন পক্ষদিগকে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মালিয়ত কি? সাধারণের কর্ত্তব্য।

তাহাদিগের অধীনস্থ জমি তিন প্রকারে ভাগ করা যায়, যথা—(১) নগদ খাজানায় বিলি, (২) ফসল খাজানায় বিলি ও (৩) নিজ দখল। প্রথম প্রকারের জমির মূল্য সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই, কেননা অধীনস্থ প্রজার খাজানা মোট করিলেই, উহা ঠিক হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমির জন্য সেটেলমেণ্ট অফিসার সাধারণতঃ স্থান বিশেষের অবস্থা বিবেচনায় একর প্রতি, জমির রকম অনুসারে হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এবং সেই হার অনুসারে মালিয়ত সাব্যস্ত করা হয়। এই হার যাহাতে ঠিক মতন প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে পক্ষগণ বিশেষ সাবধান থাকিবেন। আপত্তি থাকিলে সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিবেন এবং উহার বিচারের জন্য যে সকল প্রমাণ আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। সাধারণতঃ ১০৩ (ক) ধারার হাকিমই

ইহার বিচার করেন, কিন্তু সেটেলমেণ্ট অফিসার নিজেও অনেক সময় এ বিষয় তদন্ত করিয়া থাকেন।

সেস্ নির্দ্ধারণ।

মালিয়ত নির্দ্ধারণ হইয়া গেলে পর, কলেক্টর সাহেব উহার উপর টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে (সকল জেলায়ই প্রায় এই হার প্রচলিত আছে) রোড্ ও পাবলিক সেস্ ধার্য্য করেন ও তদনুসারে এস্তাহার জারি করেন। পূর্ব্ব বঙ্গের আইন অনুসারে সেসের জন্য নির্দ্ধারিত মালিয়ত সম্বন্ধে আপত্তি দাখিল করা যায়, কিন্তু সমস্ত প্রমাণের ভার আপত্তিকারীর উপর। আপত্তি কলেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হয়। উহার আপীল কমিশনর সাহেব ও বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট হইতে পারে। জমিদার, নিষ্করদার ও অন্য মধ্যস্বত্বাধিকারীরা এক আনা হিসাবে সেস্ দেন বটে, কিন্তু যে সকল জমিতে প্রজা বিলি আছে, ঐ সকল জমির জন্য প্রজার নিকট হইতে দুই পয়সা হিসাবে সেস্ নিজেরা পাইয়া থাকেন। নিষ্করদারগণের সম্পূর্ণ সেস্ই জমিদাদিগকে আদায় দিতে হয় এবং সরকার বাহাদুর নিষ্কর ও মধ্যস্বত্বের সেস্ও জমিদারের নিকট হইতে আদায় করেন। রাজস্বহীন লাখরাজ (Revenue free) সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। তাঁহাদিগকে জমিদারের ন্যায় ধরিয়া লওয়া হয়।



পরিশিষ্ট



প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের (১৮৮৫ সালের ৮ আইন ১৮৯৮, ১৯০৩, ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালের আইন দ্বারা সংশোধিত)

স্বত্বের লিখন ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

প্রথম ভাগ—স্বত্বের লিখন।

জরিপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০১ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের অনুমতি (১) গ্রহণ পূর্ব্বক এবং ঠিক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আদেশ সূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যে কোন স্থান, মহাল বা মধ্য-স্বত্ব বা উহার অংশের ভূমিসম্বন্ধে জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যায়।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরেল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে অর্থাৎ :—

(/০) ভূম্যধিকাকারী বা প্রজারা, কিম্বা

(৴০) ভূম্যধিকারীদের মোট সংখ্যার অন্যূন অর্দ্ধেক লোক, কিংবা

(৶০) এমন কোন ভূম্যধিকারী অথবা ভূম্যধিকারীদের এমত কোন ভাগ, ঐ স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের অন্তর্গত ভূমিতে যথাক্রমে যাঁহার স্বার্থ বা যে ভাগের স্বার্থ সমষ্টি উহাতে সমস্ত ভূম্যধিকারীর মোট অংশের অর্দ্ধেকের কম নয় ; কিংবা

(।০) প্রজাদের মোট সংখ্যার অন্যূন সিকি ভাগ লোক—

উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন এবং খরচ দিবার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন বা তজ্জন্য জামিন দেন, সেই স্থলে ;

(৩) যে স্থলে ঐরূপ লিখন প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ;

(৪) যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বা জিলার জজ কর্ত্তৃক ৯৫ ধারার বিধানানুসারে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্বের বা উহার অংশের মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ, সেই স্থলে ;

(৫) যে স্থলে ঐ স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশ সম্বন্ধে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য (২) হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সেই স্থলে।

১ম ব্যাখ্যা।—(৬) দফার লিখিত "ভূমি রাজস্ব ধার্য্য" বলিতে গবর্ণমেণ্ট যাহার মালিক, এরূপ কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের খাজানা ধার্য্য করণও বুঝাইবে।

২য় ব্যাখ্যা।—কোন উপরিতন ভূম্যধিকারীর মহাল বা মহালের কোন অংশ কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীকে কিয়ৎকালের জন্য ইজারা দেওয়া

হইলেও ঐ ভূম্যধিকারী (৩) এই ধারা মত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারেন।

(৭) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত হইবে।

(৮) জরিপকরণ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিধি প্রণীত করেন, তদনুসারে জরিপ করা যাইবে ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যাইবে।

১০১ ধারা।—টীকা।

১] ছোটনাগপুরের আইনের ৮০ ধারা অনুসারে বড়লাট বাহাদুরের পূর্ব্ব সম্মতি অনাবশ্যক।

[২] সরকারী খাসমহলে ও মিয়াদী বন্দোবস্তভুক্ত মহালের মিয়াদ অন্তে পূর্ব্ব-বন্দোবস্তের সময় সরকারী রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিতে হয়। চর বা অন্য জমি প্রথম বন্দোবস্ত হইলে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

[৩] অতএব যদি কোন জমিদার দেখেন যে তাঁহার অধীনস্থ কোন ইজারাদার মহালের অনিষ্টকর কার্য্য করিতেছেন, তাহা হইলে তিনিও স্বত্বলিখন প্রস্তুত করাইয়া উহা বন্ধ করিতে পারেন।

যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহার কথা।

১০২ ধারা। যে স্থলে ১০১ ধারা মতে কোন আজ্ঞা করা যায়, সেই স্থলে যে যে বিশেষ কথা লিখিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে এবং সেই সকল কথার মধ্যে অন্য কথা ব্যতীতই হউক বা অন্য কথার অতিরিক্ত কথা স্বরূপই হউক নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি কথা থাকিতে পারিবে, (১) অর্থাৎ :—

(ক) প্রত্যেক প্রজার বা দখলিকারের নাম, (২)

(খ) প্রত্যেক প্রজা যে শ্রেণীর অর্থাৎ তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি মোকররি হারে ভূমি ভোগকারী রাইয়ত, কি স্থিতিবান রাইয়ত, কি দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, কি দখলিস্বত্বশূন্য রাইয়ত, কি কোর্ফা রাইয়ত এবং তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, তিনি কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী কিনা এবং তাহার মধ্যস্বত্ব থাকিতে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে কিনা, (৩)।

(গ) প্রত্যেক প্রজা বা দখলিকার যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান এবং পরিমাণ এবং এক বা একাধিক সীমানা (৪);

(ঘ) প্রত্যেক প্রজার ভূম্যধিকারীর নাম ;

(ঘঘ) ঐ স্থান বা মহালের প্রত্যেক ভূস্বামির নাম ;

(ঙ) যে সময় স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতেছে, সেই সময়ে দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে, কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে, কি প্রকারান্তরে হউক, যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য্য হইয়াছে তাহা ;

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, যে সময় ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা ;

(ছছ) নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে (৫) প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ও বাধ্যতা—

/০ —কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ প্রজাকর্ত্তৃক জলের ব্যবহার সম্বন্ধে ঐ জল নদী, ঝিল, পুষ্করিণী বা কূপ হইতেই পাওয়া যাউক বা অন্য কোন জলাশয় হইতে পাওয়া যাউক এবং; ✓০—প্রত্যেক প্রজার ভোগকৃত ভূমির কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত সরবরাহ পাইবার সাজসরঞ্জাম মেরামত করিবার সম্বন্ধে উক্ত সাজসরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা নাই হউক।

(জ) যদি প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গ থাকে তাহা ;

(ঝ) যে ভূমির নিমিত্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইতেছে, ভূমি সংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার (৬) ;

(ঞ) যদি ভূমি নিষ্কর ভোগ করিবার দাওয়া করা হয়, তাহা হইলে খাজানা প্রকৃতই দেওয়া হয় কিনা এবং দেওয়া না হইলে, দখলিকার খাজানা না দিয়া ঐ ভূমি ভোগ করিবার অধিকারী কিনা এবং ঐরূপ অধিকারী হইলে, কি সূত্রে অধিকারী (৭)।

১০১ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট—

জল সম্বন্ধে জরিপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

ভূম্যধিকারীগণ, প্রজাগণ, ভূস্বামিগণ কিম্বা এই সকল ব্যবহার শ্রেণীর কোন ব্যক্তিদের মধ্যে জল বা জল যাইবার পথ লইয়া যে বিবাদ আছে বা হইবার সম্ভাবনা তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ কল্পে—

এরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন স্থান মহাল বা মধ্য স্বত্ব বা উহার অংশের প্রজা ও ভূম্যধিকারীর নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে স্বত্ব ও বাধ্যতা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করণার্থে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর দ্বারা জরীপ করা ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যায়—

(ক) কৃষি কার্য্যে প্রয়োজনার্থ প্রজা কর্ত্তৃক জলের ব্যবহার সম্বন্ধে, ঐ জল নদী, ঝীল, পুষ্করিণী, বা কূপ হইতেই পাওয়া যাউক, কিংবা অন্য কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক ; এবং

(খ) প্রত্যেক প্রজার ভোগকৃত ভূমির কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত জল-সরবরাহ পাইবার সাজসরঞ্জাম মেরামত করিয়া রাখিবার সম্বন্ধে, উক্ত সাজ-সরঞ্জাম ঐ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা না হউক।"

১০২ ধারা।—টীকা

[১] স্বত্বলিপিতে কোন্ কোন্ বিষয় লিখিতে হইবে তাহা ১০২ ধারায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কি কি কাগজে ও কি প্রণালীতে ইহা লিখিত হইবে তৎসম্বন্ধে কোন ধারা বিধিবদ্ধ হয় নাই। গবর্ণমেন্টের ও বোর্ডের নিয়মাবলী এবং স্থান বিশেষে সেটেলমেণ্ট অফিসার প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে অথবা যে প্রণালীতে স্বত্বলিপি লিখিত হয় তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা চলে না (১১১ক ধারা ও ছোটনাগপুরের ৯২ ধারা)। প্রাথমিক স্বত্বলিপি প্রস্তুতের নিয়ম সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের ১-২ পৃষ্ঠা দেখ। প্রাথমিক স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইলে পর বাকী কার্য্য যে প্রকারে সমাধা হইবে তাহা ১০৩ক ও পরবর্ত্তী ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

[২] "প্রজা বা দখলিকার" লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে দখলিকার ব্যক্তি প্রজা নাও হইতে পারে। যেখানে প্রজার দান বিক্রয়ের স্বত্ব নাই সেই স্থানে প্রজার নিকট কোন ব্যক্তি জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে দখলিকার থাকিলেও জমিদার যদি তাহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার না করেন তাহা হইলে সে প্রজা হইল না। এইরূপ স্থলে জমিদারের স্বীকৃত প্রজা ও দখলিকার ক্রেতা উভয়ের নামই স্বত্ব-লিপিতে লেখা হয়। ৯৬ পৃষ্ঠা দেখ। দখলিকারের নিকট হইতে লইলেই যে তাহাকে প্রজা স্বীকার করা হইল তাহা নহে, Rasamay v Srinath 7 C W N. Page 132; Bhojahoree V. Aka Golam, 16 W. R 97; Gour lal v. Rameswar 6 B. L. R. 92. relied on. দখলিকার, গুজরৎ বা মারফৎদার বর্ণনায় খাজনা গৃহীত হইলেও মারফৎদারকে প্রজা স্বীকার করা হয় না। Radha Kishore vs. Ananda Priya, 8 C. W. N. 235. কিন্তু যদি বুঝা যায় যে জমিদার ক্রেতার দখল সম্বন্ধে অবগত হইয়াও খাজানা লইয়াছেন বা "দখলি সরবরাহকার" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা হইলে জমিদার তাহাকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিলেন ধরিতে হইবে। Nabokumar vs. Behari, 11 C. W. N. Page 870; 14 W. R. 211; 15 W. R. 320, 18 W. R. 195 23 W. R. 66. পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন জেলায় "মুদাফৎ" বলিয়া মূল মৃত প্রজার নাম জমিদারী সেরেস্তায় লেখা হয়। "মুদাফৎ" কেবল জমির সৃষ্টি বা খাজানা নির্দ্ধারণের সময়ের পরিচায়ক; ইহার দ্বারা বুঝা যায় না যে কেবল ঐ

ব্যক্তিই বর্ত্তমান স্বীকৃত প্রজা (১২ ও ১৩ ধারা দেখ)।—বন্ধক সূত্রে দখলিকার ব্যক্তির নামও এই ধারা অনুসারে স্বত্বলিপিতে লিখিতে হয়। কিন্তু প্রজার বিক্রয়ের স্বত্ব না থাকিলে বন্ধকেরও স্বত্ব থাকে না [I. L. R 39 Cal, p, 513]

(৩) ছোটনাগপুরে এতদ্ভিন্ন "খুটকাটি" ও মুণ্ডারী "খুটকাটি" স্বত্ব সম্বন্ধেও লিখিত হয়।—[খ] প্রকরণে যে সকল বিভিন্ন জাতীয় প্রজার উল্লেখ আছে, এই শ্রেণীবিভাগ প্রজাস্বত্ব আইনে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নাম দেশাচার অনুসারে প্রচলিত আছে। স্বত্বলিপিতে এই সকল নামও লিখিতে হয় ও তাহাদের যে সকল স্বত্বাস্বত্ব আছে তদনুসারে তাহারা [খ] প্রকরণে লিখিত কোন্ শ্রেণীর মধ্যে আইসে তাহা ঠিক করিয়া সেইভাবে স্বত্বলিপিতে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয় [৮৭ পৃষ্ঠা দেখ]।

[৪] পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণতঃ মাত্র উত্তর দিকের সীমানা লেখা হয়। জমিদারী তৌজী মহালের সীমানা সম্বন্ধে ১১৫ক ধারার নোট দেখ।

[৫] এই সকল বিষয় খতিয়ানের মন্তব্য ঘরেই লেখা হয়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে আবশ্যক মত প্রত্যেক মৌজার জন্য অথবা প্রত্যেক জলসেচন প্রণালীর জন্য পৃথক নথী প্রস্তুত হয়।

[৬] অর্থাৎ এক ব্যক্তির জমির উপর দিয়া অপর ব্যক্তির যাতায়াতের স্বত্ব।

[৭] এই প্রকরণ অনুসারে মাল-লাখরাজ স্বত্ব সম্বন্ধে রাজস্বকর্ম্মচারীকে অনুসন্ধান করিতে হয়। স্বত্ব লিখনের প্রথম অবস্থায় প্রথম প্রমাণের ভার যে ব্যক্তি নিষ্কর বা লাখরাজ বলিয়া দাবী করে তাহারই উপর দেওয়া হয়। তবে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রথমেই আবশ্যক হয় না, নিষ্করভাবে ভোগদখলের প্রমাণ দেখাইলে বিপরীত প্রমাণের ভার জমিদারের উপর অপসারিত করা হয়। দেওয়ানী আদালতে এই প্রকারের মোকদ্দমা হইলে সাধারণতঃ প্রথম প্রমাণের ভার জমিদারের উপর (Hurryhur vs. Madhub, 14 Moore, page 152) কিন্তু যদি নিষ্কর লাখরাজদার বাদী হয় তাহা-হইলে প্রথম প্রমাণের ভার তাহার উপর (Abhoy vs. Kally, I. L. R. 5 Cal. p. 949; 6 C. L. R. p. 262; Hurrendur vs. Kedar, 10 W. R. p. 188, and p 78) এবং অন্য স্থানে জমিদার বাদী হইলেও অবস্থা বিশেষে নিষ্করদারের উপর

প্রমাণের ভার, যথা যেখানে নিষ্করদার জমিদারের অধীনে অন্য মাল জমি দখল করে (I. L. R. 6 Cal. p. 166), যেখানে সময় মত লাখরাজ দাবী করা হয় না (Goonomoni vs. Baroda, 18 W. R. p. 191), অথবা যেখানে জমিদার রাজস্বের দায়ে বা পত্তনি নিলামে খরিদদার (Heera vs. Lokenath, 2 W. R. p. 135, also p. 258; Sham vs. Sekunder, 3 W. R. page 182, also page 69; Nabolal vs. Narain Koonwaree, 5. W. R. page 191; Ram vs. Hatee, 13 W. R. p. 247; Ramjeeban vs. Pershud, 7 W. R. p. 458, Shashi vs. Mahomed, 4 C, L. T. page 548), কিন্তু বিপরীত মতও আছে Bissumbhur vs. Kailash, 23 W. R. page 388; স্বত্ব লিখনের সময় জমিদার বা নিষ্করদার কাহাকেও বাদী প্রতিবাদী শ্রেণী করা যায় না। উভয়ই বাদী। এবং উভয়েরই প্রমাণ আবশ্যক; এতদ্ভিন্ন স্বত্বলিপি প্রস্তুত সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত ও বাদী প্রতিবাদী লইয়া মোকদ্দমা উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে স্বত্বলিপির মূল্য যাহাই হউক উহা দ্বারা সকল ব্যক্তিই (পক্ষ না হইলেও) এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত সমানভাবে বাধ্য। এই জন্য উপস্থিত পক্ষগণের ইচ্ছানিচ্ছাভিন্ন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিতে হয় ও যাহাতে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে অপর কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই জন্য যে কারণে বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কোন জমি নিষ্কর লাখরাজ বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন তাহাও তাঁহাকে স্বত্ব লিখনে উল্লেখ করিতে হয়।

নিষ্কর স্বত্ব সম্বন্ধে নিষ্করদারই বিশেষ জানেন এই ভাবে প্রথম প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। জমিদার যদি দেখাইতে পারেন যে এই জমী সম্বন্ধে পূর্ব্বে খাজানা আদায় হইত তাহা হইলে দশসালা বন্দোবস্তের সময় নিষ্কর লাখরাজের অস্তিত্ব ছিল ইহা না দেখাইতে পারিলে লাখরাজ সাব্যস্ত করা যায় না। ১২ বৎসরের দখল হইলে তামাদী আইন অনুসারে জমিদারের বাজেয়াপ্ত করিবার স্বত্ব লোপ পাইতে পারে (6 C. L. R. p. 160 39 Cal. 455) কিন্তু তাহাতেই ঐ জমি যে চূড়ান্ত নিষ্কর বা লাখরাজ তাহা প্রমাণিত হয় না ও ঐ প্রকার লাখরাজ বলিয়া স্বত্বলিপিতে লেখা হয় না। বাং ১২০৯ সালের তায়দাদ দ্বারা প্রমাণ হয় যে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ও ঐ জমি নিষ্কর লাখরাজ স্বরূপ দখল করা হইত। [৫১ পৃষ্ঠা দেখ], অতএব

উহাতে আর জমিদার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। লাখরাজ প্রমাণ করিতে হইলে যে সনন্দ দাখিল করা (Dhanput vs. Russomovee, 100 W. R. p. 461) অথবা এই জমি ইং ১৭৯০ সালে লাখরাজ ছিল ইহা প্রমাণ করা (Abhoy vs. Kally, I. L. R. 5 Cal page 949) আবশ্যক তাহা নহে [৫২ পৃষ্ঠা দেখ]। বহুকালের ভোগদখল হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই নিষ্কর লাখরাজের অস্তিত্ব ছিল। স্বত্ব লিখনের চূড়ান্ত প্রচার পর্য্যন্ত হইয়া গেলে আর "প্রমাণেরব ভার" সম্বন্ধে কোন গোলযোগ থাকে না, কেন না ১০৩খ:ধারা অনুসারে যাহার সপক্ষে স্বত্বলিখন হইয়াছে তাহার দাবী ঠিক অনুমান করা হইবে ও প্রমাণের ভার অপর পক্ষের উপর পড়িবে। [১২৮ পৃষ্ঠা দেখ]।

ভূস্বামীব বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা অধিক সংখ্যক রাইয়তেব প্রার্থনা মতে রাজস্বকর্ম্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১০৩ ধারা। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা অধিক সংখ্যক রাইয়তেরা প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয়, প্রার্থনাকারী বা প্রার্থনাকারীরা তাহা আমানত করিলে বা তজ্জন্য জামিন দিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্বকর্ম্মচারী মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে ১০২ ধারার নির্দ্দিষ্ট সমুদয় বা কোন বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। (৮)

স্বত্বের লিখন প্রথম প্রকাশ করণ ও সংশোধন করণ চূড়ান্ত প্রকাশ করণের কথা।

১০৩ ক ধারা। (১) স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে (৯) ও নির্দ্দিষ্টকাল ধরিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত কাল মধ্যে ঐ লিখনের কোন লেখা সম্বন্ধে কিম্বা ঐ লিখন হইতে কোন কথা ছাড় হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। (১০)

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিধি নির্দ্দেশ করেন, তদনুসারে ঐ আপত্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, তাহার নিষ্পত্তি হইলে, (এবং ভূমিরাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে (১২) যদি এরূপ হয়, তবে বন্দোবস্তি জমাবন্দি ১০৪ চ ধারার (৩) প্রকরণানুসারে লিখনের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে পর) রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিখন চুড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ (১৩) করাইবেন এবং উক্ত লিখন যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের নিমিত্ত ১ প্রকরণ বা ২ প্রকরণমতে পৃথক পৃথক লিখনের পাণ্ডুলেখ্য বা চূড়ান্ত লিখন প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার এবং উহার শুদ্ধতার সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

১০৩ খ ধারা। (১) কোন মোকদ্দমায় বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই অধ্যায়মতে প্রস্তুত ও প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখন কিম্বা যথারীতি সার্টিফিকেটযুক্ত উহার নকল কিম্বা উহার কোন উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত করা হইলে, ঐ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করা না গেলে, উহা তদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইবে, এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী কিম্বা যে স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের সহিত ঐ স্বত্বের লিখনের সম্পর্ক, তাহা যে জিলায় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অবস্থিত সেই জেলার কলেক্টর, কোন স্বত্বের লিখন এই অধ্যায়মতে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে, ইহার নির্দ্দেশ করিয়া আপনার সাক্ষরিত সার্টিফিকেট দিলে, তাহা উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, ঐ স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের নিমিত্ত স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) তদ্রূপে প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখনের প্রত্যেক কথা ঐ কথায় উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ হইবে এবং যাবৎ প্রমাণ দ্বারা অশুদ্ধ প্রমাণীকৃত না হয়, তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইবে।

(পূর্ব্ববঙ্গের আইনে উপরোক্ত প্রকরণ কয়েকটি বিভিন্নরূপে বিধিবদ্ধ হইলেও মূলে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই)।

১০৩ ধারা।—টীকা

(৮) এই ধারানুসারে স্বত্বলিখনের দরখাস্তকারী ঐ দরখাস্ত অনুযায়ীক জমির পরিমাণ মোট হস্তবুদ, ভূম্যধিকারীর স্বত্ব, (জমিদার হইলে তাহার নাম ১৮৭৬ সালের ৭ আইন অনুসারে জারী থাকা চাই) এবং ১০২ ধারার কোন প্রকরণ অনুসারে প্রজার কি কি স্বত্ব লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া দরখাস্তে লিখিতে হইবে (Bengal Govt. Rule 92, and E B and Assam Govt. Rule 64)। দরখাস্ত জেলার কলেক্টরের নিকট করিতে হয় ও পশ্চিমবঙ্গে দরখাস্তকারীকে একর প্রতি ৷৹ হিসাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে ১৲ টাকা হিসাবে খরচা জমা দিতে হয়। এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে আরও নিয়ম এই যে জমির পরিমাণ অনুমান করা না যায় তাহা হইলে প্রজা প্রতি ২৲ টাকা খরচ জমা করিতে হইবে, ও ৫০০৲ টাকার কম এষ্টিমেট হইলে সমস্ত টাকাই প্রথম জমা দিতে হইবে, বেশী হইলে প্রথমে ৫০০৲ ও বাকী টাকার জন্য জামিন দিয়া পরে উহা দাখিল করা যাইতে পারে। স্বত্বলিখনের সময় এষ্টিমেটের অতিরিক্ত খরচ হইতে থাকিলে দরখাস্তকারীকে রাজস্ব কর্ম্মচারীর আদেশ অনুসারে বাকী টাকা দিতে হইবে। না দিলে কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, অথবা কার্য্য শেষ করিয়া ১১৪ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত খরচ আদায় করা যায়। কলেক্টর সাহেব ডিরেক্টর ও কমিশনরের নিকট ১০৩ ধারার দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কমিশনর সাহেব দরখাস্ত

নামঞ্জুর করিতে পারেন। ১০২ ধারানুসারে আরম্ভ হইলেও এই প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

১০৩ ক ধারা।—টীকা

(৯) প্রচারের ৭ দিন পূর্ব্বে সংস্পষ্ট মৌজায় মৌজায় তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সাধারণতঃ একজন কাননগু গ্রামে গিয়া স্বত্বলিপি পড়িয়া শুনান ও ১ মাসকাল যাবৎ আফিসে সকলের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে। এই ১ মাসকাল মধ্যে এই ধারানুসারে আপত্তি দাখিল করিতে হয়, ইহাতে ॥০ আনা কোর্ট-ফি দিতে হয় (১১৭ পৃষ্ঠা দেখ)

(১০) অর্থাৎ উহার নিষ্পত্তি করিবেন।

(১১) রাজস্ব কর্ম্মচারী উভয় পক্ষকে নোটীস দিবেন ও সরাসরি মতে যথা সম্ভব সরেজমীনে যাইয়া উহার বিচার করিবেন। উপরন্তু রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট আপীল হইতে পারে।

(১২) দশম অধ্যায় দেখ।

(১৩) তজদিকের সময়ে ও ১০৩ক ধারার আপত্তির হুকুম অনুসারে প্রাথমিক স্বত্বলিপি সংশোধিত হইলে পর উহা হইতে চূড়ান্ত স্বত্বলিপি প্রস্তুত হয়। চূড়ান্ত প্রচাব মত কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইতে পারে না (১১১ক ধারা দেখ)।

তৃতীয় ভাগ—যে সকল স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে না সেই সকল স্থলে খাজানা ধার্য্য করণ ও বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার কথা।

যে সকল স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে না সেই সকল স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজানা ধার্য্য হইবার কথা।

১০৫ ধারা। (১) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে না (১৪) সেই স্থলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা ১০৩ ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে খাজানা ধার্য্য হইবার (১৫) প্রার্থনা করিলে, প্রজা যে ভূমি ভোগ করে, রাজস্ব কর্ম্মচারী সেই ভূমির সম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন উপরিস্তন ভূম্যধিকারীর মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ কিয়ৎকালের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়া থাকিলেও তিনি খাজানা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে না (৬) সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী যদি ১০২ ধারার (ঝ) দফানুসারে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, ভূমি নিষ্কর ভোগ করিবার দাওয়া করা হয়, তাহার দখলিকার খাজানা না দিয়া, তাহা ভোগ করিবার স্বত্ববান নহেন এবং ভূম্যধিকারী বা দখলিকার ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে খাজানা ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৩) আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনে যাহা কিছু আছে, তৎসত্বেও (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণানুযায়িক প্রত্যেক প্রার্থনা পত্রে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, তদ্রূপ ষ্টাম্প দিতে হইবে। (১৭)

(৪) এই ধারামতে খাজানা ধার্য্য করিতে হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ রাজস্ব কর্ম্মচারী বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন এবং খাজানা বাড়াইবার বা স্থলভেদে কমাইবার বিষয়ে এই আইনে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ যে সকল বিধি (১৮) নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) এই ধারানুযায়িক কোন স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া বিবেচনা করেন, পক্ষদিগের নিকট তাহা প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং যে খাজানার ঐরূপে প্রস্তাব করা যায়, তাহা পক্ষেরা মুখের কথায় বা লিখিয়া গ্রাহ্য করিলে, উপযুক্ত খাজানা বলিয়া

লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ও তাহা এই আইনানুসারে যথারীতি ধার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) যত টাকা খাজানা উপযুক্ত কোন স্থলে পক্ষেরা তৎসম্বন্ধে রফা করিয়া বা অন্য রকমে পরস্পর সম্মত হইলে, যে খাজানা সম্বন্ধে ঐরূপে সম্মত হওয়া হইল, তাহা যে উপযুক্ত ও ন্যায্য রাজস্বকর্ম্মচারী ইহা বুঝিয়া দেখিবেন এবং তিনি ঐরূপ বুঝিলে, যে খাজানা সম্বন্ধে ঐরূপ সম্মত হওয়া হইল, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন, কিন্তু না বুঝিলে, করিবেন না। তিনি ঐরূপ না বুঝিলে (৪) ও (৫) প্রকরণের বিধানানুসারে স্বয়ং উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(পূর্ব্ববঙ্গের আইনে একটি অতিরিক্ত প্রকরণ আছে, যথা :—(৭) যদি বিভিন্ন স্থানের স্বত্বলিপি সম্বন্ধে বিভিন্ন তারিখে চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং কোন একটির জমার অন্তর্গত জমি ঐরূপ একাধিক স্থানে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে যে স্থানের সার্টি-ফিকেট দেওয়া হয়, সেই সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে উপরোক্ত এক প্রকরণের দুই মাস গণনা হইবে)।

১০৫ ক ধারা। যে স্থলে এই ভাগানুসারে খাজানার বন্দোবস্তের নিমিত্ত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত কোন ইস্যু উত্থিত হয়, অর্থাৎ :—

এই ভাগানুসারে খাজানার বন্দোবস্ত চলিবার কালের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার মীমাংসার কথা।

(ক) ঐ ভূমি খাজানা দিতে দায়ী কিনা ;

(খ) ঐ ভূমি স্বত্বের লিখনে নিষ্কর ভোগ করা হইতেছে বলিয়া লিখিত হইলেও খাজানা দিতে দায়ী কিনা ;

(গ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্পর্ক আছে কিনা ;

(ঘ) ঐ ভূমি ভুলক্রমে কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলি ভূমির অংশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে কিনা, অথবা কোন মহাল বা প্রজার দখলি ভূমি হইতে ভুলক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

(ঙ) যে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প্রজাকে স্বত্বের লিখনে দেখান হইয়াছে, প্রজা তাহা হইতে কোন ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত কিনা ;

(চ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গ অথবা ঐ ভূমি সংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, অথবা ভুল করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এরূপ কিনা ;

সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ ইস্যু সম্বন্ধে বিচার করিয়া, তাহার মীমাংসা করিবেন এবং তদনুসারে ১০৫ ধারানুসারে খাজানা নির্দ্ধারিত করিবেন।

কিন্তু যে ইস্যু একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে সকল পক্ষের অধীনে তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ দাবী করেন, সেই সকল পক্ষগণের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ও মূলতঃ ইস্যু থাকিয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে আছে এবং তৎসম্বন্ধে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর সম্মুখে ১০৬ ধারানুসারে উপস্থিত করা মোকদ্দমায় রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিচার হইয়া মীমাংসা করা হইয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে বিচার হইতেছে, রাজস্ব কর্ম্মচারী এই ধারানুসারে সেই ইস্যুর বিচার করিবেন না।

১০৫ ধারা।—টীকা

(১৪) অর্থাৎ জমিদারী মহালে।

(১৫) বর্ত্তমান খাজানা চূড়ান্ত স্বত্বলিপিতে লেখা হইয়াছে। এই ধারায় "খাজানা ধার্য্যের" অর্থ বর্ত্তমান খাজানা আইন অনুসারে কম বা বেশী করিয়া ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করা।

(১৬) অর্থাৎ জমিদারী মহালে।

(১৭) Rev. Cir. dated 2nd March 1904. প্রত্যেক জমার জন্য বা প্রত্যেক খেওট বা খতিয়ানের জন্য ॥• আনা কোর্ট ফি। সমন বা অন্যান্য দরখাস্ত সম্বন্ধে হাইকোর্টের নিয়ম প্রযোজ্য অতএব মোকদ্দমা মুলতুবী বা অন্য দরখাস্ত জন্য ॥• আনা কোর্ট ফি। এই ধারার মোকদ্দমার বিচারের কার্য্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে হইবে ও ইহার আপীল জজ সাহেবের নিকট হইবে (১০৭ ধারা দেখ)।

(১৮) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের মধ্যস্বত্বের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ৬ ধারা ও ৫০ ধারা; অন্যান্য মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে ৭ ধারা; দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের খাজানা সম্বন্ধে—৩০ ধারা ও ৩৮ ধারা; দখলিস্বত্ব শূন্য রাইয়ত সম্বন্ধে—৪৩ ধারা; কোর্ফা রাইয়ত—৪৮ ধারা; সকল শ্রেণীর রাইয়ত ও মধ্যস্বত্ব—৫২ ধারা (৭ম অধ্যায় দেখ)।

১০৫ ধারানুসারে মোকদ্দমার সময় স্বত্ব বা দখল লইয়া বিবাদ উত্থাপিত হইলে তাহার "ইস্যু" হইয়া বিচার হইবে (১০৫ক ধারা)। ভূম্যধিকারী যদি ১০৫ ধারানুসারে দরখাস্তকারী হয়েন তাহা হইলে তাঁহাদের সকল সরিকদারগণেরই বাদী শ্রেণীভুক্ত হওয়া আবশ্যক (১৮৮ ধারা ও Moheep vs. Ameer, I. L. R. 17 Cal, p 540)। তাঁহাদের সকলের নিযুক্ত সাধারণ ম্যানেজার তাঁহাদের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু কোনও সরিক যদি পৃথক কবুলতি লইয়া বা অন্য প্রকারে প্রজার সম্মতিক্রমে পৃথকভাবে নিজের অংশের খাজানা আদায় করিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে অন্য সরিকদারগণকে বাদীশ্রেণীভুক্ত করিতে হয় না (Jogesh vs. Maniruddi, I. L. R. Cal. p. 417) যেখানে সকল সরিকদারগণের বাদী হওয়া আবশ্যক, সে সে স্থানে তাঁহাদের কেহ কেহ প্রতিবাদী হইলেন এরূপ হইলে চলিবে না, সকলকেই মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায়েই বাদী হওয়া আবশ্যক। ইহার পরে কেহ বাদী হইলে তাঁহার দাবীতে "তামাদী" দোষ বর্ত্তিবে ও সমস্ত মোকদ্দমা নষ্ট হইবে।

১০৫ ক ধারা।—টীকা

(১৯) ১০৫ ধারার মোকদ্দমার সময় প্রতিবাদীর জবাবে এই সকল "ইস্যু" উঠিলে তাহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। ১০৫ ধারানুসারে খাজনা ধার্য্যের জন্য যদি বাদীকে স্বত্বলিপির ভুল সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতে আবশ্যক হয় তাহা হইলেও তিনি ১০৫ ক ধারা অনুসারে আপত্তি করিতে পারেন 18. C. W. N. p. 268. ইহাতে

সম্ভবতঃ ১০৬ ধারার ন্যায় অতিরিক্ত কোর্টফি দিতে হইবে। ঐ প্রকার ভুলের জন্য ১০৬ ধারার মোকদ্দমা ও সঙ্গে সঙ্গে খাজানা ধার্য্যের জন্য ১০৫ ধারার মোকদ্দমাও হইতে পারে; এবং উভয় মোকদ্দমার বিচারও সম্ভবতঃ একত্রে হইতে পারে। ১০৫ (ক) ধারানুসারে মাল লাখরাজের প্রশ্ন উঠিলে সম্ভবতঃ তামাদি আইনের ২৩০ প্রকরণ খাটে না, কেন না এই ধারার বিশেষ তামাদি লেখা আছে (15 C. W. N 35 Notes)। চূড়ান্ত প্রচারের ১২ বৎসরের মধ্যে খাজানা ধার্য্যের যোগ্য জমিতে খাজানা ধার্য্যের জন্য মোকদ্দমা না করিলে জমিদারের স্বত্ব তামাদি আইন অনুসারে লোপ পায় (I. L. R 39 Cal. Page 453)

১০৬ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন স্বত্বের লিখনে যে কোন কথা লিখিয়াছেন কিম্বা উক্ত কর্ম্মচারী ঐ লিখন হইতে যে কোন কথা বাদ দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে, ঐ বিবাদ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যেই হউক কিম্বা একই মহালের বা পরস্পর নিকটবর্ত্তী মহালগুলির ভূম্যধিকারীদের মধ্যেই হউক, কিম্বা প্রজা ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না এই বিষয় লইয়াই হউক, কিম্বা কোন ভূমি খাজানা না দিয়া ভোগ করা হইলে তাহা তদ্রূপে ভোগ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়াই হউক, (২০) ঐ বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্তে এই ভাগানুযায়িক সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ঐ স্বত্বের লিখন এই আইনের ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে কোন সময়ে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে আবেদন পত্র দাখিল করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

কোন রাজস্ব কর্ম্মচারির নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

"এবং যে ইস্যু এই ভাগানুসারে খাজানার বন্দোবস্তের নিমিত্ত

কার্য্যানুষ্ঠানে একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে সকল পক্ষের অধীনে তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ দাবী করেন সেই সকল পক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ও মূলতঃ ইস্থ থাকিয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে আছে, যে স্থলে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ১০৫ক ধারানুসারে সেই ইস্থর বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে বিচার চলিতেছে সেইস্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী এই ধারানুযায়িক কোন মোকদ্দমায় তাহার বিচার করিবেন না।"

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎকার্য্যপক্ষে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হয় রাজস্ব কর্ম্মচারী তদধীনে বিশেষ কোন মোকদ্দমা বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমা কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করিতে পারিবেন। [উপরোক্ত ১০৫ (৭) প্রকরণের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের আইন অনুসারে ১০৬ ধারার মিয়াদ শেষ স্থানের চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে।]

১০৬ ধারা।—টীকা

(২০) বেদখলী জমিতে দখল পাইবার স্বত্বের বা প্রার্থনার বিচার এই ধারানুসারে হইতে পারে না (Kail Sundary vs. Girjia, 15 C. W. N. page 974).

রাজস্ব কর্ম্মচারীর যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার ধারা।

১০৭ ধারা। (১) ১০৫ ধারা, ১০৫ক ধারা এবং ১০৬ ধারানুযায়িক সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রাজস্ব কর্ম্মচারী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে মোকদ্দমা বিচার করিবার যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া সেই কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং ঐরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি পক্ষদিগের মধ্যে

কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে এবং ১০৮ ও ১০৯ক ধারার বিধানাধীনে চূড়ান্ত হইবে।

"(২) বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী অথবা সহকারী বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারী নামে যে রাজস্ব কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন তৎকর্ত্তৃক ১০৫ ধারানুসারে বন্দোবস্ত করা সমস্ত খাজানার এবং ১০৫ক বা ১০৬ ধারানুসারে নিষ্পত্তি করা সমস্ত ইস্যু বা বিবাদের এবং ৪০ ধারানুসারে নগদান খাজনায় পরিবর্ত্তিত করা সমস্ত খাজনার লিপি ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিখিতে হইবে এবং ঐ লিপি ঐ লিখনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।"

রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পুনরালোচনার কথা।

১০৮ ধারা। ১০৫ ধারা, ১০৫ক ধারা, ১০৬ ধারা বা ১০৭ ধারানুসারে যে সময়ে কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি করা যায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি নিজ কৃতই হউক কিম্বা অপর কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কৃতই হউক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইলে অথবা আপন প্রবৃত্তি মতে সেই সময় হইতে বার মাসের মধ্যে তাহার পুনরালোচনা (২২) করিতে পারিবেন কিন্তু সেই পুনরালোচনা দ্বারা যেন ১০৯ক ধারা মতে কৃত কোন আজ্ঞা বা ডিক্রীর ব্যাঘাত না হয়।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা বা নিষ্পত্তির উপর যদি ১০৯ ধারামতে কোন আপীল দায়ের থাকে, তাহা হইলে কিম্বা যাবৎ সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগকে উপস্থিত হইবার ও ঐরূপ পুনরালোচনা করিবার বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য শুনা যাইবার যুক্তিযুক্ত কোন নোটীস দেওয়া না হয়। তাবৎ ঐরূপে কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তির তদ্রূপ পুনরালোচনা করা যাইবে না।

"১০৮ক ধারা। স্বত্বের লিখনের যে লেখা সরল বিশ্বাসজনিত, ভুলক্রমে (২৩) লেখা হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারির প্রতীতি হয় তিনি দরখাস্ত পাইয়া বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১০৩ক ধারার ২ প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখনের চূড়ান্ত প্রকাশকরণের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে সেই লেখা সংশোধন করিতে পারিবেন।

স্বত্বের লিখনে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ভ্রম সংশোধন করিবার কথা।

কিন্তু ঐ লিখন সম্বন্ধীয় কোন আপীল যদি ১০৯ক ধারানুসারে দায়ের থাকে তাহা হইলে অথবা যে পর্য্যন্ত সম্পৃক্ত পক্ষগণকে উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে আপন বক্তব্য বলিবার নিমিত্ত যুক্তিসঙ্গত নোটিস না দেওয়া হয় সে পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন সংশোধন করা হইবে না।"

১০৮ ধারা।—টীকা

(২২) এই পুনরালোচনা (Revision) সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারীর ক্ষমতা কতদূর তাহা পরিষ্কার লেখা হয় নাই। আপীল আদালতের ন্যায় সকল বিষয়ের পুনরালোচনা এই ধারানুসারে হইতে পারে না। দেওয়ানী কার্য্যবিধির ১১৫ ধারানুসারে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও Or. 47 Rule 1 অনুসারে নিম্ন আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা ১০৮ ধারায় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

১০৮ ক ধারা।—টীকা

(২৩) ইহা দ্বারা কেরাণীর ভুলই বুঝা যায়, যথা ১০৩ক ধারার আপত্তিতে এক রকম হুকুম হইয়াছে কিন্তু তদনুসারে রেকর্ড সংশোধন হয় নাই, অথবা কোন খতিয়ান বা খেওটের জমির পরিমাণ সমষ্টি করিতে ভুল হইয়াছে, নকলে ভুল হইয়াছে, ভুলক্রমে পিতার নাম বা বাসস্থান লেখা হয় নাই ইত্যাদি। কিন্তু 16 C. L. J. p. 339 দেখ।

দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার বারিত হইবার কথা।

১০৯ ধারা। যে বিষয় লইয়া ১০৫ হইতে ১০৮ পর্য্যন্ত ধারামতে কোন প্রার্থনা পত্র বা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করা হয় কিম্বা ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে ১০৯ক ধারার বিধান মান্য করিয়া কোন দেওয়ানী আদালত সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রার্থনা বা মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১০৯ক ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারীদের ১০৫ হইতে ১০৮ক পর্য্যন্ত ধারানুযায়িক নিষ্পত্তির উপর আপিল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) রাজস্ব কর্ম্মচারির ১০৫ হইতে ১০৮ পর্য্যন্ত ধারানুযায়িক নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং আপীল সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে তাহা ঐরূপ সকল আপীল সম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থ মতে বিশেষ জজ হাইকোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে এই ধারামত কোন মোকর্দ্দমায় যদ্দ্বারা খাজানা ধার্য্য করা হয় তদ্ভিন্ন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাইকোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় আপীলে যদি হাইকোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন মধ্য-স্বত্বের বা যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট

ঐ মধ্য স্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেলা একই লিখনের মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য মধ্য-স্বত্বের বা যোতের যে খাজানা ১০২ ধারা মতে নির্ণীত হইয়া থাকে কিম্বা ১০৫ ধারা বা ১০৮ ধারামতে ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া চলিবেন।

নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত সফল করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১০৯ খ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী ও প্রজা আইন সঙ্গত কোন নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত করিয়া থাকিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার ও বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তদনুসারে লিখন প্রস্তুত ও বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন।

কিন্তু যে নিয়মপত্র ও রফা বন্দোবস্তের সর্ত্ত একটি চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত করা হইলে, এই আইনানুসারে প্রবল করা যাইতে পারে না, তিনি সেই নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

(২) দেয় খাজানা সম্বন্ধে বিবাদের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কোন নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত করা গিয়া থাকিলে, চুক্তিপত্র সম্বন্ধে ২৯ ধারা অনুসারে যে প্রকারের বা পরিমাণের অনুমতি নাই, ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের ফলে খাজানা সেই প্রকারে বা সেই পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইবে কিনা, ইহা নির্ণয় করণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারী যে কাল সম্বন্ধে ঐ বিবাদ উত্থিত হয়, সেই কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে খাজানা আইনানুসারে দেয় ছিল, তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যে স্থলে কোন নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্তের সর্ত্ত এরূপ হয় যে, তাহাতে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্বের অযথা বা অন্যায় হানি হইতে পারে, সে স্থলে পক্ষগণ যে কথা বলিতেছে, তাহা যে সত্য, সাক্ষ্য লইয়া

রাজস্ব কর্ম্মচারীর এরূপ প্রতীতি না হইলে এবং না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ঐ নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত করিবেন না।

উদাহরণ।—ক একজন ভূস্বামী। তিনি এই নিয়মপত্র করিলেন যে, খ নামক তাহার প্রজা দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত বলিয়া লিখিত হইবে। ইহাতে খ'র প্রজাদের স্বত্বের হানি হইবে। রাজস্ব কর্ম্মচারীর ৩ প্রকরণানুসারে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে খ (৫) ধারার অর্থ নির্দ্দেশানুযায়িক মধ্যস্বত্বাধিকারী না রাইয়ত। সাক্ষ্য লইয়া যদি তিনি দেখেন যে, খ রাইয়ত তাহা হইলে, তিনি ঐ নিয়মপত্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি যদি দেখেন যে খ মধ্যস্বত্বাধিকারী, তাহা হইলে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না।

(পূর্ব্ববঙ্গ—উপরোক্ত (২) ও (৩) প্রকরণ পূর্ব্ববঙ্গের আইনে নাই। (১) প্রকরণও ভিন্ন প্রকার যথা—(১) এই অধ্যায় অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানের সময় প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে কোন বিষয় আপোষে মীমাংসা হইলে, ঐ মীমাংসা আইনসঙ্গত হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারী তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন ; কিন্তু ঐরূপ মীমাংসার দ্বারা কোন তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাকে নোটীশ দিয়া ও তাহার আপত্তি শুনিয়া এবং সোলেনামার বিবরণ সত্য কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া, রাজস্ব কর্ম্মচারী কার্য্য করিবেন)।

১০৯ গ ধারা। (১) ১০৯ খ ধারায় যাহা কিছু আছে, তাহা সত্ত্বেও মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত যে খাজানা দেয় বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবে, কোন স্থলে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার সময়ে (২৪) ভূম্যধিকারী ও প্রজা তাহা নিয়মপত্রানুক্রমে স্থির করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদর্থে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে, নিয়মপত্রমতে নির্দ্দিষ্ট খাজানা যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য তাহা হইলে তিনি ঐ নিয়মপত্রের সর্ত্ত যদি এরূপ হয় যে,

রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিয়মপত্র ক্রমে খাজানার বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

কোন চুক্তিপত্রে নিবদ্ধ হইলে, তাহা এই আইনানুসারে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইত না, তাহা হইলেও ঐ খাজানা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা বলিয়া ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার ঐরূপ প্রতীতি না হইলে পারিবেন না। এবং ঐরূপে ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধে ১১৩ ধারার বিধান খাটিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা ১০৯ ক ধারানুসারে নিযুক্ত বিশেষ বিচারপতির নিকটে এই হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন যে, রাজস্ব কর্ম্মচারী ১ প্রকরণানুসারে যে খাজানা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে ঐ ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বীকৃত হন নাই, অপর কোন হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন না।

(৩) রেভিনিউ বোর্ড দরখাস্ত পাইয়া বা অনুষ্ঠিত কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ন্যায্য যুক্তিসঙ্গত খাজানা বলিয়া, খাজানা ধার্য্যকরণ সূচক (১) প্রকরণানুযায়িক আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ঐরূপ ধার্য্য খাজানার সংশোধন আদেশ দিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, উপস্থিত হইয়া তাহা বলিবার নিমিত্ত সম্পৃক্ত পক্ষগণকে যুক্তিসঙ্গত নোটীশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না। (পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ কোন ধারা নাই)

১০৯ গ ধারা।—টীকা

(২৪) অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচারের পূর্ব্বে ১০৫ ধারার ব্যয় ও হয়রানি এড়াইবার জন্য ভূম্যধিকারী ও প্রজা এই ধারানুসারে বর্ত্তমান খাজানা পরিবর্ত্তন করিয়া সোলেনামা দ্বারা ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করাইয়া লইতে পারেন। পূর্ব্ববঙ্গে এই ধারার ন্যায় কোন ধারা বিধিবদ্ধ হয় নাই।

১০৯ ঘ ধারা। ১০৮ ধারা, ১০৯ ক ধারা অথবা ১০৯ গ ধারার (২) বা (৩) প্রকরণানুসারে পুনর্দৃষ্টিক্রমে বা আপীল সূত্রে যে সকল খাজানার বন্দোবস্ত বা বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, তাহার কথা ১০৩ ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঐ লিপি ঐ লিখনের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

লিখনে নিষ্পত্তির কথা লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

[পূর্ব্ববঙ্গে—এই ধারা ১০৯গ স্বরূপ বিধিবদ্ধ আছে]

১১০ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এই অধ্যায়মত কোন খাজানা ধার্য্য করা গেলে, খাজানাধার্য্যকারী নিষ্পত্তির তারিখ কিম্বা ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে বা শীঘ্র হইবে এরূপ হয় তাহা হইলে বন্দোবস্তি জমাবন্দি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখে ঠিক পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি উহা আমলে আসিবে।

ধার্য্য খাজানা ধার্য্য তারিখ হইতে আমলে আসিবে তাহার কথা।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানগুলি মানিতে হইবে—

(ক) যদি ভূমি এমন কোন স্থান, মহাল বা মধ্য-স্বত্বের অন্তর্গত হয় যাহার সম্বন্ধে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে তাহা হইলে যে খাজানা ধার্য্য হয় তাহা ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান মানিয়া চলিত বন্দোবস্তের মিয়াদের অবসান হইতে কিম্বা ঐ মিয়াদ অতীত হইবার পর অপর যে কোন তারিখ রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ধার্য্য করা হয় সেই তারিখ হইতে আমলে আসিবে।

(খ) যদি ভূমি পূর্ব্বোক্তমত কোন স্থান, মহাল বা মধ্য-স্বত্বের অন্তর্গত না হয় এবং যদি বর্ত্তমান খাজানা এমন কোন চুক্তিক্রমে ধার্য্য করা হইয়া থাকে যাহাতে পক্ষগণ অনতীত মিয়াদে আবদ্ধ আছেন তাহা হইলে যে খাজানা ধার্য্য হয় তাহা ঐ মিয়াদের অবসান হইতে কিম্বা ঐ মিয়াদ অতীত হইবার পর অপর যে কোন তারিখ রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ধার্য্য করা হয় সেই তারিখ হইতে আমলে আসিবে।

স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইতে থাকাকালে দেওয়ানী আদালতে অনুষ্ঠিত কার্য্য বন্ধ থাকিবার কথা।

১০১ ধারা। ১০১ ধারামতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করণসূচক কোন আজ্ঞা করা গেলে পর, ১০৪জ ধারার বিধান মান্য করিয়া কোন দেওয়ানী আদালতে—

(ক) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা যাইতেছে কিম্বা শীঘ্রই করা যাইবে সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর না হইলে; এবং

(খ) যে স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা যাইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে না সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর তিন মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত—

১৫৮ ধারানুযায়িক কোন দরখাস্ত অথবা ঐ স্বত্বের লিখন যে স্থান সম্বন্ধে হয় সেই স্থানের অন্তর্গত কোন প্রকার খাজানা পরিবর্ত্তন বা অবস্থা নিরূপণ নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা প্রার্থনা গ্রহণ করিবেন না।

১১১ক ধারা। এই অধ্যায়মতে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আদেশ সূচক কোন আজ্ঞা সম্বন্ধে, কিম্বা ঐরূপ কোন লিখন বা উহার

কোন অংশের প্রস্তুত করণ, প্রকাশ করণ, স্বাক্ষর করণ বা তজ্জদিক করণ, সম্বন্ধে (২৫) কিম্বা ১০৪ জ ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ঐরূপ কোন লিখনের ১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যন্ত ধারানুসারে ধার্য্য কোন খাজানা সম্বন্ধীয় কোন লেখার পরিবর্ত্তনের জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

স্বত্বের লিখন সম্বন্ধে খাজানা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

১১১ ক ধারা।—টীকা

(২৬ অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচার পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা চলে না।

কিন্তু কোন ব্যক্তির অধিকারগত কোন স্বত্বের সহিত সম্পর্ক আছে ১০১ ধারার (২) প্রকরণের (ঘ) দফামতে কৃত কোন আজ্ঞানুসারে প্রস্তুত করা কোন লিখনের মত এমন কোন লেখাতে বা উক্তরূপে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখন হইতে এমন কোন কথা বাদ দেওয়াতে ঐ ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৬ অধ্যায়ানুসারে তাঁহার স্বত্ব ব্যক্ত করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১১১খ ধারা। (১) যে স্থানে ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইতেছে না বা শীঘ্রই করা হইবে না এমন কোন স্থানে ঐ ভূমি সম্বন্ধে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়া থাকিলে ঐ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করিবার সার্টিফিকিটের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত কোন ইস্যুর নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ ভূমি সম্বন্ধে বা উহার কোন প্রজা সম্বন্ধে কোন দরখাস্ত

যে সকল মোকদ্দমায় কোন কোন ইস্যু উত্থিত হয় তাহা স্থগিত রাখিবার কথা।

বা মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে করা বা উপস্থিত করা যাইবে না, অর্থাৎ :—

(ক) ঐ ভূমি খাজানা দিতে দায়ী কি না ;

(খ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্পর্ক আছে কি না ;

(গ) ঐ ভূমি কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলী ভূমির অংশ কি না ;

(ঘ) প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম বা অনুষঙ্গ আছে কি না এবং ঐ ভূমি সংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার আছে কি না ;

(২) ঐ স্থানে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের লিখিত ইস্যুগুলির মধ্যে কোন ইস্যুর বিচারসাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ইস্যুর বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা ১০৬ ধারানুসারে গ্রহণ করিবেন না।

[পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রকরণ সামান্য বিভিন্ন প্রকারের হইলেও ফলতঃ একই, কেবল ১০৫ [ক] ধারারও এই নিয়ম]।

[৩] ১০৫ ধারানুসারে ন্যায্য খাজানায় বন্দোবস্ত করিবার সময় যেস্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী দেখেন যে স্বত্বের চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১) প্রকরণের উল্লিখিত ইস্যুগুলির মধ্যে কোন ইস্যুর বিচার-সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যাওয়াতে অথবা ১০৬ ধারানুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর সম্মুখে উপস্থিত করা যাওয়াতে তিনি ঐ ইস্যুর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্ত করিতে অপারগ, সেস্থলে তিনি ঐ ইস্যুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্তের কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবেন।

এবং ঐ ইস্যু সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পর তিনি এই ভাবে ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্ত করিবেন যেন ঐ নিষ্পত্তি অনুসারেই স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৪) ১ প্রকরণের কার্য্যবশতঃ যেস্থলে দরখাস্ত করিতে কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে বিলম্ব ঘটে সেস্থলে ঐরূপ মোকদ্দমা বা দরখাস্তের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের কাল গণনা করিবার সময় উহার লিখিত তিন মাস কাল বাদ দিতে হইবে।

১১২ ধারা। [১] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝিতে পারেন যে পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা সাধারণ শৃঙ্খলা বা স্থানীয় মঙ্গলার্থে আবশ্যক, অথবা এই অধ্যায়ানুসারে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখনে যে খাজানা দেয় বলিয়া কোন ভূম্যধিকারী তাঁহার উপর বে-আইনীমতে বাড়ান খাজানার দাবী করিতেছেন, তাহা হইলে অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠীত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সমুদয় বা কোন ক্ষমতা কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে দিতে পারিবেন, যথা—

বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দোবস্তের অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

[ক] সমুদয় খাজানা ধার্য্য করিবার ক্ষমতা ;

[খ] উক্ত কর্ম্মচারীর বিবেচনায় যদি বর্ত্তমান খাজানা রাখা, এই আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকুক এরূপ কোন কারণে অনুপযুক্ত বা অন্যায্য বোধ হয় তবে খাজানা ধার্য্য করিবার সময়ে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা।

[পূর্ব্ববঙ্গের আইন সামান্য ভিন্ন হইলেও মূলে কোন পার্থক্য নাই]

[২] এই ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে সাধারণতঃ বা বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমা বা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন

বিশেষ স্থানের মধ্যে কার্য্য করা যাইবে এইরূপ আদেশ করা যাইতে পারিবে।

[২ক] এই ধারানুসারে যে খাজানার বন্দোবস্ত হয় তাহা ১০৪ হইতে ১০৪ঞ পর্য্যন্ত ধারার বিহিত প্রকারে করিতে হইবে।

[৩] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারামতে কার্য্য করিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা বন্দোবস্তি লিখন যে পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণরজেনেরল সাহেব চূড়ান্তরূপে দৃঢ় না করেন সে পর্য্যন্ত আমলে আসিবে না। এবং রেভিনিউ বোর্ডের ১০৪ছ ধারার ২ প্রকরণানুযায়িক আদেশানুসারে এই ধারামতে প্রস্তুত করা কোন স্বত্বের লিখনের অথবা স্বত্বের লিখনের কোন অংশের যে সংশোধন করা হয় তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনেরল সাহেবকর্ত্তৃক তদ্রূপ দৃঢ়ীকরণের অধীন হইবে।

১১৩ ধারা। [১] এই অধ্যায়মতে কোন মধ্য-স্বত্বের বা যোতের খাজানা ধার্য্য করা গেলে ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন কিম্বা পরে মধ্য স্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক না হইলে, মধ্য-স্বত্বের বা বা দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোতের বা দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোর্ফা রাইয়তের যোতের বেলা পনের বৎসর, দখলিস্বত্ব শূন্য যোতের বা দখলিস্বত্ব শূন্য কোর্ফা রাইয়তের যোতের বেলা পাঁচ বৎসর – উক্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না। এবং যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুতে না হইলে কিম্বা ৩৮ ধারার ক দফায় নির্দ্দিষ্ট হেতুতে না হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের মধ্যে ঐরূপ কোন খাজানা কম করা যাইবে না।

ধার্য্য করা খাজানা যত কাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে তাহার কথা।

[২] ধার্য্য খাজানা এই অধ্যায়মতে যে তারিখে আমলে আইসে উক্ত পনের ও পাঁচ বৎসর কাল সেই তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে।

১১৪ ধারা। [১] এই অধ্যায়মতে কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া গেলে কিম্বা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেলে, যেস্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে কিম্বা শীঘ্রই হইবে সেই স্থলে ভিন্ন অপর সকল স্থলে এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে কার্য্য করণার্থ যে সকল সীমানার চিহ্ন ও জরীপের অপর চিহ্ন নির্ম্মিত হয় তাহা স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক যে কোন সময়ে রক্ষা, মেরামত বা পুনঃস্থাপন করিতে যে সকল খরচ লাগে তৎসমেত এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে কোন স্থান, মহাল, মধ্য-স্বত্ব বা তাহার কোন অংশের কার্য্য করিতে যে সমুদয় খরচ কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত খরচের অংশ দিবার আদেশ করেন সেই অংশ ঐ স্থান, মহাল, মধ স্বত্বের বা অংশের ভূম্যধিকারী ও প্রজারা ও ভূমির দখলিকারেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভাবগতিক বিবেচনায় হারাহারী ও কিস্তি থাকিলে যেরূপ কিস্তি স্থির করিয়া দেন সেইরূপ হারাহারীমতে ও কিস্তিমতে দিবেন।

এই অধ্যায়মতে কার্য্যের যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

[২] সীমানার চিহ্নগুলি পনর বৎসরের অনধিক কালের জন্য রক্ষা, মেরামত বা পুনঃ স্থাপন করণার্থে আনুমানিক যত টাকা খরচ লাগিবার সম্ভাবনা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ খরচের যে অংশের আদেশ করেন তাহা যেন ইতিপূর্ব্বেই লাগিয়াছে এই ভাবে অগ্রিম আদায় করা যাইতে পারিবে।

[৩] পূর্ব্বোক্ত খরচের যে অংশ কোন ব্যক্তি দিতে দায়ী তাহা গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থান, মহাল, মধ্য-স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে দেয় ভূমি রাজস্বের বাকীর ন্যায় আদায় করিতে পারিবেন।

[৪] ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের মধ্যে বিতরণের নিমিত্তে এই অধ্যায় মতে জরীপের মানচিত্র ও স্বত্বের লিখনের নকল প্রস্তুত করিবার ব্যয় এই অধ্যায়ের বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থে যে খরচ লাগে তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা। এই ধারার মধ্য-স্বত্ব শব্দে কোন স্থান, মহাল বা মধ্য-স্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত লাখেরাজ ও নিষ্কর মধ্য-স্বত্ব এবং যোতও বুঝাইবে।

স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে মোকররী খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

১১৬ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব-সম্বন্ধে ১০২ ধারার [খ] দফার লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায় মত লিপিবদ্ধ করা গেলে পর, ৫০ ধারামতে অনুমান ঐ প্রজাস্বত্ব-সম্বন্ধে খাটিবে না (২৬)।

১১৫ ধারা।—টীকা

(২৬) কিন্তু ১০৫ বা ১০৬ ধারার মোকদ্দমার সময় ৫০ ধারা প্রযোজ্য The Secretary of State for India in Council v. Kajimuddi, I. L. R. 26 Cal. 617; Maharaja Radhakishor v. Umed Ali, 12 C. W. N. 905; also 13 C. W. N. 1150.

গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিবার কথা।

১১৬ক ধারা। এই অধ্যায় অনুসারে জরীপ করিবার এবং স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামে সীমা চিহ্নিত করিবার সময় কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী যতদূর সম্ভব হয় ততদূর এবং বঙ্গদেশের জরীপ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের বিধান মান্য করিয়া গ্রামের রাজস্বের জরীপের [২৭] মানচিত্র থাকিলে সেই মানচিত্রের লিখিত বহির্সীমার অন্তর্গত স্থান জরীপ ও লিখনের ইউনিট অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সমগ্র অংশস্বরূপ বজায় রাখিবেন।

এবং যেস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজস্বের জরীপে প্রস্তুত করা গ্রামের মানচিত্র থাকে সেস্থলে রেভিনিউ বোর্ডের মঞ্জুরি না লইয়া তিনি অপর কোন স্থান ঐরূপ ইউনিটস্বরূপ বজায় রাখিবেন।

[পূর্ব্ববঙ্গের আইনও এইরূপ, কেবল রাজস্বের জরীপ Revenue Survey ভিন্ন অন্য জরীপ দ্বারা ১০থ ধারা অনুসারে মৌজার সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিলেও তাহাও অবলম্বন করা যাইতে পারে এইরূপ বিধিবদ্ধ আছে।]

১১৫ ক ধারা।—টীকা

(২৭) অর্থাৎ Revenue Snrvey Maps. এই ধারাটি নূতন। রেভিনিউ সার্ভের সঙ্গে বর্ত্তমান দখল না মিলিলেও এই ধারানুসারে রেভিনিউ সার্ভে অনুসারে মৌজার সীমানা নির্দ্ধারণ ও নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু স্বত্বলিপি বর্ত্তমান দখল অনুসারে প্রস্তুত হইবে, কেবল রেভিনিউ সার্ভে অনুসারে যে মৌজা হয় উহাকে সেই মৌজার নথির সামীল করিতে হইবে। জমিদারী মহালের সীমানা সম্বন্ধে কি এই নিয়ম? ১০২ ধারায় তৌজী মহলের কোন উল্লেখ নাই। ১৮৭৫ ॥ আইন অর্থাৎ জরিপ আইনের ৪৪ ও ৪৫ ধারার বিধান অনুসারে কলেক্টর সাহেব বা রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জরিপ বা আদালতের হুকুম অনুসারে মহালের সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে তদনুসারে সরেজমীনে নিদর্শন করিতে পারেন। অতএব এই ধারানুসারে থাকবস্ত ম্যাপ অনুসারে মহালের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভবপর হইলে স্বত্বলিপিতে উহা প্রকাশ করা উচিত। যদি বর্ত্তমান দখল অন্য প্রকার হয় তাহা হইলে মন্তব্যঘরে থাকবস্ত ম্যাপ বা আদালতের আদেশসম্বন্ধে নোট করা যাইতে পারে।

সমাপ্ত